রণলতা।

নূতন

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা

গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

বড়বাজার, ষ্ট্র্যাণ্ডরোড্ ৬২ নং অধ্যাত্মরামায়ণ

কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনাথ মিশ্র দ্বারা প্রকাশিত।

"ভসধাতোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণাঃ।"

কলিকাতা

বড়বাজার ৬৫ নং সূতাপটী

উচিতবক্তা যন্ত্রে

ডী, পী, মিশ্র দ্বারা মুদ্রিত।

ইং ১৮৮৪

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক কোন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত বা অনুবাদিত নহে। ইহাতে কেবল যবনদের অত্যাচার কাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, এবং হিন্দুদের স্বধর্ম্ম রক্ষার পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে। সুরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যেক বিষয়ের সহিত ঐক্য করিয়া পাঠ করিলে তারতম্য দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমার বিনীত নিবেদন, যবনদের অত্যাচারকাণ্ড ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যের অন্য কোন অংশে আপনাদের যেন দৃষ্টি না নিপতিত হয়। আমিও একথা অবতরণিকাতে স্পষ্ট বলিয়াছি।

এক্ষণে যবনদের অত্যাচার এবং হিন্দুদের স্বধর্ম্ম রক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র ছবি ,আপনাদের হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত হইলে আমার এ সমুদয় পরিশ্রম সফল হইবে, এবং আমিও যে আজীবন সহৃদয় মহোদয়গণের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ থাকিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, হংস ভিন্ন জগতে নীরক্ষীরের তারতম্য বলিয়া দিতে আর কেহই সক্ষম নহে। কিমধিকমিতি।

শ্রীঃ—

[library stamps]

রণলতা।

অবতরণিকা।

আর্য্যদিগের সুখরবি অস্তে যাইবার পর, আর্য্যাবর্ত্ত, দুঃখতিমিরে পরিপ্লুত হইল। আর্য্যদিগের চিরবিকশিত, মানস পদ্ম পরিম্লান হইল; দিগন্তব্যাপী, সৌরভ সকল, পদ্মসঙ্কোচের সহিত চিরমুদ্রিত রহিল; আর সূর্য্য উঠিল না, আর পদ্ম ফুটিল না, আর সৌরভ, পুষ্পগন্ধবাহী গন্ধবহের সঙ্গে মিশাইয়া দিক্ দিগন্তে যাইতে পারিল না।

এখন যবনদের কীর্ত্তিপতাকা আর্য্যাবর্ত্তের মস্তকে উড্ডীন হইতেছে, সুখপবনে, পতাকার অগ্রভাগ দোলাইতেছে; যখন একদিকে অধিকক্ষণ, স্থিরভাবে উড়িতে থাকে; তখন, দেখিলে বোধ হয় যেন যবনরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী রসনা বিস্তার করিয়া আর্য্যসেবিত, স্বর্গসদৃশ, আর্য্যাবর্ত্তকে পরিহাস করিতেছে; চাপল্যদোষে কলুষিতহৃদয়া, সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন, চপলতা প্রকাশ করিয়া যবনের শরণাগত হইয়াছে; আপনার চাঞ্চল্য সপ্রমাণ করিতেছে; এমন কি, এখন যবনরাজের দোরাত্ম্যভয়ে, বিকটমূর্ত্তিদর্শনে, উৎকট-অত্যাচারে, ভীতহইয়া আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া নর্ত্তকীর মত নাচিতেছে;

আর একবারও মুখ ফিরিয়া চাহিতেছে না; এখন আর্য্যদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও যবনের বন্দী।

যবনদের উৎসাহপ্রবাহ আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া, উৎকট অত্যাচারের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক সকল তাহা সমস্তই বিদিত আছেন। অদ্যাপি সেই লোমহর্ষণ অত্যাচারের কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

সেই সময়ে একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাহসিক যুবা পুরুষ যবনদের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে এবং "অত্যাচারের প্রকৃত প্রতিকার,কিরূপে সাধিত হইবে" তাহার চিন্তায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ছদ্মবেশে দেশভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই যুবাপুরুষের পিতা কোন হিন্দু রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধিবলে রাজ্যে কখনই রাজবিদ্রোহ, সন্ধিভঙ্গ ঘটে নাই। মন্ত্রী যেরূপ সাহসী, ততোঽধিক বুদ্ধিমান্ ছিলেন; কিন্তু যবনদের ষড়্‌যন্ত্রে পরাস্ত হইয়া অবশেষে যবনধর্ম্মাক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। "যবনেরা ইহার বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইয়া প্রাণদণ্ড করে নাই; এবং সাধারণ বন্দীকৃত পুরুষের মত ইহাঁর সহিত ব্যবহার করিত না; এমন কি, অনেকসময়ে রাজ্যশাসন কিম্বা ধর্ম্মপ্রণালীপ্রথা প্রচলনসংক্রান্ত পরামর্শ করিতে হইলে ইহার সাহায্য আবশ্যক হইত।"

যবনেরা অনেক সময়ে উহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া মনে মনে ইহাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু তাহা কেহ কখন জানিতে পারে নাই। লোকের মানসিক ভাব গুপ্ত থাকিতে

পারে না, যেরূপ ভাব মনে উত্থিত হয়, অবিকল মুখে, সেই ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, বুদ্ধিমানের কাছে তাহা অবিদিত থাকে না।

কিছুদিনের পর যবনদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে লাগিল; কিন্তু রাজমন্ত্রীর মন যবনদিগের শ্রদ্ধায় ভুলিয়া যায় নাই; কখন যে যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে এরূপ বিশ্বাসও হইতে পারে না। ক্রমশঃ অনেক যবনের সহিত বন্ধুতা জন্মিল; অনেকের সহিত কখন২ ধর্ম্মসংক্রান্ত তর্ক করিতেন; যবনেরা প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে রাজমন্ত্রীর গুণগৌরবে মুগ্ধ হইয়া, অনেক সময় হৃদয়ের চিররুদ্ধ দ্বার-উন্মুক্ত করিয়া দিত। রাজমন্ত্রী পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মত, অবিমিশ্রিত ভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন কিন্তু একেবারে মিশিতেন না।

অল্পকালের মধ্যে শতসহস্র যবনেরা ইহার কথায় চলিতে আরম্ভ করিল; ইহাঁকেই সেনাধিনায়ক করিল; ইহাঁরই পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিল; এবং ইনি যে আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ এই বিপদ্‌সাগরে পতিত হইয়াছেন; ইহাতে যাবতীয় যবনসৈন্য দুঃখাকুল হইয়াছিল। অনেক সময় আপনারা ইচ্ছাকরিয়া বলিত, "আমরা আজ্ঞা পাইলে এই মুহূর্ত্তে দেশ হইতে আপনার স্ত্রী পুত্রের সম্বাদ আনিয়া দিতে পারি?" আপনার এরূপ কষ্ট হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর; কোন্ রাজমন্ত্রী, রাজার শুভকামনা পূর্ণ করিতে গিয়া এইরূপ জ্বলন্ত অনলশিখায় প্রাণাহুতি-প্রদান করিয়া থাকে? কোন্ বুদ্ধিমান্ তৃণকাষ্ঠের মত জীবনের মূল্য

ভাবিয়া থাকে ? আমাদের বাদসার হার্য ! একের জন্যে অপরের আজন্ম-সহনীয় অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে অনুমোদন করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

যবনদের প্রাসাদ হইতে পাঁচক্রোশ পশ্চিমে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গগৃহ, যমুনানদীর উপকূলে অবস্থিত ; রাজমন্ত্রীর এই দুর্গই এখন বাসস্থান। মধ্যে মধ্যে বন্দীকৃত রাজপুরুষদের এবং রাজমহিলাদের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত ; বন্দীকৃত রাজমহিলাদের উপর রাজকর্ম্মচারী যবনেরা কোন না অত্যাচার করিতে পারে, ইহাই তত্ত্বানুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

একদিন মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় রাজ-মন্ত্রী, স্ত্রীপুত্রের সম্বাদ পাইবার আশায় কালপ্রতীক্ষা করিতে-ছেন, হঠাৎ স্মরণ হইল একবার এই সময় কারাগৃহ দেখিয়া আসি ; এবং নিম্নস্থ যবনরাজের কর্ম্মচারীদের বন্দীকৃত পুরুষের উপর কিরূপ ব্যবহার তাহা দেখিয়া আসি ; তাহা হইলে জানিতে পারিব, আমার কথায় ইহারা কতদূর বিশ্বাস করে ?

এইরূপ ভাবিয়া কপটবেশে রাত্রিকালে কারাগৃহের সম্মুখে যাইলেন, দেখিলেন ভীষণমূর্ত্তি কারারক্ষক দ্বারপালেরা কেহই নাই, দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। অতিধীরে অতিসতর্কে উন্মুক্ত দ্বারা দিয়া কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী ষোড়শী যুবতী কামিনীর উপর প্রায় দশ-পনর জন যবনসৈন্য অত্যাচার করিবার উপক্রম করিতেছে কখন কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া কামিনীকে ভয়

দেখাইতেছে; কখন উৎকট পরিহাস করিতেছে; রমণীর আর্ত্তনাদে কারাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অসহায়া কামিনীর এইরূপ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া রাজমন্ত্রী দ্রুতপদে তথাহইতে ফিরিয়া আসিলেন; এবং ইহার অচিরসম্পাদনীয় অবশ্য কর্ত্তব্য উপায় সকল মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলেন রজনী-প্রভাত হইয়া আসিতেছে, প্রভাতসমীরণ যবনরাজের অত্যাচারের ভয়েই যেন অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে—তখন রাজমন্ত্রী দ্রুতপদে দুর্গে আসিলেন।

কিছুদিন পরে কতকগুলি যবনসৈন্য রাজ্য হইতে সম্বাদ আনিল। "রাজবাটী শোকতিমিরে মগ্ন হইয়াছে; প্রত্যেকের মুখে নিরানন্দের চিহ্ন নিমগ্ন রহিয়াছে, রাজা, রাণী, রাজকন্যা, কোথায়—কাহার শরণাগত—জীবিত—কি মৃত, ইহার অনুসন্ধান কেহ নাই; মন্ত্রীপুত্র দেশত্যাগী হইয়াছেন, মন্ত্রীপত্নী কেবল শবাসনে শয়ন করিয়া অনবরত কাঁদিতেছেন; ফলে ঐ রাজ্যের সুখসূর্য্য একেবারে অস্তে গিয়াছে।"

রাজমন্ত্রী যবনসৈন্যদের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন না বরং সাহসিকতা সেইরূপই লক্ষিত হইতে লাগিল; "অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য্যপূর্ণবাক্যে প্রশ্ন করিল আমি আসিবার পর আমার দেশে নূতন ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহাই আমার শুনিতে বাসনা?"

একজন যবনসেনা বলিল "বারাণসীর রাজকন্যা যবনবিদ্রোহে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি এই অপরূ সংগ্রাম সাগরে

ঝাঁপ দিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছেন; এখন তিনি কোথায়—কাহার সহিত যোগ দিয়াছেন—কি যোগ দিবেন—কাহার সহিত পরামর্শ করিতেছেন—ইহার তত্ত্ব লইতে বারাণসী হইতে কতকগুলি সৈন্য ঐ দেশে আসিয়াছে; আমি হিন্দু সাজিয়া অনেক কৌশল করিয়া তাহাদের নিকট হইতে এই সম্বাদ বাহির করিয়াছি, এইত এক ঐ রাজ্যে নূতন ঘটনা দেখিলাম।”

রাজমন্ত্রী এই সকল কথা শুনিবার পর একটু মুচকিয়া হাসিলেন; এবং বলিলেন “তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করিও? এখন আমি একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সত্বরই যাইব” এই বলিয়া সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে মন্ত্রীপুত্র, ছদ্মবেশে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে আগরায় উপস্থিত হইলেন। যদিও ছদ্মবেশ কিন্তু যবনবেশ ধরিয়াই রক্ষা পাইয়াছিলেন। মুখে ঐ ধর্ম্মের কথা, সর্ব্বদাই যবন সম্রাটের স্তুতিবাদ, ইহাভিন্ন মন্ত্রীপুত্রের আন্তরিক প্রাণ, কেহই বুঝিতে পারে নাই।

যে ব্যক্তি পিতার অপমান করিয়াছে, তাহার শোণিতদর্শনে নিতান্ত উৎসুকচিত্ত হইয়া, মন্ত্রীপুত্র আগরায় এক বণিকের গৃহে বাসা করিয়া রহিলেন। বণিক্ যবন, ইনিও যবন; কিন্তু মন্ত্রীপুত্র, তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, আপনার ইচ্ছামত সহরে যাইতেন, ইচ্ছামত আসিতেন, ইচ্ছামত আহার করিতেন, ইহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিত না। মন্ত্রীপুত্রের, অঙ্গসৌষ্ঠবে, শ্লেষপূর্ণবাক্‌চাতুর্য্যে, মাধুর্য্যসম্বলিত মুখসৌন্দর্য্যে,

সাহসিক্যে, গাম্ভীর্য্যে আগরাবাসী যাবতীয় লোক, মুগ্ধ হইয়াছিল; অনেক যবনের সহিত সৌহৃদ্য ও সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। এইরূপ চাতুর্য্যে মন্ত্রীপুত্র সমধিক উপকার ও অনেক সন্ধান পাইয়াছিলেন।

"ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন, পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু যবনধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত, আর দেশে যাইবেন না। কিন্তু পিতার এরূপ ভাব কেন মনে জন্মিল? তাহার মীমাংসা, কিছুতেই করিতে পারিলেন না; তবে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, এইবারে যেরূপ আগরায় আমার সম্প্রীতি জন্মিয়াছে, বারান্তরে, নিশ্চয়ই, যবন সম্রাটের সহিত আলাপ হইতে পারিবে? এবং পিতার সহিত এইবারেই হয়ত দেখা হইতে পারিবে? ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান উপায় আমি আর কিছুই দেখিতেছি না।"

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, মন্ত্রীপুত্র একদিন সহর হইতে বণিকের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাত্রি একটা হইয়াছে; বাসায় আসিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, আমাকে কেহ দেখিতে আসিয়াছিল?

"ভৃত্য, করযোড়ে উত্তর দিল, হাঁ মহাশয়! একজন স্ত্রীলোক দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি লাহোরে অদ্য হইতে এক সপ্তাহের শেষ দিনে, কালীবাড়ীর মন্দিরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখন আমি কোথায় যাইব, তাহার কোন ঠিকানা নাই, এইরূপ বলিয়া তিনি চলিয়া যান।"

মন্ত্রীপুত্র, আচ্ছা, সদর দ্বারবন্ধ করিয়া আইস? এই বলিয়া শয়নগৃহের অভ্যন্তরে চলিলেন। দেখিলেন একখানি স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি শয্যায় পতিত রহিয়াছে; এবং একখানি পত্র পতিত রহিয়াছে; দেখিয়া অগ্রে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন;—

সুচতুর মন্ত্রিপুত্র!

আপনি আগরায় অধিকদিন থাকিবেন না, আপনার চাতুর্য্য, কৌশল, সত্বর প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমি, আপনার হিতৈষিণী বান্ধবী জানিবেন। আমার এই প্রগল্‌ভতাপূর্ণ বাক্যে কোপ করিবেন না? আমি কে? কেন আসিয়াছিলাম? তাহা সময়ে বলিব। আপনার পিতা আমাকে কারামুক্ত করিয়াছেন, আমি এ জীবনের মত তাঁহার চরণে বিক্রীত আছি।

বন্দীকৃতরমণী বলিয়া ঘৃণা করিবে না; অনেক সময়ে ক্ষুদ্রবস্তু দিয়া মহতের উপকার সাধিত হয়। আমি আপনার গুণে, সৌজন্যে, পরোপকারব্রতে, বশীভূত হইয়াছি; যবনরাজার সৈনাপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার পিতা কলুষতাপ্রাপ্ত হন নাই; তাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে; তাঁহার মনের ভাব পূর্ব্বমতই আছে; আমি কৌশলক্রমে কতকগুলি যবন কামিনীর মুখে যবনসম্রাটের অত্যাচারের কথা শুনিয়াছি; তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, সর্ব্বদাই ভোগবাসনায়

রত; কিন্তু সৈন্যসংখ্যা, সমধিক বলিয়া আমাদের যুদ্ধ করা অলৌকিক ভাবিয়াছি। তবে মন্ত্রী যেরূপ বন্দীকৃত হইয়াছেন; তাহাতে তাহার পরিশোধ করিতে হইলে যবনসম্রাটের অনুপমা কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াই উচিত। তাঁহার সন্ধান আমি জানিয়াছি; বাদসাজাদীর মনোভাব জানিয়াছি; সে উপায় আমার হস্তে। বাদসাজাদীর রূপের কথা পত্রে বলিলাম না; কারণ পত্রে বলিলে বুঝিতে পারিবেন না, এই যে প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইয়াছি, ইহাতে বাদসাজাদীর ফুলবাগানে আসিয়া ফুল তুলিবার মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে; আর এই হতভাগিনী, তাহার দাসীবৃত্তি করিতেছে; সেই জন্যই, আপনার বিশ্বাসের জন্যই প্রতিমূর্ত্তি প্রেরিত হইল।

আমাকে কুলটা কিম্বা অসচ্চরিত্রা অথবা অসদ্বংশসম্ভবা ভাবিবেন না। আপনি যেরূপ অপমানানলে, শোকানলে দগ্ধ হইয়া, অসীমসাহসভরে, অকুতোভয়ে, এই কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন; আমিও সেই ব্রতে ব্রতী। আপনার দেশে আমাদের একটা সম্বন্ধও আছে, আপনিও আমার বিশেষ আত্মীয়। একদিন আপনাকে গঙ্গানদীর তটে, কোন যোগের সময় স্নান করিতে দেখিয়াছিলাম। দেখিবেন, সাবধান হইবেন, আপনি অধিক দিন আগরায় থাকিবেন না। এমন কি? এই রাত্রেই যাইতে পারিলে অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা;—

আমি অদ্যই সাক্ষাৎ করিতাম, যবনসৈন্যেরা আমাকে অতি সতর্কে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং আমি থাকিতে পারিলাম না। আমি যদিচ অবলা কামিনী কিন্তু,

যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার একপার্শ্বে স্বর্গ এবং অপর পার্শ্ব ঘোর নরক।

যুদ্ধ করিয়া মরিতে হয় তাহা আমার স্বর্গ; আমি সাধারণ-কামিনীর মত প্রণয়াভিলাষিণী নহি। সেই আমার স্বামী, যে অকাতরে সমরার্ণবে ঝাঁপ দিয়া তীরাভিমুখে যাইতে পারে। আমি ছদ্মবেশিনী নহি, আপনার মিত্র ভিন্ন শত্রু নহি। তবে আমি এইবারে আপনার চরণে বিদায় হইলাম। দাসীর কথায় বিশ্বাস জন্মিলে লাহোরে কালীবাড়ীতে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

ইতি—রণলতা।

পাঠ করিয়া মন্ত্রীপুত্র চমৎকৃত হইলেন। সাদরে সতৃষ্ণ-নয়নে বারম্বার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন, দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন না, আবার দেখিতে লাগিলেন, এইবারে নিদ্রাভিভূত হইলেন, সকল দুঃখ নিবারণ হইল।

এই ঘটনায় অবশিষ্ট সময়ে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, হিন্দু মহিলার স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ হইয়াছিল, প্রকৃত হিন্দু. যবনধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও তাহার স্বধর্ম্মের উপর যেরূপ আস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনা একত্র সঙ্কলন করিয়া, এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হইবে। ইহাতে যে, হিন্দু কোন রাজমন্ত্রী বাস্তবিক ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে চাহি না, কেবল যবনদের অত্যাচার এবং হিন্দুপুরুষের হিন্দুমহিলার স্বধর্ম্মস্থাপন করাই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। যবনদের লোমহর্ষণ অত্যাচারের বিন্দুমাত্র পরিচয়

দিলে লোকে বিস্মিত হইয়া থাকে, এইজন্য ঐতিহাসিক সত্য সম্পূর্ণ বর্ণনীয় হইবে না, কিন্তু কিয়দংশ ঐতিহাসিক সত্য বর্ণিত হইবে মাত্র। যবনদের অত্যাচারই ঐতিহাসিক সত্য— অত্যাচার দেখাইবার জন্যই এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভ।

নতুবা প্রত্যেক পদ্ধতির প্রত্যেক অংশ ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ের সহিত মিশাইয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, বর্ণনা করিতে হইলে আখ্যায়িকার কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। ফলতঃ, ঐতিহাসিক ঘটনায় অত্যাচারের অংশ ব্যতিরক্ত অপর অংশ আখ্যায়িকার অবলম্বনীয় বা উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না এই আখ্যায়িকার মধ্যে যদি কোন ঐতিহাসিকা সত্য বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে কেবল যবনদের অত্যাচার বিদ্যমান আছে।

যবনরাজের অত্যাচার-কাণ্ড সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করাই এই আখ্যায়িকার গভীর উদ্দেশ্যও গভীর ফল। অত্যাচারকাণ্ড ভিন্ন অন্য অংশে যেন কাহারও দৃষ্টি না পতিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—oo—

শূরনাথ।

"নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি।"

যবনসম্রাটের ভীষণ অত্যাচার, প্রায় আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল। অত্যাচারের ভীষণমূর্ত্তি, হিন্দুধর্ম্ম প্রায়

বিলুপ্ত করিল; হিন্দু বলিয়া কাহারও সুখে বাস করিবার ক্ষমতা রহিল না। কোন রাজার রাজত্বকালে, ধর্ম্মের উপর অত্যাচার ছিল না, বিদ্বেষভাব ছিল না, থাকিলেও প্রায় তাহা প্রকাশ পাইত না; প্রকাশিত হইলেও, এইরূপ কঠোর, এইরূপ নৃশংস, এইরূপ ভীষণ এবং এইরূপ পরিণামবিরস-পরিণামে কখনই পরিণত হইত না। রাজপথ দিয়া, সচ্ছন্দে, স্বাধীনভাবে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কাহারও চলিবার ক্ষমতা ছিল না; তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে গৃহে আসিয়া গর্ভবতী হিন্দুমহিলাদের পদাঘাতে গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিত। কোন ধনশালী হিন্দু-গৃহে যদি যবনসৈন্য সকল অকৃতকার্য্য হইত; অত্যাচারের ভীষণমূর্ত্তি দেখাইতে না পারিত, তখন পাপিষ্ঠ কৃতান্ত কিঙ্কর-সদৃশ পামরেরা শাণিত অসি কোষনিষ্কাষিত করিয়া গৃহস্বামীর প্রাণনাশ, হিন্দু কামিনীদিগের প্রতি জঘন্য ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। যে হিন্দুগৃহে সুন্দরী কামিনী থাকিত; সেই গৃহস্বামীর যবন হস্তে মৃত্যু অবধারিত ছিল।

একটা পশু বিনাশ করিতে লোকের মনে যেমন তাদৃশ ক্ষোভ হয় না, যবনেরা হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত মানববধে সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইত না। যবনের সহিত হিন্দুর কোন অংশে ঐক্য নাই; এবং কি করিয়াই বা সাদৃশ্য থাকিবে একথা বলিলে চলিত না; কারণ নাই অথচ তোমার যবন হস্তে মৃত্যু হইবে।

প্রকাশ্যে অত্যাচার এইরূপ ছিল, তাহা ভিন্ন যে সকল অত্যাচারকাণ্ড গোপনে সাধিত হইত তাহা যে কতদূর শোণিত-শোষক তাহা স্মরণ করিলেই মৃত্যুহস্তে পতিত হইতে হয়।

ইতিহাসবেত্তা মহাত্মারা ইতিহাসে যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ্যে সম্পাদিত হইত। তাহাতেই যখন দেহের ইন্দ্রিয়বন্ধন শ্লথ হইয়া যায়; অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া পড়ে; অন্তরাত্মা কাঁপিতে থাকে; ভয়োৎপন্ন পিপাসার প্রভাবে কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠে, তখন গোপনকৃত অত্যাচারের অনুমান করিতে হইলে, অনুমান করিবার পূর্ব্বেই অনুমাতার প্রাণ বহির্গত হইতে থাকে। সুতরাং সে কি করিয়াই বা অত্যাচারের অবয়ব চিত্রিত করিবে? কি করিয়াই বা তৎসম্পর্কীয় কথা উল্লেখ করিবে? যাহার স্মরণে শোণিত শুষ্ক হয়, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা কিরূপে বলিতে পারা যাইবে? ফলে গোপনকৃত অত্যাচারের ভীষণ মূর্ত্তি কল্পনাপথের বহির্ভূত।

এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, মিরাটের রাজমন্ত্রী সুরনাথ বিরলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; "মহারাজ সত্যনাথ" যে এতদূর ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা অনুপযুক্ত নয়। বিশেষতঃ রাজ-তনয়া উন্মীলা যেরূপ রূপবতী, ইহার কিঞ্চিৎ সম্বাদ পাইলেই আর রক্ষা থাকিবে না—যেরূপে হউক উন্মীলাকে হরণ করিয়া লইবে;- কন্যামাত্র-প্রাণা রাজমহিষী সরলা শেষে আত্মহত্যা করিবে; মহারাজ অপমানে যবনস্পর্শ হইবার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিবেন; যবনেরা আমাকে যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করিবে; ইন্দুনাথ তখন যে কি করিবে? তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। পুত্রৈক-হৃদয়া পুত্রপরায়ণা প্রিয়তমা পরিমলা শেষে বিষপান করিবে।

মিরাটের শেষ অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

ভবিষ্যতে মিরাটের যে এইরূপ অচিন্তনীয় ঘটনা সহসা উপস্থিত হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল; শারদীয় শশধরের বিনা মেঘে দেহ আচ্ছাদিত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। ফলে, এখন মহারাজের কাতরতা দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। "যবনসৈন্য সকল মিরাট আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে একবার ইহার বিশেষ প্রতিকার ভাবিয়া রাখিতে হইতেছে; মিরাটে এমন বিশেষ কেহ যোদ্ধা নাই, মহারাজেরও এমন কেহ বিশেষ আত্মীয় অভিভাবক ও এমন সুহৃৎ কেহই নাই যে, এইভীষণ অত্যাচারের বিকট মূর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী জানিয়াও তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবে।

কোন হিন্দু রাজা বিরুদ্ধ হইলে তাহার উপায় আছে; যুদ্ধ করিতে না পারা যায়, হটাৎ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে; শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। এ কালসর্প সদৃশ, কুটিলহৃদয়, করালমূর্ত্তি যবনসম্রাটের আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীরা ক্ষমা প্রার্থনা শুনিবে না; অসারহৃদয়ে সার কথা স্থান পাইবে না; মরুভূমে কল্লোলিনীর কলরব কখন উত্থিত হইবে না; অত্যাচার ভিন্ন ভাল কথা কহিবে না।

কিন্তু এই সময় আমিও যে মিরাট পরিত্যাগ করিয়া কোন রূপ উপায় করিতে সযত্ন হইব; কিছুদিন যে ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিয়া আত্মীয় সংগ্রহ করিব, তাহাতেও বিষম বিভ্রাট্।

জয়পুরের যোধপুরের মহারাষ্ট্রের মহারাজারা সকলেই মহারাজ সত্যনাথের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও এই অত্যাচারে শঙ্কিতচিত্ত। "বারাণসীর মহারাজ প্রতাপ-

সিংহ মহারাজের বিশেষ আত্মীয়। বহুকালের পুরাতন সম্বন্ধ, এই ঘটনা না ঘটিলে অত্যাল্পদিনের মধ্যেই আবার পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে মালার মতন গ্রথিত হইতেন ; মহারাজের কন্যা উন্মীলার সহিত প্রতাপসিংহের পুত্র আদিত্যসিংহের বিবাহ হইত। এই উপলক্ষে হতভাগ্যের পুত্র ইন্দুনাথের সহিত মহারাজ প্রতাপসিংহের কন্যা রণলতারও বিবাহ হইত।” এখন সে সমস্ত কথা স্বপ্নের মত অলীক হইতেছে।

গিজনীর অধিপতি যমনসম্রাট্ মামুদ, যদিচ এখন ভারতে চিরস্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু আধিপত্য বিস্তার করিতে বিলম্বও নাই। পঞ্জাব হইতে এই মধ্য ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে। রাজপুতনার শিবকেশরী এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজা অর্জুনসিংহ তাঁহারা অনেক কৌশল করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমিও “সোমনাথের মোহন্ত ভগবান্ বিমলাচার্য্যের নিকট শুনিয়াছি যে ভারতে আর আনন্দ ঘটিবে না, এখন যবনদের সময় আসিয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে তাহারই মঙ্গল, তাহারই অদৃষ্ট প্রসন্ন। তাহার পর তিনি আমার দৈহিকলক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তুমিও প্রকারান্তরে ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে।”

এখন আমি এই বিপদ্ সময়ে ভগবান্ বিমলাচার্য্যের নিকট পরামর্শ করিয়া গোপনে মামুদের অভিসন্ধি জানিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করি। ইন্দুনাথ আপাততঃ আমারি স্থলাভিষিক্ত

হইয়া মিরাট রক্ষা করিতে থাকুক। আমি এখন সোমনাথের মন্দিরে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করি। যাইবার পূর্ব্বে একবার রাজভবনে গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—oo—

(অপূর্ণ আশা।)

"তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে॥"

মিরাটের অধীশ্বর লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন শীঘ্রই তাহার ফল দর্শন করিতে লাগিলেন। মামুদ যদিও (১০০১খৃঃ) হইতে দুই চারিবার ভারতে আসিয়া অত্যাচার করিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে মামুদের সন্তোষ কিম্বা অতুল্য সুখভোগ হয় নাই; মনোরথ পূর্ণ হয় নাই; আর্য্যবর্ত্তবাসী নৃপতিদেরও শঙ্কা নিবৃত্তি হয় নাই।

ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সকল লোকেই মামুদের বিক্রমে, প্রতাপে, অত্যাচারে সর্ব্বদাই কম্পিত। সমরে

কৃতান্ত তুল্য রাজপুতনার অধিপতি শিবকেশরী যখন সমস্ত সৈন্যসামন্তের সহিত পরাস্ত হইয়াছেন, তখন বিনা যুদ্ধে যে আমরা পরাস্ত হ[illegible] ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি আমার পুত্র থাকিত এবং অন্যান্য নৃপতিরা একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রতিকারের চেষ্টায় [illegible], তবে একদিন যুদ্ধ করিব বলিয়া মনের কতক [illegible] করিতাম।

সমস্ত নৃপতি [illegible] আমি ত পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত—বার্দ্ধক্য আসিয়া দেহ অ[illegible] করিয়াছে, সৈন্যসংখ্যাও অতি অল্প—আত্মীয় স্বজন [illegible] সম্পদ[illegible] কেহই নাই। তবে আর রক্ষা পাইব কিরূপে? [illegible] আর বাঁচিবার আশা কোথায়? তবে আর চিরগৌরব [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবে? তবে আর আমাদের অনন্যস্থা[illegible] [illegible] ও অখণ্ডনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ কিরূপে সফল বা স্থির[illegible] থাকিবে?

এক শূরনাথ [illegible] শূরনাথ কি করিবে—কেবল বুদ্ধিকৌশ[illegible] জীবনরক্ষার সম্ভাবনা অতি অল্প। স্বর্ণপ্রতিমা উর্ম্মিলাকে [illegible] ভাবনা, নতুবা ভাবনার বিষয় আর কিছুই নাই। অনুপমা উর্ম্মিলাকে অকাতরে যে যবনহস্তে সমর্পণ করিতে হ[illegible] সেই চিন্তাই এখন বলবতী; সেই চিন্তা-কীটে দেহ জীর্ণ [illegible] রাছে, সেই অপমানবহ্নির [illegible] স্ফুলিঙ্গরাশি আমার দেহ দগ্ধ করিতেছে।

ইন্দুনাথ সকল অংশে শূরনাথের সোসাদৃশ্য লাভ [illegible] সত্য, তথাপি সে বালক প্রকৃতি—বাস্তবিক বালক ইন্দুনাথকে দেখিলে মনের যা[illegible] অপনীত হয়—স্নেহরসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি[illegible]

হয়—বক্ষে রাখিতে ইচ্ছা হয়—তাহার উপমা-বহির্ভূত মুখারবিন্দ দর্শন করিলে স্বর্গীয় সুখভোগ করা যায়—বসন্তকালের যাবতীয় কুসুমরাশি একস্থানে দর্শন করিলে যেরূপ প্রীতির উদয় হয়, সেই প্রীতির একমাত্র আধার ইন্দুনাথ। এখন শূরনাথ আসিলে যাহা হয়, একটা পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিতে হইবে।

হটাৎ স্মরণ হইল, "প্রতাপসিংহের পুত্র আদিত্যসিংহের সহিত উন্মীলার বিবাহ সম্বন্ধ করা হইয়াছে। তৎকালে বারাণসীতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্চরণ করিবার জন্য জয়পুরের মহারাজা বিজয়নগরের মহারাজা, যোধপুরের মহারাজা এবং কাশ্মীরের ও দাক্ষিণাত্যের মহারাজা-প্রভৃতি আর্য্যকুলধুরন্ধরেরা উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ঐ কথা উপস্থিত করেন, তখন মামুদের এতদূর আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই।"

ঐ কথা উত্থাপিত হইবার পর সুচতুর শূরনাথ কৌশল করিয়া ইন্দুনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। ইন্দুনাথ তখন বারাণসীতে থাকিয়া লেখা পড়া করিত; ইন্দুনাথ অত্যন্ত সুপাত্র, সুতরাং মহারাজ প্রতাপসিংহ একসঙ্গে কন্যাপুত্র, উভয়ের বিবাহ দিতে অঙ্গীকৃত হয়েন।"

এখন দেখিতেছি যদি বিবাহ হইয়া যাইত, তবে একজন সহায় হইত এবং বর্ত্তমান বিপদের কতক অংশে প্রতিকার-হইত। তখন শুনিয়াছিলাম, "প্রতাপসিংহ অপেক্ষা রাজতনয়া রণলতা যেমন বিদ্যাবতী, আবার যুদ্ধবিদ্যায় ততোহধিক পণ্ডিতা ও ততোহধিক সুচতুরা। আহা! ভাগ্যদোষে কিছু

দিন যে আনন্দে কালাতিপাত করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা ঘটিল না, এ জীবনে ঘটিয়া উঠিল না।”

যাহা হউক, রাজ্যচ্যুত হইবার পূর্ব্বে, মানে মানে, কন্যা পুত্র লইয়া, নয় ভিক্ষুকের বেশে বনে বনে, অনাহারে, কখন গিরিকন্দরে বাস করিয়া সময় অতিবাহিত করিব তথাপি কন্যারত্ন বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।

উন্মীলা যেরূপ বুদ্ধিমতী—যেরূপ রাজনীতিকুশলা-তাহাতে তাহার সঙ্গে কোন তর্কও করিতে পারা যায় না। মহিষীর সরল হৃদয়ে যে, এরূপ মর্ম্মান্তিক, রক্তশোষক, অস্থিভেদী কষ্ট হইবে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

আমিও এখন কর্ত্তব্যবোধে অক্ষম, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অশক্ত। এখন আমার বনে যাইবার সময় উপস্থিত—ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবার সময়—কিন্তু কপালে সুখ না থাকিলে জীবনের আশা ভরসা থাকে না। শূরনাথের পরামর্শে বর্ত্তমান বিপদের আশু প্রতিকার হইবে কি না? তাহাও চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না; অথচ শূরনাথের পরামর্শে উপকার না হইলে, সপরিবারে হয় জলমজ্জনে, উদ্বন্ধনে, নয় বিষপানে, কিম্বা অনলশিখায় দেহত্যাগ করিতে হইবে।

এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া রক্ষা পাইতে হয় তাহাও ভাল, তাহাও আমার সর্ব্বাংশে সুন্দর; তথাপি মামুদের শরণাপন্ন হইব না; তাহার পাপিষ্ঠমূর্ত্তি দর্শন করিব না; তাহার অমৃতমিশ্রিত বাক্যেও তৃপ্ত হইব না; ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেও সে পাপের ক্ষয় হয় না; বিষবৃক্ষের মূল হইতে স্কন্ধ, শাখা, পত্র,

মুকুল, পল্লব, অবশেষে ফল পর্য্যন্ত যে সমুদয় বিষে পরিপূর্ণ তাহার জন্য কাহারও সঙ্গে তর্ক করিতে হইবে না; তাহার প্রমাণের জন্য সাক্ষীর আবশ্যকও হইবে না।

যবনজাতির মধ্যে কেহই ধার্ম্মিক নাই। এই পৃথিবীতলে অনেক জাতীয় যবন আছে তাহারা সকলই সমান। সুতরাং মোগল, পাঠান [illegible] জাতীয় যবনেরা আমার সেই পরিমাণে অ[illegible] [illegible], নির্দ্দয় এবং কলুষিতচিত্ত।

মামুদ, স[illegible] ভারতীয় কোন নৃপতির সহিত কখন কোন বন্ধুতা [illegible]। বন্ধুতা থাকিলে ষড়যন্ত্র করিয়া পাপচক্রে তাহার [illegible] যাইত। রুষ্ট হইলে অথবা আমাদের [illegible] অসন্তুষ্ট করিলে তাহাকে তখন হস্তে পাইয়া কারাকক্ষে [illegible] যাইত। দুঃখের মধ্যে ভারতবর্ষীয় কোন [illegible] সহিত কাহার ঐক্য নাই এবং যবনসম্রাটের বুদ্ধি [illegible] নয়।

আমার [illegible] বিপদ্। মামুদ অত্যল্পকালের মধ্যে অবশিষ্ট ও [illegible] কীর্ত্তিপতাকা উড়াইবে; কীর্ত্তিস্তম্ভ স[illegible]; আক্ষেপের বিষয় এই—কোন ক্ষত্রিয় রাজার মনে [illegible] জন্য তাহাতে বিরাগ জন্মিল না; আর্য্যশোণিত[illegible] শোণিতের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল না।

শূরনাথ পূর্ব্বে [illegible] বলিয়াছিল যদি তাহাই করা যায়, তবে আপাততঃ মুক্তি[illegible] কিন্তু বিপন্মুক্ত হইতে পারিব না। নাই পারি, একেবারে [illegible] নাই ঘটুক, পরেও অল্পকালের মধ্যে

সুবিধা হইতে পারে? এখন তাহাই মঙ্গল। সুতরাং সত্বর শূর-নাথের অন্বেষণে একবার চেষ্টা করি, তাহার পর জগদীশ্বর আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—oo—

গিজনিপতি মামুদ।

(উপায় কি?)

"রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম,
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়।"

মামুদ অতিবুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ সম্রাট্। ইনি (১০০১ খৃঃ) অব্দে প্রথমে ভারতে প্রবেশ করেন। সবক্তিগিন জয়পালের সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। পরে পিতৃশত্রু লাহোরের রাজা ঐ জয়পালের সহিত মামুদ প্রথম যুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান রাজাদের বশীভূত করিয়া, সময়ে সময়ে ভয় দেখাইয়া, কাহাকে বা কারারুদ্ধ করিয়া, আপনার আধিপত্য প্রায় সমস্ত ভারতে বিস্তার করিলেন। যে প্রদেশ একবার অধিকৃত হইত, সেই প্রদেশে আপনার কর্ম্মচারী, আপনার লোক, নিযুক্ত করিতেন। ভারতবর্ষীয় যে রাজা পরাজিত হন নাই, তিনি মামুদের ভয়ে সদাই শঙ্কিত থাকিতেন।

মামুদ অতিশয় তেজস্বী, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, এবং ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সংস্কার বশতঃ যবন জাতির উপর হিন্দুদের ভক্তি, কিম্বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, কোনও কালে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য লোকে মামুদের উপর অশ্রদ্ধা করিত। কিন্তু যে ব্যক্তি মামুদের সহিত কোন কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, এমন কি মৌখিক আলাপ করিতে পারিয়া ছিল, তাহার যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতেও মনে দ্বিধা হইত না।

ফলে এতদূর অলৌকিক শক্তি না থাকিলে ভারতের উপর আধিপত্য প্রকাশ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। ভারতের অনেক স্থানে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; আপনার লোক নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন; পঞ্জাব হইতে বারাণসীর মধ্যে কেবল আগরায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ হয় নাই, সেস্থানে সৈনিক লোক উপস্থিত থাকিত। ভারতের অনেক স্থানে যবন সৈন্য একত্রিত হইয়া বাস করিত; কার্য্য-উপলক্ষে ভারতের অনেক স্থলে গিজনিপতির আফিস্ ছিল। ভারতের অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশের মধ্যে আগরা এবং লাহোর প্রধান কর্ম্মস্থল ছিল। অনেক সময়ে সম্রাটের লাহোরে আসিয়া কালাতিপাত করিতে হইত, কিন্তু অধিক দিন থাকিতেন না।

সম্রাটের অনেক সেনাপতিসত্বেও ভারতরক্ষা করিবার সময়, আপনিই সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইতেন। ভারতে যুদ্ধ করিবার সময় আপনিই রাজা আপনিই সেনাপতি হইতেন, কাহারও উপর সৈনাপত্যের ভার দিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। তবে সেনাপতি আবুল খাঁ উপলক্ষ মাত্র ছিল। কখন কখন আপনার প্রধান

বেগম, কিম্বা বাদসাজাদী, ভারতে আসিয়া বাস করিত। লাহোরে থাকিবার জন্য উত্তম বাসস্থান ছিল। অসূর্য্যম্পশ্যা, বাদসা মহিলাগণ ভারতে থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত।

ভারতের অনেক স্থান অধিকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে গিজনিপতির আন্তরিক সুখ কিম্বা মনের বিশেষ সন্তোষ জন্মে নাই। কারণ, নৃপতি সন্তুষ্ট হইলে উন্নতির সমূলে উন্মূলন হয়, ইহা প্রাচীনদের চিরসিদ্ধান্ত মত। গিজনিপতি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বরং উৎসাহের সহিত একদেশ জয় করিবার পর অপর দেশ জয় করিতে সমুৎসুক থাকিতেন। ভারতের যাবতীয় প্রদেশে আপনার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে; ভারতবর্ষীয় নৃপতিরা অবনতমস্তকে জয় ঘোষণা করিবে; মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিবাদ করিবে; গিজনিপতির ইহাই একান্ত বাসনা ছিল। ইহার জন্য গিজনিপতির রাত্রে নিদ্রা হইত না, সময়ে আহার হইত না, সময়ে কোন কর্ম্মই হইত না, কেবল তাহার উপায় চিন্তায় অহরহ নিযুক্ত থাকিতেন।

গিজনিপতি কখন দূত সাজিয়া, কখন ফকিরের বেশ ধরিয়া, দেশ দেশান্তরে গুপ্তবেশে পর্য্যটন করিতেন। ভারতবর্ষীয় নৃপতিদের অভিসন্ধি কিম্বা কৌশল জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক কৌশল বিস্তার করিতে হইত।

সম্রাট্ অত্যন্ত বিদ্যাবিশারদ লোক ছিলেন। বিদ্যার প্রভাবে অনেক আভ্যন্তরীণ বিষয়, অনেক অপ্রকাশ্য বিষয়, সহজে বুঝিতে পারিতেন। যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিম্বা যাহা ঘটিবার নয়, তাহা মানসচক্ষে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই জানিতে পারি-

তেন। ভারতবর্ষীয় নৃপতিদের সৈন্যসংখ্যা কত? বার্ষিক আয় কত? কতদূর পর্য্যন্ত স্বস্ব রাজত্ব? এই সকল বিষয়ের অণুমাত্র অনুসন্ধান পাইলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন; অথচ সেই মর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কাহার সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করিতেন; কাহার সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইয়াও ক্ষান্ত থাকিতেন।

গিজনিপতির পঞ্জাবে রাজপুত শিবকেশরী কিম্বা মহারাষ্ট্রীয় অর্জ্জুনসিংহের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল যুদ্ধে বিশেষ ফললাভ হয় নাই, বিশেষ উপকার দর্শে নাই, এই নিমিত্ত দুই চারিবার যুদ্ধের পর পঞ্জাবযুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, বিলাসপ্রিয়, কর্ত্তব্যবিমূঢ়, মধ্যভারতের নৃপতিদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া ছিল; যুদ্ধ করিয়া অনেক উপকার, অনেক ফলও ফলিয়া ছিল।

সম্রাট্ জানিতেন, রাজত্ব করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, — "কথন শোণিত দর্শন, কথন প্রেমালিঙ্গন, কথন অসির ঝন্ ঝন্ শব্দ, কথন শান্তমূর্ত্তি জলধরের মত নিস্তব্ধভাব, কথন চাতুর্য্য, কথন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মত অকপটচিত্ত, কথন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন, কথন অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীর বাহুলতা ধরিয়া পীড়াপীড়ি, কথন সাধু, কথন দস্যু, কথন বীরাগ্রগণ্য, কথন হিংস্রকের চূড়ামণি" এইরূপ উভয়বিধ ভাব দেখাইতে হয়।

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে সম্রাট্ মনন করিয়া ছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রধান২ নৃপতিদের সহিত একটা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া যাইবে। ভারতবাসী রাজারা যেরূপ ভীরু স্বভাব, যেরূপ বিলাসপ্রিয়, যেরূপ রণকার্য্যে অপটু, ইহাতে বিনা যুদ্ধে কোন

রূপে কৌশল করিয়া নৃপতিদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারিবে। আমিও এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতের অনেক ভাবগতি জানিয়াছি। তবে অন্যায়-আচরণে নৃপতিদিগকে ক্রুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়কার্য্য। এখন আমার প্রধান সেনাপতি আবুলখাঁ গিজনি হইতে ভারতে আসিলে এইরূপ নিয়ম প্রচার করিয়া দিব— "যিনি আমাদের অভিপ্রেত অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, কি তাহাতে অসম্মত হইবেন, অবিলম্বে তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বেগমের অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—oo—

(অন্তঃপুরে রাজসভা।)

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

মিরাটের অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, মামুদের অলোকসাধারণ আধিপত্য. ক্রমশঃ ভারতের যাবতীয় প্রদেশে

বিস্তৃত হইবার উপক্রম হইলে, বিষণ্ণবদনে, সজলনয়নে, অন্তঃপুরে বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে শূরনাথ, ইন্দুনাথ, যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট। মহিষী সরলা উর্ম্মীলার সহিত একাসনে অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই— সকলেরই মুখে মনের অভিপ্রায়ব্যঞ্জক, নিরানন্দ, ম্লানিভাব সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইতেছে। কখন কখন হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে আঃ! উঃ! ইত্যাদি শোকের চিহ্ন প্রায় সকলেরই মুখে বহির্গত হইতেছে।

এমন সময়, ইন্দুনাথ, কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক, গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, বিপদে ধৈর্য্য ধরিতে না পারিলে, কোন প্রতিকার নাই। একান্ত অধীরভাব, কিম্বা কাতরতা মহতের চিহ্ন নয়। অষ্ট দিক্‌পালের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিকারের সময় সত্বেও, হাহুতাশে কালক্ষেপ করা কেবল ভীরুতার কার্য্য। বিনা যুদ্ধে, দেবোপভোগ্য মিরাট যে, যবনের দাসত্ব করিবে, সে চিন্তাই হৃদয়ে আসে না। যখন আপনারা উদাসীনের মত বসিয়া রহিলেন, যবনের সহিত যুদ্ধকরা অপ্রতিবিধেয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, তখন এই হতভাগ্য, একান্ত অধীর হইয়া আপনাদেরও শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আমি জীবিত থাকিতে মিরাট যবনের অধীনতা মস্তক দিয়া বহন করিবে, তাহা আমার দেহের বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিতে কখন সহ্য করিতে পারিব না। আপনারা অশীর্ব্বাদ করুন, আমি অকাতরে যুদ্ধে যাত্রা করি এবং কৃতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীচরণ দর্শন করি।"

"শূরনাথ, পুত্রের সহাসপূর্ণ, গম্ভীর, তেজস্বী, বাক্য গুলি শুনিয়া বলিলেন, হাঁ মিরাটের মন্ত্রিপুত্রের মত কথা হইয়াছে। এখন মহারাজের এবং এই মাতৃকল্পা মহারাণীর চরণধূলি মস্তকে করিয়া শীঘ্র যুদ্ধে যাত্রা কর"।

সত্যনাথ, ইন্দুনাথের সুধাপূর্ণ বাক্যে, চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাবা ইন্দুনাথ! দীর্ঘজীবী হও।

"মহারাজার কথা অবসান হইলে, উন্মীলা, জলদগম্ভীর-বাক্যে কহিতে লাগিল; আমার প্রগল্‌ভতায় আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না—লজ্জাত্যাগ করিয়া, উদ্ধত স্বভাবের মত, যাহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছি, তাহা কেবল অধীরতা, এবং কাতরতার চিহ্ন।

গিজনিপতি, এইকালের মধ্যে, প্রায় তিন চারিবার ভারত-বর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। প্রত্যেক বারেই কৃতার্থ হইয়াছিল, অতএব, তাহার পরাজয় বাসনা নিতান্ত অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় কোন রাজা তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে সক্ষম নয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় রক্ত যাহার দেহে, অদ্যাপি উষ্ণভাবে প্রবাহিত হয়, তাহারাও কি সাহসে শৃগালের মত যবনের দাসত্ব করিতে ইচ্ছুক।

যেরূপ অত্যাচার করিয়া, মামুদ গুজরাটে রাজপুত শিবকে-শরীর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। ভবভয়নাশক ভগবান্ ভবানীপতির যে স্থানে মন্দির ছিল, এবং ভগবান্ যেস্থানে সোমনাথ বলিয়া প্রতি-ষ্ঠিত ছিলেন—সেই দেবমূর্ত্তি উত্তোলিত করিয়া হীরক, মণি,

মুক্তা-প্রভৃতি, অমূল্য রত্ন সকল, দেবদেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া, গিজনির কোষাগার পরিপূর্ণ করে। দেবশরীর গিজনিতে প্রতিষ্ঠিত করে—চন্দনকাষ্ঠের দ্বার, গিজনীর শোভাবৃদ্ধি করিতেছে—সোমনাথ এখন অনাথ, নিরাশ্রয়, সম্পূর্ণ বিপদাপন্ন।

শূরনার বলিয়া উঠিলেন, মা উন্মীলে! সমস্তই বিদিত আছি সমস্তই আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছে—যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য—কিন্তু প্রতিবিধান কি কোপে সাধিত হয়? প্রতিকার চেষ্টা কি আক্ষেপে নিবৃত্ত হয়? সহকারবৃক্ষ, মুকুলিত না হইলে, পিককূজন শ্রবণ গোচর না হইলে, বসন্তকালের অনুমান হইতেই পারে না—মামুদ, যতবারই কেন ভারত আক্রমণ করুক না; আমাদের সহিত তাহার একটা যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; তবে সে যুদ্ধ কোন্ সময়—শীঘ্র কি বিলম্বে—হইবে কি না? কোন্ রাজার সহিত এবং কত দিনে? তাহা বলিতে পারি না।"

সত্তানাথ বলিতে লাগিলেন—যত দিন না কোন যুদ্ধ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তত দিন গুপ্তবেশে, কার্য্য সাধনের জন্য, কখন বা যবনবেশে, পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্ত্তী যাবতীয় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের গূঢ়মন্ত্রণা, গুপ্তসন্ধি, অনুসন্ধান করাই এখন আমাদের সৎপরামর্শ। তাহা করিতে পারিলে, পরিশেষে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধেরও অনেক উপকার দর্শিবে। তাহা ভিন্ন কান্যকুব্জ প্রদেশে কিম্বা গুজরাটে, কিম্বা মহারাষ্ট্রে যে সমস্ত প্রদেশে তাহার একবার যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশ-

বাসী বীরপুরুষেরা এখন কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে? মামুদের নামে তাহারা সন্তুষ্ট কি না? পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে তাহারা অভিলাষী কি না? এখনই বা তাহাদের অভিপ্রায় কি? ক্ষত্রিয়-শোণিত সত্যভাব অবলম্বন করিয়াছে কি না? এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব লইতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যতে মঙ্গল ঘটিতে পারিবে।

শূরনাথ রাজার বাক্য-অবসান হইলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—যুক্তিসঙ্গত অনুজ্ঞা আমার মস্তক ধার্য্য। কিন্তু আমার অবিদ্যমানে কে মিরাট রক্ষা করিবে? হটাৎ মামুদের কোন দূত আসিলে কে তাহার সহিত সেইরূপ উত্তর দিয়া তাহার অভিপ্রেত সন্ধিসূত্রে নিবদ্ধ হইবে? কিম্বা হটাৎ মিরাট আক্রমণ করিলে কে তাহা রক্ষা করিবে? নচেৎ আমার যাইতে এক তিলার্দ্ধও অনিচ্ছা নাই।

ইন্দুনাথ অতিব্যগ্রতাসহকারে বলিতে লাগিল—আমি যতক্ষণ জীবিত থাকিব, ততক্ষণ মিরাটের তৃণপর্য্যন্ত অন্যায় করিয়া কেহ অপচয় করিতে পারিবে না। তবে আমার অপায় হইলে রাজতনয়া উন্মীলা ক্ষণকালের জন্য মিরাট রক্ষা করিতে পারিবেন। তবে মিরাটের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইলে যখন ঘোর শোকতিমির আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কে আর কাহাকে রক্ষা করিবে? কে আর আত্মীয়তা দেখাইবে? তখন জানিবেন—আমরা বাঁচিব না—আমাদের আশা ভরসা সমস্তই সমাপ্ত হইয়াছে—এখন আমার বিনীত প্রার্থনা—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার না কোন ব্যতিক্রম ঘটে? তাহাতে

আর না কোন দ্বিধা জন্মায়? এখন সকলেই স্বস্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে সযত্ন হইয়া নিযুক্ত থাকুন, সযত্ন থাকিলে আশু শুভফল দৃষ্ট হইবে, নতুবা উপেক্ষাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিরাট একবারে রসাতলে নিমগ্ন হইবে।

এই কথার পর অন্তঃপুরের রাজসভা ভঙ্গ হইল এবং সকলেই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—00—

(মলিনা-রণলতা।)

"লতামূলে লীনো হরিণপরিহীনো হিমকরঃ
স্ফুরত্তারাকারা পততি জলধারা কুবলয়াৎ।
ধুনীতে বন্ধুকং তিলকুসুমজন্মা হি পবনঃ
পুরদ্বারে পুণ্যং পরিণমতি কস্যাপি কৃতিনঃ॥"

পাঠকবর্গ! একবার আইস এই অপরিচিতা অল্পবয়স্কা তেজস্বিনী কামিনীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেই। আপনাদের সবিশেষ জানা আছে, কামিনীর চক্ষের জল একবিন্দু পতিত হইলে প্রলয় উপস্থিত হয়; কিন্তু এই বালিকা কামিনী দর দর ধারে, কেন এত চক্ষের জল ফেলিতেছে; বোধ হয় ইহা সামান্য দুঃখের চিহ্ন নহে।

অনেক গ্রন্থকার, অল্প-বয়স্কা বালিকা কামিনীর রূপবর্ণন স্থলে, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারে কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া মনের সঙ্কল্পিত চপলতার পরিচয় দিয়া মনের সুখে আমোদ করিয়াছেন—কখন ভারতবর্ষ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিয়া চকিতের মধ্যে ইয়ুরোপে গমন করিয়া, সেই দেশের পরিধেয় বস্ত্র, সেই দেশের প্রচলিত অলঙ্কার, সযত্নে আনিয়া তাহার সম্মুখে উপহার দিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বস্ত্র, ইয়ুরোপীয় অলঙ্কার, ইয়ুরোপীয়বেশ, ভারতকামিনীর নয়নে ভাল না লাগিলেও গ্রন্থকার তাহাকে বলপূর্ব্বক পরাইবেন, বলপূর্ব্বক সাজাইবেন, দেখা গিয়াছে—অনেক স্থলে শোভার বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়ে।

আমাদের এই বিষাদিনী, দীনা, মলিনা, কামিনীর কোন পদার্থে স্পৃহা নাই, যত্ন করিয়া সম্মুখে আনয়ন করিলেও দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; যাহার অলঙ্কারে রুচি নাই, তবে তাহাকে অলঙ্কার দিয়া কিরূপে সাজাইব? কিরূপেই বা আপনাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব? বিষম বিভ্রাটের কথা;—

এই কামিনী বারাণসীর অধিপতি মহারাজ প্রতাপসিংহের কন্যা নাম রণলতা? বয়স পনর কি ষোল হইবে, গঠন দোহারা, কলেবরের সমষ্টি দেখিলে, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ বলিয়া বোধ হয়। দেহের বর্ণ ঠিক্ নির্ব্বাচন করা বড় দুরূহ ব্যাপার; তবে দুগ্ধে আল্‌তা মিশাইয়া, এবং তাহাতে দুটী চারিটী গোলাপের দল কাটিয়া, শেষে পরস্পরে সমুদয়পদার্থ

একত্র করিয়া, যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, বোধ হয়, তাহাতেও রণলতার দেহের স্বরূপের কথা বলা হইবে না ; তবে দেহের বর্ণ উজ্জ্বল, আশু-প্রীতিদায়ক এবং মনোহর।

ফলে যখন যাহার দেহের স্বরূপ বলিতে পারিলাম না, তখন মুখের সাদৃশ্য কিরূপে দেখাইব? মুখখানি অতি সুন্দর। চিবুকের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের একটী দাগ রহিয়াছে, তাহাতে এই বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিব, বঙ্গদেশে কখন যদি কেহ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে একদিন রণলতার মুখের সাদৃশ্য ঘটিতে পারে?

চক্ষু দুটী সরল, আকর্ণবিশ্রান্ত, উজ্জ্বল এবং যেন ঢল ঢল করিতেছে—অন্যান্য অবয়বের গঠন প্রণালী এই অনুসারে বুঝিতে হইবে। আকৃতি গম্ভীর—তেজস্বিনী—যেন কোন গূঢ় চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্না।

আজ ফণিনীর মত দীর্ঘ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—চক্ষু দুটী সদাই কখন এ পার্শ্বে, কখন অপর পার্শ্বে, প্রহরীর মত ফিরিতেছে—সম্মুখে কোষনিষ্কাসিত, দুই চারিখানি তলবার ঝুলিতেছে—একখানি কৌচের উপর খানকতক পুস্তক, এবং লিখিবার উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে, একাকিনী—সম্মুখে কেহই নাই।

রাজতনয়ার কিসের চিন্তা—কাহার ভাবনা—কেন মলিনবেশ—তাহা সহজেই জানা গেল ; বহুক্ষণ পরে আপনা আপনি—বলিতে লাগিল ;

আজ কি দুর্দ্দৈব, আজ্ কি বিপদ্, আজ বিপদের উপর বিপদ্—দাদা সদাই ভোগবিলাসী, পিতা বৃদ্ধ, মামুদের অত্যাচার, মামুদের প্রতাপ ও আধিপত্য ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজমান? মিরাটের সম্বাদও বহুকাল পাই নাই—এই হতভাগিনী একাকিনী কি করিবে? প্রজ্জ্বলিত সমরানলে বিনা সহায়ে কিরূপে ঝাঁপ দিবে? মিরাটের সহিত যদি কোন সূত্রে আত্মীয়তা জন্মিত তবে যুদ্ধ করিবার একজন সহায় বাড়িত এবং যুদ্ধ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিত।

ভাবিয়াছিলাম—দাদা যুদ্ধে অসম্মত হইলেও মিরাটের সহিত যোগ দিয়া ও উভয় সৈন্য সমবেত হইয়া মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করিলে অনেক সুবিধা ঘটিবে—যুদ্ধে প্রাণত্যাগ হইলেও তত আক্ষেপ থাকিত না—কপাল মন্দ বলিয়া কোন ফল ফলিল না—পিতা, দাদা অপেক্ষা আমার ভরসা অধিক পরিমাণে করিয়া থাকেন—আমাকেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত স্নেহ করিয়া থাকেন—রাজস্ব ক্রান্ত কোন কথা উপস্থিত হইলে আমাকে ডাকাইয়া পাঠান এবং অনেক সময় আমার সহিতই কথা বার্ত্তা হয়।

আমিও "এই বিপদের সময়ে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকি? কিরূপে উপেক্ষাবুদ্ধি প্রকাশ করি? আমি জীবিত থাকিতে যবনের নিকট পিতা মাতার অপমান সহ্য হইবে না। সৈন্যসংখ্যা তত অধিক নয় যে বলপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কি তেজের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিব। অথচ সৈন্যসংখ্যা অল্প বলিয়া সুস্থির হৃদয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারিব না।"

"প্রাচীনদের সহিত মতেরও ঐক্য হইবে না—তবে এখন একবার গুপ্তবেশে মামুদের অভিসন্ধি জানিয়া আসাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহার পর উপস্থিত মতে ক্ষেত্রকর্ম্ম করা যাইবে; মন্ত্রীর সহিত কিম্বা পিতার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্ব্বেই বারণসী পরিত্যাগ করা উচিত। মিরাটের সম্বাদও পাইতে পারিব, সকলদিকেই মঙ্গল হইবে" এই চিন্তার অবসানে একখানি পত্র লিখিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

—00—

(চক্রীর-চক্র।)

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালো হ্যয়ং নিরবধি র্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

শীতকাল অতীত হইয়াছে; এখন আর পশ্চিমাঞ্চলে তাদৃশ শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্ব্বে হিমানীপাতে লোকের যেরূপ কষ্ট হইত, গৃহের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া কার্য্য করিতে হইত, পথদিয়া লোকজন কেহই চলিতে পারিত না, এখন আর সেরূপ নাই। এখন প্রকৃতির নবরূপে, নবভূষণে, নবভাবে-

জগৎ আলোকময় হইয়াছে। সকলেই কার্য্যে উদ্‌যোগী, সকলেই সত্বর, সকলেরই আন্তরিক কিম্বা দৈহিক অথবা বাহ্যিক জড়তা অপসৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে এই সময়ে, বাদসা, নবাব, রাজারা যুদ্ধ করিয়া থাকেন; ব্যবসায়ীরা এইকালে দেশীয় অথবা স্থানীয় দ্রব্যের রপ্তানী করিয়া থাকে; এইকালে রাজাদের বিপক্ষ রাজাদের সহিত চিরসঞ্জাত বিপক্ষতার অপনয়ন করিবার সন্ধিসূত্র সংস্থাপিত হইয়া থাকে; রাজদূতেরা এইকালে দৌত্য-কার্য্যের কৌশল, চাতুর্য্য, সুক্ষমতা এবং উন্নতি দেখাইবার জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে শীতাবসনে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, সমস্ত উৎসাহিত কার্য্য সংসাধিত হয়।

এখন চৈত্রমাস—অল্প অল্প শীতের অংশ আছে, রবির উত্তাপে পান্থগণ তাদৃশ ক্লেশ অনুভব করে না; পিপাসায় কাতর হয় না; শ্রমজীবী মানবেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না, অল্পশীতল ও মন্থরগামী সমীরণ বৃক্ষাগ্রের পলাশরাজি, পল্লবনিচয়, অতি ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া, হেলিতে দুলিতে লম্পট পুরুষের মত, কখন অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, কখন প্রফুল্ল বনকুসুমের পরিমলসম্পত্তি হরণ করিয়া অপরাধী তস্করের মত ভয় পাইয়া সাধুর শরণাগত হইতে ও আপনার দোষ খণ্ডিয়া যাইবে বলিয়াই যেন অপরের নাসিকার নিকটে উপহার প্রদান করিতেছে; বনলতারাজি পবনভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে, কখন বালিকা কামিনীর মত অপর বৃক্ষের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া আপনার চাঞ্চল্যবিস্তার করিতেছে।

এই সুখের সময়—গম্ভীরপ্রকৃতি, বীরত্বলক্ষণে উপলক্ষিত সাহসিক একজন বীরপুরুষ লাহোরের রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। আকৃতি সুদীর্ঘ—গঠন বিভীষিকারসে নিমগ্ন নহে—বাহুযুগল আজানুলম্বিত, দেহখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, কিন্তু শীর্ণ নহে—সর্ব্বাঙ্গের সকল স্থলেই মাংস যেন পিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—দক্ষিণবাহুর কক্ষপ্রদেশে কোষনিষ্কাসিত শাণিত তলবার ঝক্ মক্ করিয়া ঝুলিতেছে—বামহস্তে গিরিবিদারক চর্ম্ম বিষ্ণুচক্রের মত শোভা পাইতেছে—মস্তকে পাঞ্জাবী উষ্ণীষ, নরপতির মস্তকে বিবিধ সমুজ্জ্বল, হীরকাদি-অমূল্যমণিমণ্ডিত শিরোরত্নের মত শোভা বিস্তার করিতেছে——বয়স চল্লিশ কিম্বা পঁয়তাল্লিশ, ইহা দেখিবামাত্র অনুমান হয়। কিন্তু দেহের শৌর্য্য, কি বলবত্তা নিরীক্ষণ করিলে এবং তাহা মনের সহিত ধারণা করিলে, এই বীরপুরুষকে যুবাপুরুষ ভিন্ন আধা বয়সী বলিয়া অনুমান করা দুঃসাধ্য, শ্মশ্রুজাল পরিপক্ক কিম্বা অর্দ্ধ পরিপক্কও হয় নাই—মুখে বীরত্ব, সাহস, তেজস্বিতা ভাসমান রহিয়াছে; চক্ষু দুটী উজ্জ্বল, তেজস্বী, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে—মহৎ ব্যক্তির চক্ষু দেখিলেই জানা যায় যে, এই ব্যক্তি মহাবংশসম্ভূত এবং মহাত্মা।

পাঠকগণ! আপনারা কি এই বীরপুরুষকে চিনিতে পারিয়াছেন? যদি পারিয়া থাকেন ভালই—না পারিয়া থাকেন তাহাও ভাল—কিন্তু আপনারা বিরক্ত হইবেন না? কেন না হঠাৎ অপরিচিতব্যক্তির সহিত আলাপ করা, তাহার নাম ধাম বিদিত হওয়া সভ্যতার বিরুদ্ধ। অতএব আমি ভরসা করি

আপনারা সভ্যতার অনুরোধে এই বীরপুরুষের সহিত পরিচয় হইল না বলিয়া বিরক্ত হইবেন না।

"বীরপুরুষ এইরূপে বহুক্ষণ রাজপথ দিয়া গমন করিলেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই জন্য "অনেকে এই বীরপুরুষের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও বিদেশী বলিয়া ভরসা করিয়া কেহ কথা কহিতে অগ্রসর হইল না এবং কেহই সাহসী হইল না।"

অনেকক্ষণ গমন করিয়া লাহোরের কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—পশ্চিমাকাশে রক্তবর্ণ মেঘের প্রভা দশদিক্ আলোকিত করিয়াছে——সকলে আপনাপন কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া চলিতেছে—সন্ধ্যা সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে—পক্ষী সকল চীৎকার করিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছে—রাজকর্ম্মচারী পুরুষেরা রাজনিয়োজিতপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা শকটযানে, কেহ বা পদব্রজে, গৃহাভিমুখে চলিতেছে—শ্রমজীবী ইতরলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত গান গাইতে গাইতে চলিতেছে।

ক্রমশঃ দেবাজ্ঞা পাইয়া আকাশ হইতে যেন তিমিররাশি ভূতলে অবতীর্ণ হইল——দূরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী যেন তিমিরদেহে মিশাইতে লাগিল——স্কন্ধ, বৃহৎ বৃহৎ শাখা, ক্রমশঃ পত্র সকল কেবল অন্ধকারে পরিণত হইল—জগতের পদার্থনিচয় অদৃশ্য হইল—আকাশে একটী দুইটী চারিটী করিয়া নক্ষত্রাবলী নন্দনকাননের প্রস্ফুটিত কদম্বকুসুমাবলীর মত উদিত হইল—রজনী-

দেবী তিমিরবসনে অবগুণ্ঠনবতী ভদ্রকুলোৎপন্না কুলকামিনীর মত জগতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী, পরমহংস এবং দণ্ডধারী কতশত সাধুপুরুষ কেহ বা রক্তবসন পরিধান করিয়া, কেহ বা ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর হইয়া, কেহ বা মুণ্ডিত-মস্তকে, কেহ বা কৌপীনবস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা শতশত দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, দ্রুতপদে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

"বীরপুরুষ আসিয়া মৃত্তিকার উপর ক্ষণকাল উপবেশন করিয়াছিলেন। বসিয়া মনে মনে সাত পাঁচ কতকিই যে ভাবিলেন, তাহার কোন শাখা নাই এবং তাহার কোন মূল নাই। ইতিমধ্যে মন্দিরের ভিতরে শঙ্খ কাংস্যধ্বনি উত্থিত হইল, সেই সকল মাঙ্গলিক বাদ্য রবে লোকের শ্রবণেন্দ্রিয়, কষ্ট অনুভব করিলেও কিন্তু মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না; কেহ স্তবপাঠ করিতেছে—কেহ করতালী দিয়া নৃত্য করিতেছে—কেহ বেদপাঠ করিতেছে—কেহ দেবীর সহস্র নাম উচ্চারণ করিতেছে—তাহার অনতিবিলম্বে বাদ্যধ্বনি নিস্তব্ধ হইল—লোকের কলরব শান্তিভাব অবলম্বন করিল—এখন অনায়াসেই জানা গেল যে, সকলেই আরতীর পর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিতেছে,"———

ইতিমধ্যে কুমুদবান্ধব জগৎকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে আস্তে আস্তে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। তিমিররাশি তস্করের মত দূর হইতে আলোক দেখিবামাত্র ভয়ে বনে ও গিরি-কন্দরে আশ্রয় লইল—রজনীদেবী পতিসঙ্গ আশায় অধৈর্য্য

হইল—অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল—চন্দ্রালোকে জগৎ ধবলিত হইল—ধরাদেবী সুধাময় চন্দ্রকিরণচ্ছলে পূর্ব্ব শোক ভুলিয়া যাইয়াই যেন হটাৎ হাস্য করিয়া উঠিল।

নৈশসমীরণ নৈশকুসুমরাজির গন্ধ বহিয়া ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল—চকোরদম্পতী আমোদভরে সুধাপান প্রত্যাশায় চূঙ্কার করিতে করিতে আকাশপথে উড়িতে লাগিল—চন্দ্রকিরণ প্রথম বৃক্ষাগ্রের অগ্রভাগ এবং বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ-সৌধশ্রেণীর অগ্রভাগ রঞ্জিত করিয়া অল্পে অল্পে পৃথিবীতলে নামিল—সরোবরে বিরহবিধুরা কুমুদিনী সঙ্কোচ-ভাগ পরিত্যাগ করিল—পরে পতিদর্শনে আহ্লাদিতমনে যেন হাসিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে চন্দ্রকিরণ ভুবনময় সমুজ্জ্বল করিল—সকলেরই চিত্ত চন্দ্রকিরণের শুভ্রতার সহিত শুভ্র হইয়া উঠিল—সকলেরই মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

"কালীবাড়ীর মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে এক একটী করিয়া প্রায় সমুদয় লোক বহির্গত হইল; সকলেই আপনার আবাসে চলিয়া গেল; মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী স্থান ক্রমশঃ নির্জ্জন হইল।"

তাহার পর "ধীরপ্রকৃতি জনকত সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী সাধুপুরুষ অতি ধীরে ধীরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৃদাসনে সমাসীন ঐ অপরিচিত বীরপুরুষের নিকট উপস্থিত হইল—পাঁচজনের মধ্যে দুইজন রহিল; ক্রমশঃ তাঁহারা নিকটে আসিয়া বীরপুরুষের নিকট মৃত্তিকাসনে উপবেশন করিলেন।"

"একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল—আপনি নিশ্চিন্তভাবে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন কিসের

জন্য ? আকৃতি বীরপুরুষের মতন, কিন্তু ধীরতার ত্রুটি দেখিতেছি না। বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা সহজে জানা যইতেছে না ; কপটতার চিহ্ন স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে, অথচ সম্পূর্ণ সাহস দেখিতে পাইতেছি। যদি পরিচয় দিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাদের পরিচয় দিয়া সন্দেহদোলারূঢ় চিত্তকে নিঃসন্দেহ কর? অন্য বক্তব্য অধিক নাই।

"বীরপুরুষ ক্ষণকালের মধ্যে অনেকপ্রকার চিন্তা করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন ; অগ্রে আপনারা আপনাদের তিনজনের পরিচয় প্রদান করিলে আমার পরিচয় দিতে কোনই বাধা নাই?"

আর একজন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল—মনে কোন শঙ্কা কিম্বা দ্বৈধভাব না থাকিলে নিঃসঙ্কুচিতভাবে উত্তর করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে?"

"বীরপুরুষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকগাম্ভীর্য্য ও অর্থবিশিষ্ট বাক্যের সহিত বলিতে লাগিলেন ; সন্ন্যাসীর গভীর মত কূটার্থ বাহির করিয়া লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া নিতান্ত কপটলক্ষণ এবং অবলম্বিত ধর্ম্মের বহির্ভূত কার্য্য?"

তৃতীয় সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন ; আমরা বলপূর্ব্বক পরিচয় লইলে তুমি কি করিতে পার? তোমাকে যবনধর্ম্মসমাক্রান্ত দেখিতেছি, কিন্তু তাহাও মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে?"

"বীরপুরুষ হাস্য করিয়া বলিলেন,"আমি কি করিতে পারি" তাহা পরে বলিতেছি। আমি যদি কপটী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া

থাকি তবে তোমরাও যে হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত, ইহাও আমার পূর্ব্বেই জানা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আমি এই মুহূর্ত্তের মধ্যে এই দক্ষিণবাহু-বিলম্বিত শাণিততলবার দিয়া তোমাদের শিরশ্ছেদ করিতে পারি এখন বিশ্বাস।”

প্রথম সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, ইহা বীরপুরুষোচিত বাক্য নহে; কারণ আমরা নিরস্ত্র, তুমি সশস্ত্র, তবে ন্যায়যুদ্ধ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? তবে বাগ্‌যুদ্ধে আইস দেখা যাউক;—

বীরপুরুষ বলিলেন, যবন হইয়া হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে একটু ভয় হইল না? ধিক যবনধর্ম্মের অসারতায়? ধিক যবনধর্ম্মাবলম্বীদের অসারজীবনে? আমার এত বড় বয়স হইয়াছে, ভারতের সমস্তপ্রদেশেই প্রায় গতিবিধি আছে; প্রায় সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের সহিত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ অসারতা, এরূপ জঘন্যপ্রবৃত্তি, এরূপ ঘোর-অত্যাচার, এরূপ কপটতা, এরূপ মিত্রদ্রোহী, এরূপ অসন্তুষ্টচিত্ত, এরূপ কঠোরকপটতা, কৈ কুত্রাপি দর্শন করি নাই; কুত্রাপি শ্রবণ করি নাই; আর দেখিব কি শুনিব এরূপ আশাও কখন হয় নাই।”

“তৃতীয় সন্ন্যাসী ক্রোধসম্বরণপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, তুমি কি এখন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পার? আমরা তলবারে ভয় পাই না, আমাদের হস্তই তলবার, করতলই চর্ম্ম, আমাদের মৃত্যুই উদ্দেশ্য, তাহাই প্রধানধর্ম্ম, জীবনের আশা আমাদের একক্ষণের জন্যও কখন জন্মে নাই, তবে তোমার তলবারে আমাদের কি হইতে পারে?” এই সমস্ত

প্রদেশে তোমার কোনও ক্ষমতা ফলপ্রদ হইবে না? এমন কি অতিঅল্পদিনের মধ্যে তুমি আমাদের অধীন হইবে? কিন্তু ভয় পাইয়া পলায়ন করিও না?"

"বীরপুরুষ হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম পলাইব না; আমি সে জাতীয় মনুষ্য নহি; ভীরুতা আমার অন্তঃকরণ আশ্রয় করিতেও ভয় পাইয়া থাকে; আমি এই স্থানে, এইভাবে এইরূপ অবস্থায় আসীন রহিলাম, তোমরা সাক্ষাৎ করিও? আমার জন্য যাহা করিতে পার, তাহাও করিও?"

"এই কথার অবসানে কপটবেশী তিন জন সন্ন্যাসী বীর-পুরুষের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল।"

বীরপুরুষ দেখিলেন, রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে– চন্দ্র গগন-মণ্ডলের মধ্যস্থলে আসিয়াছেন– জগৎ নিস্তব্ধ, স্থির এবং জড়; পরিশ্রমে কাতর হইয়া বীরপুরুষ হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন; মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া রহিলেন"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—oo—

(কুসুমের সৌরভ না প্রভাব ?)

"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যোর্ভয়ম,
কিমিতি মলিনং মুধা যশঃ কুরুধ্বম ?"

যাহার বাঁচিতে বাসনা হয় না, যাহার মরণে ভয় হয় না, তাহার স্বর্গীয়সুখ করতলস্থিত; তাহার অপার্থিব আনন্দ নিয়তই হৃদয়ে জাগরূক; তাহার পার্থিবসুখে আদর ক্ষণস্থায়ী; তাহার সমান মানব স্বর্গেও নাই; তাহার সমান দেবতা দেবলোকেও নাই। মৃত্যুভয় না করিলে অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইয়া রত্ন তুলিতে কেহ কাতর হয় না; বাহুবলে গিরীন্দ্রশৃঙ্গ ভাঙিয়া পরে তাহাকে শতধা চূর্ণ করিয়া সে আপনার গৃহসমক্ষে স্থাপিত করিতে পারে; অমাবস্যানিশার দুই প্রহরের সময়, ঘোর ঘনঘটাকীর্ণ ভূমণ্ডল, তিমিরসাগরে অবগাহন করিলে, মেঘ কোলে বসিয়া, ঐরাবতী দেবীর থাকিয়া থাকিয়া মুখভঙ্গীর বিকৃতিভাবে ত্রিভুবন ভয়াভিভূত হইলেও মৃত্যুঞ্জয়ী ঐ চিরপ্রবাসীর মন অণুমাত্র ব্যথা অনুভব করে না।

যদি মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া বরং বৈরনির্যাতনে পুরুষাপেক্ষা অধিকতর উদ্‌যোগের সহিত, অধিকতর চেষ্টার সহিত, কালভুজঙ্গিনীর মত কোন কামিনী কৃতসঙ্কল্প হয়; বোধ হয় তাহার আকৃতি, সেই দৃশ্যের প্রতিবিম্ব, সেই মূর্ত্তির লাবণ্য, সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয়, পাঠকবর্গের নিকটে না দিলেও একরূপ তাহা সকলের বিদিত আছে বলিতে হইবে; বস্তুতঃ রমণীর বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প, গিরিশৃঙ্গবিহারী, ফলমূলাহারী, জটাজূটধারী, গভীরচিন্তাশীল, তত্বজ্ঞানরত একান্তবীতস্পৃহ, একান্তজিতেন্দ্রিয়, ত্রিকালতত্বজ্ঞ, বনবাসী গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিকুলচূড়ামণিদিগেরও অপরিজ্ঞেয়; সহসা তাহার মর্ম্মগ্রহণে তাঁহারাও অপারগ; বোধ হয় আমি যাহা বলিলাম, পাঠকমহাশয়দিগের, তাহাতে সম্মতি থাকিতে পারে? কিন্তু তাহাও বলি, যদি "মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ করিয়া থাকেন।"

"আজি মত্তমাতঙ্গিনীর বেশে একাকিনী কামিনী, যমুনা নদীর উপকূলে বসিয়া একজন যবনসৈন্যের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন; এই কামিনী পাঠকবর্গের পরিচিতা।"

"পুরুষবেশে কৃপাণ হস্তে করিয়া, পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া, অকুতোভয়ে কথা কহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "যে যবনসৈন্যের সহিত এখন কথা কহিতেছেন, এই ব্যক্তি সন্ন্যাসীবেশে, সোমনাথের মোহন্ত বিমলাচার্য্যের বেশ ধরিয়া, মহারাজ বারাণসীপতির সহিত সাক্ষাৎ করে, আনুগত্য দেখাইয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়া লয়, বারাণসীর আভ্যন্তরীণ

তত্ব অবগত হইয়া রাজকুমারী রণলতার যুদ্ধে যাত্রা করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে; অনেককৌশল করিয়া রাজতনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আত্মীয়ের মত সর্ব্বসমক্ষে রাজসভায় বসিয়া, রাজতনয়ার অবিলম্বে যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।"

"সেই যমদূতের সদৃশ যবনসৈন্য গুপ্তবেশে তদবধি ঐ অনু-সন্ধানে সচেষ্ট ছিল—ঐ ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া ছিল—তাহার পর অলক্ষিতভাবে এই পর্য্যন্ত আসিয়া এখন সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়াছে—এখন আপনার সামর্থ্য, আপনার প্রভুতা দেখাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে, মধ্যে মধ্যে, অপমানসূচকবাক্য প্রয়োগ করিতেছে—কখন হাসিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—কখন শ্লেষবাক্যে হৃদয়ে বজ্রের মত আঘাত করিতেছে—বোধ হয় নিরস্ত্র থাকিলে এতক্ষণে বন্ধন করিয়া যবনসম্রাটের পদতলে উপহার প্রদান করিত; কিন্তু তাহা হয় নাই;"

"যবন সৈন্য বলিল, তুমি এই বিপক্ষাধিষ্ঠিত প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতেছ কেন? অকালে কালভবনে গমন করিতে বাসনা জন্মিল কেন? এমন অসূর্য্যম্পশ্য রূপলাবণ্য সূর্য্যকিরণে বাহির করিলে কেন? কুমারসদৃশ সুকুমারদেহ ধারণ করিয়া হঠাৎ তাহার ক্ষয়কামনায় প্রবৃত্তি জন্মিল কেন? বাসন্তীলতার মাধুর্য্য, বর্ষার প্রখরনিষ্ঠুরতার সহিত এতদূর বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইল কেন? প্রফুল্ল-নন্দন-বনজাত মন্দারকুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে খসিয়া পড়িল কেন? আমি তোমার ভাবদর্শনে যেরূপ অবাক্ হইয়াছি, যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছি, যেরূপ ক্রুদ্ধ

হইয়াছি, সেইরূপ আবার তোমার প্রতি দয়াবান্ হইয়াছি—তোমার রক্ষার জন্য কাতর হইয়াছি—এমন কি, আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোমাকে আমার ভবনে লইয়া গিয়া কিছু অর্থ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গে করিয়া তোমার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেই।”

“ছদ্মবেশধারিণী কামিনী ঘৃতাহুতবহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়া অতি কর্কশরবে, অতিকঠোরভাবে, উত্তর করিল—যবনের দয়া প্রার্থনীয় নয়; আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যবংশজাত কোন লোকের যবন সাহায্য কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারে না। বরং নাক্ষত্রিকজগৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আকর্ষিণী-শক্তিপ্রভাবে ইহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া লউক—বরং ত্রিজগতের তিমিররাশি একত্রিত হইয়া চিরকাল ধরণীদেবীকে আবৃত করিয়া রাখুক—বরং দ্বাদশাদিত্য এককালে সমুদিত হইয়া একলক্ষ-বিংশতিসহস্রকিরণে, ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া ফেলুক—বরং অগস্ত্যমুনির মত কোন ঋষিধুরন্ধর অকস্মাৎ জগৎ চূর্ণ করিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশাইয়া দিন—তথাপি যবন-সাহায্য, যবনকৃপা, আর্য্যজাতির চিরকালই অপ্রার্থনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিবে।”

“তুমি আমার প্রাণবিনাশ করিয়া আপনার বীরত্ব দেখা-ইতে চাও দেখাও—বীরপুরুষের তাহাই পৌরুষ; তাহাই বীরত্ব। আমিও যদি তোমার প্রাণবধ করিতে পারি আমার তাহাই পৌরুষ জানিবে। তুমি তোমাদের সম্রাট্‌কে কহিও, আর্য্যবংশ-জাত ক্ষত্রিয়সন্তানেরা কি ক্ষত্রিয়কামিনীরা দেহের একবিন্দু রক্ত

থাকিতে দাসত্ব স্বীকার করিবে না—সিংহের সন্তান হইয়া শৃগালের সহিত বিবাদ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না—চন্দ্রলোক-নিবাসী মানবেরা জীবনসত্ত্বেও অন্ধকারে বাস করিবে না—সমুদ্রতটের নিকটবর্ত্তী হইয়া পিপাসায় কখনই শুষ্ককণ্ঠ হইবে না।”

“যবনসৈন্য অতিশয় ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, এতদিনে তোমার বিমলাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ, বিমলাচার্য্যের সদাশয়তা, বিমলাচর্য্যের সৌহার্দ্দ্যফল বারাণসীপতির উপর ফলিয়াছে; যবনজাতির উপর নিন্দা, যবনজাতির উপর বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের সহিত যুদ্ধ, এ কথার উল্লেখ করিতেও পাষণ্ড, ভীরু ও কাপুরুষ, আর্য্যজাতির মনে ভয় জন্মিল না, সঙ্কোচ হইল না “এই আমি তোমাকে বন্দী করিলাম” আইস যবনাধিপতির পদ সেবা করিবে আইস, এই কথা বলিয়া লাহোরে চলিয়া গেল।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(আশাই কি কলহের কারণ ?)

“বালয়া নিজমনঃপরমাণৌ হ্রীদরীশয়হরীকৃতমেতম্।”

অখণ্ডসময়ের স্রোতে একবার করিয়া না ভাসিতে হয় এমনতর লোক জগতে অতি বিরল; এই স্রোতে ভাসেন নাই এরূপ লোক অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই। কেহ অবলম্বন পাইয়া

ভাসিয়া থাকেন ; কেহ নিরালম্বন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে শেষ অগাধসাগরের জলে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়া থাকেন ; জগতের সৃষ্টি হইবার পরক্ষণ হইতে এই বর্ত্তমানসময় পর্য্যন্ত সকল বস্তুই সময়ের স্রোত জানিবে; যাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারাও সময়প্রবাহে ভাসমান রহিয়াছেন ; ফলে সময়স্রোতে ভাসমান থাকা সজীব ও নির্জ্জীব দ্বিবিধজীবেরই সমানধর্ম্ম, ইহা অনায়াসেই জানা যায়।

নৃপতি হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত, মনুষ্য হইতে কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবপর্য্যন্ত, যাহারা সময়ের স্রোতে ভাসিয়াছেন কিম্বা ভাসিতেছেন অথবা ভাসিবেন এই সকল বিষয়ের ক্ষণকাল চিন্তা করিলে বিস্মিত, স্তিমিত ও শেষে মূর্চ্ছিত হইতে হয়।

অদ্য যবনসম্রাট্ অবলম্বন পাইয়া ভাসিতেছেন ; চারি পাঁচ বার ভারতযুদ্ধে জয়ী হইয়া মনের উল্লাসে ভাসিতেছেন ; এইবারেও অবলম্বন পাইবেন বলিয়া দ্বিগুণ-উল্লাসে মনের সুখে ভাসিতেছেন ; জয়পতাকা, কীর্ত্তিপতাকা, ভারতের সমস্ত প্রদেশে উড়িতেছে ; ভারতের সমস্ত প্রদেশেই আপনার লোক যমদূতের মত ঘুরিতেছে ; অকুতোভয়ে ঘুরিতেছে ; রাজাদের মনের ভাব অনায়াসে জানিতেছে ; সেই অনুসারে তাহারা কার্য্য করিতেছে; কতশত ভারতীয় রাজা পদসেবা করিতেছে; কতশত অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিলা বন্দীকৃত হইয়া দাসীবৃত্তি করিতেছে ; এখন আর সুখের সীমা নাই।

কিন্তু মামুদের বিশ্বাস ছিল, মধ্য ভারতীয় ভূপতিদিগকে বশীভূত না করিতে পারিলে তিন চারিবার ভারত জয়ের ফল একেবারে বিফল হইবে। প্রথমতঃ জয়পালকে পরাস্ত করিয়া তদীয় পুত্র অনঙ্গপালের সহিত যুদ্ধ করা—দ্বিতীয়তঃ অনঙ্গপালের জয় হয় হয়, ইতিমধ্যে দৈব প্রতিকূলতা ঘটিয়া হটাৎ একটা গোলা আসিয়া অনঙ্গ পালের হস্তীর অঙ্গ বিদ্ধ হওয়া—তৃতীয়তঃ তদুপলক্ষে হিন্দু সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে আপনার নির্ব্বিবাদে জয়লাভ—এ সমুদয় মামুদের উৎসাহ অনলের আহুতি হইয়াছিল।

তাতার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মামুদ যখন ভারত পরিত্যাগ করেন, তৎকালে ভারতীয় ভূপতিগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতেই মনের সুখে এবং অতিসহজে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করা হয় নাই।

ক্রমশঃ যখন চারিদিকে সুবিধা হইতে লাগিল, তখন সেনাপতি 'আবুলখাঁকে ডাকাইয়া বলিলেন;—"আমি এখন যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে পরাজয়ের আশঙ্কা একেবারে হয় না, কেবল গুপ্তবেশী চরদিগকে জানিতে পারিলেই হবে।"

আবুল খাঁ নম্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিল, "অনঙ্গপালের রণকৌশল বড় সহজ নয়—হিন্দুমহিলাগণ আপন আপন অঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিয়া ঐ যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইয়া ছিল। পরম্পরায় শুনিয়াছি, অনেক ক্ষত্রিয়কুমারী

সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, কেবল দৈবানুকূল্যে আমাদের জয় হয়। নতুবা—অনঙ্গপালের মৃত্যু সম্বাদে ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ যে প্রতিকারসাধনে কৃতসঙ্কল্প আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

মামুদ একটু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; “ইতিপূর্ব্বে জনকতক সৈনিক আসিয়া আমাকে সম্বাদ দিয়াছিল যে, অদ্য আমাদের ভাবী আশালতার অঙ্কুর ঈশ্বরের কৃপাবারি সিঞ্চনে একেবারে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কিছু সম্বাদ জান?”

আবুল বলিল—“আমি কৌশল করিয়া জনকতক সৈন্য হিন্দুবেশে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা এখন আইসে নাই।”

মামুদ পুনরায় অবজ্ঞা এবং ঘৃণার সহিত বলিল—“তুমি তাহাদের শীঘ্র অনুসন্ধান করিয়া আইস। কারণ, এককালে দুই তিন স্থানে যুদ্ধ ঘটিলে উপায়ান্তর নাই। আর আমি নগরকুটে, থানেশ্বর, কান্যকুব্জ, মথুরা প্রভৃতি দেশ অধিকার এবং লুণ্ঠনের জন্য যে পনর হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি, তাহারও কোন সম্বাদ নাই!”

আবুল তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—“আমার একটা কার্য্যে বড় ত্রুটী হইয়াছে। আপনার প্রিয়ভৃত্য রবাবখাঁ নগরকুট হইতে জন কত সৈন্য প্রেরণ করে, তাহারা আসিয়া আপনাকে সুসম্বাদ দিবার জন্য প্রথমে বলিল যে, নগরকুটের মন্দির লুণ্ঠন, আনুষঙ্গিক থানেশ্বর, কান্যকুব্জ ও মথুরাদেশ অধিকার করা হইয়াছে এবং বিস্তর হিন্দুলোকের প্রাণবধ করা

হইয়াছে। আর তাহারা অতি সত্বর আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিবে।"

মামুদ ঈষৎ হাস্য ও ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত বদনে ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বলিল—"যাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন্য দেখা যায়, তাহারা সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইবার অনুপযুক্ত ব্যক্তি। তবে তুমি সুসম্বাদ আনিয়াছ বলিয়া এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে। আমি শুনিয়াছি, হিন্দু সেনাপতির কাছে সেনাপতি নাই।"

আবুল খাঁ অধোবদনে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া বলিল, "আপনার পক্ষে হিন্দুসেনাপতিলাভ একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর আমার সামান্য জ্ঞানে এইমাত্র বুঝিয়াছি, যে জনকত সৈন্য আসিয়া আপনাকে সুসম্বাদে আচ্ছন্ন করে, অবশ্য ভবিষ্যতে তাহাতে কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

মামুদ জানিতে পারিল যে, আবুল খাঁ আমার মনোগত ভাব জানিয়াছে। তখন একটু মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিল; বিপক্ষপ্রদেশে বিপক্ষদিগকেই উচ্চপদ প্রদান করিলে কার্য্য সফল হয়। নতুবা আমি কি কখন লাহোর বশীভূত করিতে পারিব? এদেশের রীতিনীতি এদেশীয়েরা যেরূপ অবগত, তত অপরে কিছুতে জানিতে পারিবে না। পরে আবুলের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের লইয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব—ইহাতে তোমাদের শোক কি দুঃখ করা অবিধি। তবে এখন এক কর্ম্ম কর—নগরকূটের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া ঐ অঞ্চল হইতে যখন আমার হৃদয়ের— আমার অস্থিমজ্জার সদৃশ সৈন্যগণ আসিবে, তখন আমাকে সম্বাদ

দিও। আর পথমধ্যে যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহাদের সহিত যদি দেখা হয়, তবে সত্বর আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে, যেন বিলম্ব না হয়। আমি শীঘ্রই আবার দাক্ষিণাত্যের সমরে সজ্জিত হইব।

আবুল খাঁ অবনতমস্তকে রাজাজ্ঞা ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নমস্কারান্তে তথা হইতে উঠিয়া আপনার কর্ম্মে প্রস্থান করিল

মামুদ আপনার বুদ্ধিমত্তায় আপনি চমৎকৃত হইয়া অলক্ষিতভাবে দূর হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেবল বিবাদ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে রত থাকিতেও কখন ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

(সঙ্কুচিত-কমল।)

"ন্যমিমীলদজনয়নং নলিনী"

পাঠক! আজি যে কমল নিমীলিত; আজি যে কমল কলিকাবস্থায় নখদলিত; আজি যে কমল দেবশিরে না উঠিয়া মত্তমাতঙ্গের পদাহত; এ কমল না আপনাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত? এ কমল কোন্ অপার্থিব গন্ধ লইয়া জন্ম-.

গ্রহণ করে? তাহা কি আপনাদের স্মরণ আছে? এ কোন সামান্য পুষ্করিণীর কমল নহে—আর একটী ইহাতে অনুপম গুণ আছে, তাহা কি আপনাদের লক্ষ্য হইয়াছে? এ কমল পৃথিবীতে ফুটে নাই—বোধ হয় কোন দেবতাদের স্বর্গীয় সরোবরে এ কমলের জন্ম হইবে? যদি স্বর্গের কমল হয় তবে পৃথিবীর সঙ্গে এই কমলের কোন সংস্রব নাই—পৃথিবীর সহিত কোন সংস্রব না থাকাতেই এই রমণীয় কমল অপার্থিব বস্তু বলিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—এ কমল যদি পার্থিব পদার্থ না হইল—তবে কমলের সৌরভ রহিয়াছে কেন? পার্থিব পদার্থ না হইলে গন্ধ থাকে না, ইহা দার্শনিক গৌতম মুনির মত।

তবে গৌতম মুনি কি না বুঝিয়া, এরূপ সূত্র করিবেন? ইহাও ত বিশ্বাস হয় না। আবার তাহাও বলি, যদি অপার্থিব পদার্থের গন্ধ থাকিত তবে আকাশের কেন গন্ধ থাকিবে না। এ বিষম বিভ্রাটের কথা। আর একটী কথা আছে—বিদ্বানের বিদ্যাই গন্ধ—ধনীর ধনই গন্ধ—রাজাদের চরই গন্ধ—তদ্রূপ অনুপম অপার্থিব কমলপুষ্পের রূপই গন্ধ বলিলে বোধ হয় সুরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকার কোন আপত্তি হইবে না।

মহারাজ প্রতাপসিংহ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় বীরেন্দ্রকেশরীর পিতার নিকট হইতে বীজ লইয়া বারাণসীতে প্রথমে বপন করেন, সেই বীজ হইতে এই অপার্থিব কমলের সৃষ্টি হয়। কলিকাবস্থা হইতে কমলের যেরূপ সৌরভ বাহির

হইয়াছে, না জানি সম্পূর্ণ ফুটিলে কি হইবে? হইবে আর কি—সৌরভে ত্রিভুবন মাতাইবে দেখিতেছি।

কিন্তু বিধাতার লীলা—বোঝা দায়—ভবিতব্যতার মায়া কাটান শক্ত—নিয়তির মনোমোহিনী মূর্ত্তি ভোলা যায় না—তাই আজি বারাণসীর ফোটা কমল ভাসিয়া ভাসিয়া লাহোরে আসিয়াছে—আর মামুদের লাহোরের উদ্যানে অমনি শোভা বিস্তার করিতেছে।

গোমতী নদীর উপকূলে একটী সামান্ত দুর্গ ছিল, তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে অট্টালিকার সহিত একটী সুরম্য উদ্যান আছে, ঐ উদ্যানে মামুদ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। কোন অসহায়া অনাথা সুন্দরী ভারতললনা পাইলে তাহাকে শাস্তি বা যন্ত্রণা দিবার জন্ত দুর্গমধ্যে বন্দী করা হয়, পরে তাহার মন ভিজিয়া আসিলে মামুদের পশু-জীবন চরিতার্থ হয়।

মামুদ পূর্ব্বেই এই কমলের সৌরভাঘ্রাণ করিয়াছিল, এক্ষণে আপনার পর্ব্বতবিদারক কর্কশকরে দলিত করিবার সুযোগ আসিয়াছে। এখন কমল, বিনা জলাশয় এবং পদ্মবান্ধব দিবাকরের অভাবে ও অদর্শনে অধোবদনে দুর্গে বসিয়া অবিরলধারে জলধারা মোচন করিতেছেন। একাকিনী সঙ্গে কেহই নাই—সম্মুখে মামুদের জনকতক দুর্গরক্ষক নিম্নকর্ম্মচারী শাণিত তরবারি কোষ নিষ্কাশিত করিয়া কৃতান্ত সহোদরের মতন ইতস্ততঃ পাহারা দিতেছে; কেহবা উৎকট ও মর্ম্মভেদী পরিহাসে ক্ষতদেহে লবণ নিক্ষেপ করিতেছে; কেহবা অপরকে তিরস্কার করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভদ্রতা

দেখাইয়া তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিবার জন্য হস্ত পাতিয়াছে; কেহবা অন্যমনস্কে গজনয়নের অপাঙ্গভঙ্গীতে বন্ধুর নিকটে সুখ্যাতি লইতেছে; এমন সময় মামুদের হিন্দু সেনাপতি আপনার সৈনাপত্যকার্য্যের দক্ষতা দেখাইবার জন্য রাত্রি একটার পর লাহোরের দুর্গগৃহে প্রবেশ করেন।

আসিবার কালে দেখিলেন—দুর্গদ্বার উন্মুক্ত—একটী যুবতী কামিনীর রোদনধ্বনি দূর হইতে শুনিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। হিন্দুসেনাপতি রমণীকে দেখিবামাত্র আশ্বাস বাক্যে বলিলেন—'ভয় নাই' এখনই আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।

দুর্গরক্ষক সৈনিক পুরুষেরা সৈনাপত্যে নব প্রতিষ্ঠিত তেজস্বী ব্যক্তির আরক্তবদনী দেখিয়া ভয়াকুলিত মনে শীঘ্র সাবধানের সহিত স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে অগ্রসর হইল। তিনি রমণীকে অভয়দান করিয়া বলিলেন—আমি অদ্য তোমাকে কারামুক্ত করিতে পারি ভালই—কিন্তু আমি এই রাত্রিকাল—আকাশের চন্দ্র তারাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি অবশ্য আমার সাহায্যে কারামুক্ত হইতে পারিবে। তবে আমি কে? তুমি কে? ইহা আমাদের পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা এখন অকর্ত্তব্য।

রমণী সেনাপতির পদযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে বলিল—আপনি যবনের সেনাপতি হইয়া যেরূপ অভয়দান করিলেন, ইহাতে আপনি যে একজন মহৎ হিন্দু, তাহা আমার অখণ্ড বিশ্বাস।

সেনাপতি একটু হাসিয়া বলিল—"দয়ার সঙ্গে জাতির কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন চন্দনবৃক্ষ দগ্ধ করিলে তাহার ভস্মে কখন সৌরভ থাকে না—বাড়বানল সমুদ্র জলের ভিতরে থাকাতে ঐ সিন্ধুজলের কখন শৈত্যগুণের হ্রাস হয় না, তেমনি তোমার যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ ভাবিও।"

রমণী বলিল—"আমি যেরূপ অসহায়, ইহাতে আপনি না আসিলে বোধ হয় আমার এই স্থূলদেহ এতক্ষণে এই মৃণ্ময়ী অনন্ত পৃথিবীর একটু মৃত্তিকা বৃদ্ধি করিত, কিন্তু উপায় কি?"

সেনাপতি গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—"তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষাকর, আমি একবার এখন অন্য স্থানে যাইব। যদি না আসিতে পারি, তাহাতে তোমার কোন চিন্তা নাই—এই যে গৃহে বসিয়া আছ, এই গৃহে আহারাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সময়ে পাইবে; কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার আবশ্যকতা নাই।

সেনাপতির গমনের আরম্ভ দেখিয়া রমণী কাঁদিয়া বলিল, "আপনি যে জাতীয় মানব হউন—আপনার সদাচারে আমি এই অপার বিপদসাগরে তরী পাইয়াছি: কিন্তু—

এই কথাটী বলিয়া রমণীর বাক্‌রুদ্ধ হইল, আর মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে পারিল না।

সেনাপতি অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বাক্যে বর্ষাকালে কাদম্বিনী গর্জ্জনকে অবহেলা করিয়া বলিল—"কিন্তু আমি যদি সত্যই সাধারণ নীচাশয় যবনের মতন কৌশল করিয়া এই জাল পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাকে

কারামুক্ত করিতে অগত্যা বাধ্য হইতেছি—নতুবা তোমার সন্দিহান চিত্তে কিছুতেই বিশ্বাস স্থান পাইবে না।"

রমণী সজল নয়নে অধোবদনে বলিল—"আপনি আমাকে যে ভৃত্যের নিকট রাখিয়া যাইবেন, একবার তাহাকে আমার সম্মুখে আনিতে হইবে—আমি দেখিব।"

সেনাপতি বলিল—"সম্রাট্ মামুদ এখন সংগ্রামে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত আছেন। ১০০১ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০৭খৃঃ অব্দ এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, আর সম্প্রতি দুই একদিনের মধ্যে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্যে গমন করিবেন। সুতরাং আমি এখন অকারণ সময় ক্ষেপ করিতে পারিব না। তুমি নির্ভয়ে দুই এক দিন এই দুর্গে বাস কর, এখন যমেও তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না"—এই কথা বলিয়া বীরবেশী সেনাপতি দুর্গ হইতে প্রস্থান করিল।

তখন রমণী হা হুতাশ করিয়া মনে মনে কত শত ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল, এ জীবনের আশা ভরসা সকলই শেষ হইয়াছে; পরক্ষণে ভাবিল, কিম্বা ভবিষ্যতে যে শুভ ফল ফলিবে, তাহারই এই বীজ বপন হইল। কিন্তু মামুদের দিকে যেরূপ অনুকূল বায়ু বহিতেছে, তাহাতে যে কোন অমঙ্গল হয়, এরূপ বিশ্বাস হয় না। নূতন সেনাপতি যে হিন্দু, তাহা আমার মনের বিশ্বাস, কিন্তু গুজরাটে, আর আমার মামার বাড়ীতে একথা কতবার লিখিয়াছি, কিছুই সম্বাদ নাই। ঈশ্বরের কৃপায় যদি কখন কারামুক্ত হই, তবে একবার মামুদের সহিত সম্মুখ

সংগ্রাম করিয়া হয় ভারতে সুখনদী বহমান করিব—না হয় পুনরায় ঐ অধিকৃত ভূপতিদিগের সহিত গোপনে যোগ দিয়া মামুদকে ভারত হইতে তাড়াইব—নয় ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য রণকার্য্য করিয়া—জীবনান্তে স্বর্গবাসী হইব। নতুবা এরূপ গর্ভযাতনা আর সহ্য করিতে পারি না; তবে আমি এই লাহোরে থাকিতে থাকিতে মিরাটের কোন শুভ সম্বাদ না পাইলে চারিদিকে অমঙ্গল। যদি দুর্দ্দশাই না হইবে, জেঠা মহাশয় সন্ন্যাসী হইবেন কেন? পিতাই বা বৃদ্ধ হইবেন কেন? দাদাই বা রাজকার্য্যে উদাসীন হইবেন কেন? সমস্তই দুর্দ্দশা! সমস্তই আমার হতজীবনের ফল! হায়! আরও কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে?" এই রূপে কত শত চিন্তানলে দগ্ধ-দেহ হইয়া হটাৎ নিদ্রাভিভূত হইল—কনক-কমল মুদিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

(মেঘাবৃত চন্দ্র।)

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

১০০৮ খৃঃ অব্দে মামুদ যখন ভারতজয়ের বিবিধ বর্ণ চিত্রিত জয়পতাকা ভারতবক্ষে উড়াইল—নগরকূট, কান্যকুব্জ, মথুরা

প্রভৃতি দেশে রাজগণ বশ্যতা স্বীকার করিল—তখন মিরাটের রাজমন্ত্রী শূরনাথের পুত্র ইন্দুনাথ, শত্রু আসন্ন দেখিয়া অগত্যা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পিতার উদ্দেশে মিরাট পরিত্যাগ করেন। কি জানি কোন্ পথ দিয়া কখন শত্রু আসিবে? তাহার প্রতিকার বাসনায়, অধিকন্তু অনঙ্গপালের মৃত্যুসংবাদে ভারতীয় রাজা, প্রজা ও রাজকুমারী এবং অগণ্য হিন্দু-মহিলাগণ যেরূপ উৎসাহ এবং পরস্পরের আন্তরিক ঐকমত্য প্রচার হওয়াতে, শত্রুনিপাতের অয়ং সময় বিবেচনায় ইন্দুনাথের মিরাট পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

মনে ভাবিয়াছিলেন, বীরচূড়ামণি এবং অসীম বলবীর্য্য-সম্পন্ন রাজমন্ত্রী যখন গোপনে অবস্থিত; কত শত ক্ষত্রিয় কুমার কুমারী বৈরিনির্যাতনব্রতে তাম্র ও তুলসী লইয়া কৃত-সঙ্কল্প; আমার মতন কত দেশহিতৈষী প্রাণপণে এই দৃঢ় কার্য্যে দৃঢ়োদ্যত; তখন অবশ্যই ভারতমাতার ম্লানমুখে দৈব-সাহায্যে একটু হাসীর রেখা দিবে? তাই অসীম সাহসের উপর ভর করিয়া ইন্দুনাথ আজি শত্রুবিনাশ করিতে শত্রুসম্মুখে আসিয়াছেন। গুপ্তবেশে এক যবন বণিকের গৃহে বাসা করিয়া আগ্রায় অবস্থান করিলেন। বণিক্ জানিত আগন্তুক বিদেশী ব্যক্তি যবন, ইন্দুনাথ ছদ্মবেশে তাহার বাহিরের দুটী গৃহ ভাড়া নিয়াছিলেন—ইচ্ছামত সহরে যাইতেন—আসিতেন—আপনি দ্বার রুদ্ধ করিতেন—গৃহস্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না।

এক দিন পরম্পরায় শুনিলেন—মিরাটের রাজমন্ত্রী যবন-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া যবনসম্রাটের সৈনাপত্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ক্রমশঃ আগ্রায় অনেকের সঙ্গে সম্প্রীতি হইল—যবনরাজের কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ প্রণয় হইল—অনেকের কাছেই পরিচিত হইলেন। লোকদ্বারা সম্রাটের সহিত পরিচয় হইল—আকৃতির গাম্ভীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, বচনের চাতুর্য্যে, হৃদয়ের ঔদার্য্যে, বুদ্ধিমত্তায় সূক্ষ্মতাকার্য্যে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া নাম ধাম ব্যবসায়ের বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠান; ইন্দুনাথ একে একে সাবধানে সকলবিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর করিয়াছিলেন।

আর এক দিন সেনাপতির সহিত চকিতের মত আলাপ হয়, ঐ আলাপে অনেকটা ফললাভ করেন।

আগ্রায় কিছু দিন থাকিবার পর এক দিন যখন রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাসায় আসেন, তখন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজি কেহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল?"

চাকর বিনীতভাবে উত্তর করিল—"আজি সন্ধ্যার পর এক জন ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।"

ই। "তিনি কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন?"

চা। "অনেকক্ষণ"।

ই। "তুমি তাহাকে কখন দেখিয়াছ?"

চা। "না—তাঁর চেহারা অতি সুন্দর।"

ই। "বয়স্ কত হইবে?"

চা। "যুবা বলিয়া বোধ হয়?"

ই। "তার পর কখন চলিয়া যান্?"

চা। "অনেকক্ষণ পরে আপনার বিছানায় একখানি চিঠী দিয়া চলিয়া যান্?"

ইন্দুনাথ তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া আপনার শয়নকক্ষে গমন করেন এবং অতি সত্বরভাবে শয্যা হইতে পত্রখানি হাতে তুলিয়া কতবার অবলোকন করিলেন। হস্তাক্ষর নূতন দেখিয়া খুলিবার পূর্ব্বে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পত্রখানি খুলিলেন। খুলিবামাত্র একখানি ছবি দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ ঘোর-চিন্তা আসিল—ছবিতে যে মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছিল, দুই চক্ষে আর কতক্ষণ সে মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবেন—শেষে মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু যে মূর্ত্তি দর্শন করিলেন—তাহার উপমা স্বর্গেও দুর্লভ ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। মনের উদ্বেলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তখন কিঞ্চিৎ ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অতি কষ্টস্বষ্টে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, যাও—রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি সদর দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিতে যাও।

ভৃত্য নতশিরে যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

তখন মন্ত্রিকুমার পত্রপাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—কিন্তু নির্ব্বিকার চিত্তে এই প্রথম রূপানলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—আর সে ধীর ভাব নাই—কেযে এমন মায়াজাল পাতিয়া হৃদয় পক্ষী ধরিতে আসিল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রপাঠ করিতে হইলে মন প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু চক্ষু চাহিলে ঐ ছবি—চক্ষু মুদিলে ঐ ছবি—

তবে পত্র পাঠ হইবে কিরূপে? মন নাই—চক্ষু নাই—সকল ইন্দ্রিয় চক্ষে মিশাইয়াছে—বিষম বিভ্রাট্।

যেরূপ যোগাসনে না বসিলে সমাধি হয় না—এবং সমাধি না হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না—সেই মত পত্র পাঠ করিবার যথার্থ আসনে উপবেশন না করিলে পত্র পাঠ হইবে না ভাবিয়া যোগীর মতন যোগাসনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা—তন্ময়তা হয়, তদ্রূপ জগতের সকল বিষয় বিসর্জ্জন দিয়া—ঐ একমাত্র আরাধ্য দেবতার মূলমন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন—এবং দেহ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞান করিয়া—যাহাতে ঐ পরম তত্ত্বের লাভ হইতে পারে, সেই মত বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন—ফলতঃ ইন্দুনাথের ঐ অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে যোগীর সমাধি অবস্থা বলিয়া বোধ হইত।

এখন ইন্দুনাথ ভাবিলেন—যদি সহস্র চক্ষু থাকিত, তবে ক্ষণকালের মধ্যে কত বার এই মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতাম। যাইহোক—পত্র খানি পাঠ করি—এই বলিয়া এককার মাত্র চক্ষু দিয়া দেখিলেন। কিন্তু পড়িবেন কি? চক্ষুত নাই; চক্ষু এখন মনে মিলাইয়াছে। শেষে মনের উপর রাগ করিয়া উঠিলেন, আর দেহ হইতে অবাধ্য মনকে দূর করিবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন মন নাই—মন একবারে অপরের বন্দী হইয়াছে—যে মন জন্মদিন হইতে শরীরে থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই মন এক মূহুর্ত্তের পরিচিত লোকের ক্রীতদাস হইয়াছে—চির পরিচিত বন্ধু শরীরকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

মন যে এমন পাপিষ্ঠ, অসার, আর নির্লজ্জ, তাহা তখন জানিলেন। অবশেষে শয্যাশায়ী হইলেন—এইবারে সকল যন্ত্রণা দূর হইল; নিদ্রাদেবী জননীর মতন ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(বিপদের প্রবাহিণী)

"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।"

মামুদ ১০১০ খৃঃ অব্দে মুলতানের সামন্ত আবুলফতে লোডীকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। পরে থানেশ্বর নগর লুণ্ঠন এবং সংখ্যাতীত হিন্দু দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া জগদ্‌বিখ্যাত জগস্থমমূর্ত্তি ১০১১ খৃঃ অব্দে আপনার রাজধানী গিজনীতে প্রেরণ করেন। তাহার অব্যবহিত পরে কাশ্মীরদেশ আক্রমণ এবং তাহার কিয়দংশ লুণ্ঠন করেন।

১০১৭ খৃঃ অব্দে পুনরায় এক লক্ষ অশ্ব এবং বিশ সহস্র পদাতির সহিত কান্যকুব্জে উপস্থিত হন। তথায় রাজাকে বশীভূত করিয়া শীঘ্র মথুরায় আগমন করেন। ২০ দিন মথুরায় থাকিয়া দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিয়া এবং অধিবাসী-

দিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিয়া তিপ্পান্ন সহস্র বন্দীর সহিত ফিরিয়া আইসেন।

তাহারপর ১০২২ খৃঃ অব্দে মামুদ কান্যকুব্জের অধিপতিকে বশীভূত করিলে সমস্ত হিন্দু রাজাগণ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠেন। কান্যকুব্জ রাজের প্রাণরক্ষার্থে মামুদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কালিঞ্জরের রাজা তাঁহার প্রাণ সংহার করেন।

১০২৩ খৃঃ অব্দে অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল দশম বারে পিতৃশত্রু মামুদের পথরোধ করেন। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া মামুদ একজন হিন্দুকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী একটী জঙ্গলময় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ক্ষণকাল আরাম করিতেছিলেন। তখন জনকতক সৈনিকপুরুষ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

সন্ন্যাসী তাহাদের অদ্ভুত নম্রতা ও ধার্ম্মিকতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিল ; এখনও ভারতের রবিশশী সমভাবে ঘুরিতেছে—এখনও ভারতে আর্য্য ধর্ম্ম আর্য্যজাতির অমূল্য রত্ন বলিয়া স্বীকৃত রহিয়াছে—এখনও বর্ণাশ্রম বিভাগ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—এখনও গুরু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অমোঘ হইয়া বিদ্যমান—এখনও আতুর অতিথির উপর শ্রদ্ধাভক্তি সবিশেষ জাগরূক রহিয়াছে—এখনও ষড়ঋতুর কার্য্য অবিশ্রান্ত নিয়মিত হইতেছে—এখনও সে পরম ধর্ম্মের অনুসন্ধানে গিরিগুহায় মুনিঋষিগণ যোগাসনে বসিয়া নেত্র মুদিয়া ধ্যান করিয়া

থাকেন--এখনও ধর্ম্মবলে, তপস্যাবলে, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে অসম্ভব এবং দুরারাধ্য বা দুর্ঘট ফল ঘটিতেছে—তবে আর ভাবনা কি? তবে আর মনে মনে দুঃখ করিয়া এত কষ্ট পাই কেন? যাই হৌক—ইহাদের অভিপ্রায় জানিয়া পরে ফলাফল বিবেচনা করা যাইবে"

পরে প্রকাশ্যে বলিলেন—"আপনারা কি সম্রাট্ মামুদের অনুসন্ধানে কান্তার প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছেন?"

একজন সৈনিক বলিল—"কান্তার প্রদেশে আসিলেই যদি মামুদের অনুসন্ধান করা হইত, তবে আপনিও আমাদের পথের পথিক দেখিতেছি।"

আর একজন সৈনিক বলিল—"হিন্দু হইয়া—যবন সৈন্যের হস্তগত হইয়াছেন বলিয়া—এইরূপ মনের দুর্ব্বলতার, আর আপনার জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন"।

স। "সত্য কথা সতের ভূষণ ভাবিয়া বলিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ উত্তর প্রথম আচরণের বহির্ভূত।"

৩ সৈ। "তবে আপনি কেন গোপন করিলেন?"

স। "মেঘের অগ্রে বর্ষণ—কৈ কখন্ আমাকে প্রশ্ন করা হইল?"

১ সৈ। "আমরা মামুদের লোক বটে সত্য, কিন্তু আচরণে নয়।"

স। "তবে বাধা না থাকিলে বড়ই আনন্দ হয়।"

৩ সৈ। "আপনি সন্ন্যাসী, আমরা সৈনিক, ইহা ব্যতীত আরো কিছু?

স। "আপনারা হিন্দু কি যবন, আমার তাহাই প্রশ্ন।"

২ সৈ। "অন্তরের বিশ্বাসে যতটুকু জানিয়াছেন, আমরা তাহাই।"

স। "আর একটু আছে—কান্তারে কেন?"

১ সৈ। "অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল সম্রাটের পথ রোধ করাতে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধোদ্যোগী আছেন—আবার সম্রাটের দুর্গ হইতে বন্দীকৃত একটী রমণী কালান্তক যম সদৃশ দুর্গরক্ষকদিগের সম্মুখ দিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করে; আমরা সেনাপতির অনুসন্ধানে ঘুরিতেছি, কিন্তু শুনিলাম তিনি সম্রাটের সঙ্গে একবার মাত্র ঐ কথা বলিয়া কোথায় গিয়াছেন? কেন গিয়াছেন? তাহা আমরাও জানি না—বড়লোকের বড় কথা—কান্যকুব্জ আর মথুরা প্রদেশ হইতে যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত এবং বন্দীকৃত লোক জন লইয়া আসেন, তাহাদের অধিকাংশ লোকদিগকে গিজনীতে প্রেরণ করেন। তাহাতে সম্রাটের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় ভাবিয়া গোপনে তাহার সাহায্য করিতে চলিতেছি—তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ।"

স। "সমস্তই শুনিলাম—আপনারা যে হিন্দু নয়, তাহাও বিশ্বাস করিলাম—কিন্তু সেনাপতি কে? কেন দুর্গরক্ষকেরা বন্দীকৃত কামিনীকে ছাড়িয়া দেয়? আর সে কামিনীই বা কে? তাহা ত বলা হইল না?"

২ সৈ। "আপনি গোপনে বাস করিতেছেন কেন?"

স। যখন আপনারা আমাকে দেখিয়াছেন, তখন আর

গোপন করিব কেন? বলিতেছি শুনুন—আমি এই ধর্ম্ম প্রায় বিশ বৎসর অবলম্বন করিয়াছি—নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এই লাহোরের কালী বাড়ীতে অবস্থিতি করি; যখন সম্রাট্‌ মামুদের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠে, তখন হইতেই স্থানান্তরে গমন করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু এখন জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার স্থান মনোনীত হয় নাই; তাই একবার এদেশ, একবার ও দেশ করিতেছি; তবে সম্মুখে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া ফলমূল আহার এবং গোপনে অবস্থান ধার্য্য করিয়াছি; ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাদের সহিত তাহাতেই কান্তারে সাক্ষাৎ হইয়াছে।”

৩ সৈ। “আপনিও শেষ কথাটী বলিলেন না, তবে সেনাপতি আর বন্দীকৃত কামিনীর তত্ত্ব লইতে ইচ্ছা হইল কেন?”

২ সৈ। “যদি এই যুদ্ধে জয় হয় আর পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবেই মনের কথা বলিব; নতুবা এই পর্য্যন্ত?”

স। “সেনাপতি হিন্দু কি যবন, আমার তাহাই শুনিতে বাসনা ছিল।”

১ সৈ। “যখন লাভ নাই তখন শুনিয়া ফল কি?”

৩ সৈ। “আপনি যদি ক্রোধ না করেন, তবে আমার আর একটী কথা আছে—”

স। “আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি।”

৩ সৈ। “তবে বলুন।”

স। "প্রশ্ন করা আবশ্যক।"

৩ সৈ। "আপনি কি ছদ্মবেশী? না—যথার্থ হিন্দু সন্ন্যাসী?"

স। "সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল, সন্দেহ হইলে আপনারা এখনই আমাকে বন্দী করিতে পারেন, অথবা সম্রাটের সমক্ষে লইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু আমার চিত্ত যবন দেখিয়া ভীত হয় না; শাণিত তরবারির চাকচিক্য দর্শনে এজীবন ক্ষেত্রে ভয়বীজ উৎপন্ন হয় না; আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমার দেহে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না; তবে আমার কিসের ভয়? তবে আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইবে কেন? তবে আমি সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার ক্রীতদাস হইব কেন? যত দিন চন্দ্র সূর্য্য, কি গ্রহনক্ষত্র,' অথবা সর্ব্বব্যাপী সমীরণ জগতে থাকিবে; যতদিন সর্ব্বংসহা জননী অনন্ত মৃত্তিকা লইয়া আমাদের আধার রূপে বিরাজমান থাকিবে; ততদিন এই সামান্য রক্তমাংস অস্থিমজ্জার সমষ্টি জড় দেহ ধারণ করিয়া কথনই মিথ্যা বলিব না? কথনই সত্যদ্বার রুদ্ধ করিয়া মিথ্যার অনুগামী হইব না? তবে আপনাদের বিশ্বাস —আমি হিন্দু—আমি সন্ন্যাসী।"

প্রথম সৈনিক পুরুষ তথন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—হাঁ যথার্থ আর্য্যজাতির পরিচয় প্রদান করাই হইয়াছে; আপনি যে মহাবংশসম্ভূত, আপনি যে আর্য্যবংশের পূর্ণ শশধর, আপনি যে স্বর্গীয় সভার রত্নসিংহাসনের উপযুক্ত, আপনি যে ভারতের অমূল্য 'রত্নের খনি, আপনি যে সদ্‌বক্তা, আপনি যে

নির্ভীক, আপনি যে সুচতুর এবং বুদ্ধিমান্, তাহা আকৃতি আর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বচনে স্পষ্টই জানিয়াছি; তবে বন্দীকৃত কামিনীর কারামুক্তি শুনিয়া আপনার মুখ আর চক্ষু যেরূপ বিকৃত দেখিয়াছি, তাহাতে অনুভব হয়, আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও এখনও সংসারের মায়া বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই; আমার বিশ্বাস—আপনার কোন কন্যা সন্তান আছে, তাহাতেই আপনি কন্যা কন্যা বলিয়া অনেকবার মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন; একথাও বলিতাম না, যদি সন্দিগ্ধ বিষয়ে অন্তঃকরণ প্রমাণ না হইত? যখন কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন মন তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়।

সন্ন্যাসী প্রথম সৈনিকের আকৃতি হইতে আর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন; এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়বীর্য্য সম্ভূত। ক্ষত্রিয় না হইলে এরূপ তেজস্বী আর গম্ভীর বাক্য কখনই বলিতে পারিত না। উজ্জ্বল এবং দীপ্তিশীল জ্যোতি কখনই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় না; যে কোন পর্ব্বতে কখন চন্দন তরু জন্মগ্রহণ করে না; মন্দার কুসুম না হইলে কখনই এরূপ সুস্নিগ্ধ পরিমল থাকিত না; আকাশে নীল জলদমালা জলভারে নত না হইলে এরূপ সৌদামিনীর মুখভঙ্গী কখনই দেখা যাইত না; আমি জানিয়াছি এ ব্যক্তি যবন সংহারে কৃতসংকল্প—তবে ছদ্মবেশী বটে; আহা! আমি স্বর্ণপুত্তলী এত দিন লালন পালন করিলাম, তাহার সুযোগ্য পাত্র এমন আর নাই—কিন্তু আমার মন-

স্তাপের কথা কে আর জানিবে? আর কাহাকে বলিব? তবে এই ব্যক্তি দ্বারা যতদূর সাহায্য পাইতে পারি।"

৩ সৈ।, "আপনি যেরূপ প্রকৃতির লোক হউন, আমারাও ততদূর নীচ বা স্বার্থপর নয় যে, আপনাকে আমরা কোন জ্বালা যন্ত্রণা দিব; তাহা হইলে এতক্ষণ বিলম্ব হইত না— তবে আপনি যখন এখনও অনেকটা—গোপন করিলেন, তখন আমাদের তদনুসারে কার্য্য করা উচিত; এক্ষণে শেষ প্রার্থনা এই যেন পুনরায় আপনার চরণ দর্শন করিতে পারি?"

স। "সর্বময় জগৎপাতা বিধাতার অনুগ্রহে এবং অনুকম্পায় পরস্পরের পুনর্ম্মিলন কোন্ সামান্য কথা! তিনি কৃপা করিলে সপ্তদ্বীপের অমূল্য মণিরত্ন আনিয়া এই মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দান করিতে পারেন? তিনি মনে করিলে এই দণ্ডে পার্থিব জগৎ হইতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া সৌর, চান্দ্র, বা কোটি কোটি নাক্ষত্রিক জগতের মনোহর পদার্থরাশি দেখাইয়া সত্যলোকেরও ঊর্দ্ধে আমাদের জন্য অবিনশ্বর, অক্ষয় এবং উজ্জ্বল স্থানে বাস করাইতে পারেন? পার্থিব জগতের সমুদয় অধিবাসী একত্র হইয়া যদি কাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়, আর যদি তাহার উপর ঈশ্বরের অনুকম্পা থাকে, তখন কাহার সাধ্য যে তাহাকে বধ করে? সংহার কর্ত্তা—শিব সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেও মৃত্যু নাই— আর বিধাতা বিমুখ হইলে একবার যদি মৃত্যু হয়, তখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মধ্যে তাহার দেহ আবৃত করিলেও তাহার ফল ফলিবে না—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যে মরিয়াছে, তাহার আর

জীবসঞ্চার হয় না, এবং ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া যাহার জীবন রক্ষা করিবেন, তাহার মৃত্যু শিবদ্বারা গণিত হইলেও বৃথা হয়; অতএব মনুষ্যে মনুষ্যের কিছুই করিতে পারেনা; আমিও তাহাই বলিতেছি, বিধাতার মনে থাকিলে আর কতবার সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাঁহার অভিপ্রায় না হইলে এখন হইতে একত্র থাকিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে।"

১সৈ। কথা একরূপ নয়, শুদ্ধ বাচনিক কথায় মন ভিজেনা, মানসিক কথায় যতই মনে মনে আন্দোলন হইবে, ততই জীবন সুখে থাকিবে; উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; পরস্পরের মৈত্রী পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে; অতএব আমরা এখন আপনার কার্য্যে গমন করি, বারান্তরে সাক্ষাৎ করিবার মানস রহিল।"

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সৈনিকপুরুষ প্রথম সৈনিকের কথায় অনুমোদন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে তিন জনে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে তাঁহাদের ভাবী মঙ্গল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিদায় দিলেন।

যবন সৈনিকেরা গমন করিলে সন্ন্যাসীর মন অকূল তিমির সাগরে নিমগ্ন হইল। মনে যে কতই চিন্তার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। একবার চিন্তা হইল—বোধ হয় ইহারা কৌশলে আমার বিষয় জানিয়া মামুদের কর্ণগোচর করিবে? আর একবার চিন্তা হইল—আমার মতন

বাস্তবিক উঁহারা ভারতের শুভানুধ্যায়ী, তাহাতেই কষ্ট আর কঠোরতা—অধিকন্তু ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়া এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছে ;' কখন মনে হইল—পাপিষ্ঠ মামুদ যেরূপ আমাকে লাহোরের কালীবাড়ী হইতে দূরীভূত করিয়াছে—আমার পালিত কন্যা' মঞ্জুলাকে হরণ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছে—তাহার প্রতিশোধের জন্য কি বিধাতা এই তিন মূর্ত্তি আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ? কখন ভাবিলেন—আমার লাহোর পরিত্যাগ করা আমার বা ভারতের শুভচিহ্ন ; আমার পালিত কন্যাকে হরণ করাও ভবিষ্যতে মঙ্গলের বিস্তৃত সরণি ; তাহা না করিলে আমি কখনই গুজরাটে যাইতাম না—দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত ভূপেন্দ্রগণের সহিত আলাপ হইত না—তাঁহারাও যুদ্ধচেষ্টা করিতেন না—আমিও সোমনাথ শিবের মোহন্ত হইতে পারিতাম না—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—মধ্যভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট আমি পরিচিত—এখন দাক্ষিণাত্যেও বিশেষ খ্যাতিলাভ হইয়াছে—তবে এই যুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করিয়া গুজরাটে যাইব ; কারণ, এবার এখানে আসিয়া এই কয় জনের সহিত সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য কোন লাভ হয় নাই ; কেবল আক্ষেপ রহিল, মামুদের নূতন হিন্দু সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

এইবার যে চিন্তা আসিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, বন্দীকৃত কামিনীকে কারামুক্ত করিয়া—সেনাপতি অন্য দুজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া চকিতে মত

একবার বোধ হয় মামুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; পরে এই জয়পালের সহিত যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আবার মামুদের সহিত যে, সমরক্ষেত্রে তিনি মিলিত হইবেন; তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছি; বোধ হয় এই তিনজনের মধ্যে একজন সেনাপতি, আর দুইজন ভারতের কোন রাজবংশীয় লোক হইবেন; বোধ হয় গোপনে কার্য্যসাধন করা, অথচ আনুষঙ্গিক কারামুক্ত কামিনীর অনুসন্ধান করা এই তিন জনেরই উদ্দেশ্য।

যাই হোক—একটা সুসম্বাদ বটে; কিন্তু আমার পালিত-কন্যার পুনরুদ্ধারের কি উপায়? তাহা এখনও জানি না। অথবা আর উপায় কি? এক জগদীশ্বর আছেন,—

তখন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া একবার ভাবিলেন, আমি শত্রুর এত নিকটে থাকিলে কি জানি কি ঘটিবে? অতএব এবন পরিত্যাগ করিয়া—বনান্তরে গমনকরা আবশ্যক; কারণ, এখন লাহোরের কোন পথ ঘাট মামুদের অপরিচিত নহে; শেষে তখন তিনি "জগদীশ রক্ষ" বলিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(পাষাণে অঙ্কুর)

"তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ"

কান্যকুব্জ মথুরা প্রভৃতি দেশ মামুদের অধীনতা বহন করিলে মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, আজমীর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের দেশীয় রাজারা, অধিবাসীরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। শিবকেশরী, অর্জ্জুনসিংহ প্রভৃতি পরাক্রান্ত মহীপতিগণ আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা ছাড়িয়া নানাপ্রকার মন্ত্রণা কৌশল করিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই উপকার দর্শিত না।

যদি ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যের ভূপাল সকল পরস্পর প্রাণপণে যুদ্ধচেষ্টা করিতেন, তবে মামুদের আধিপত্য কখনই দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত না। তখন শিবকেশরী কিংবা অর্জ্জুনসিংহের মধ্যভারতে যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব ছিল, তাহাদের তত্ত্ব লইবার ও শক্তি বৃথা হয়। দূত রাজপথে চলিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। সুতরাং কেহ ঈশ্বরের নাম, কেহ গোপনে পরকীয় রাজার সাহায্য প্রার্থনা, কেহ ছদ্মবেশে ভ্রমণ, কেহ বা তপস্বীর মতন শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি ক্লেশ সহ্য করিয়া মামুদের সহিত যুদ্ধ করিতে বিষম বিপদে পড়িয়া ছিল।

এদিকে কারামুক্ত কামিনী ঈশ্বরের কৃপায় অব্যাহতি পাইয়া

একেবারে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হন। মিরাটের মন্ত্রি-কুমার মামুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প; সুধীর ও সুচতুর রাজমন্ত্রী শূরনাথ যবনবিনাশে দীক্ষিত হইয়া তাহার দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন; আমারও পিতা বৃদ্ধ, এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আদিত্যসিংহ আমোদমগ্ন হওয়াতে আমিও তপস্বিনীর বেশে অনাহারে, অনিদ্রায়, দেশরক্ষার্থ কত কষ্ট সহ্য করিতেছি; কেবল কষ্ট সহ্য করা নয়, পাপিষ্ঠ যবনের ক্রীতদাসীর দাসী বৃত্তি পর্য্যন্ত করিয়াছি; আমার ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর যবনের কি জঘন্য প্রবৃত্তি? কি ঘৃণিত ব্যবহার? একজন সন্ন্যাসীর অসহায়া পালিত কন্যাকে হরণ করিয়াও তাহার রূপানলে পতঙ্গের মতন দগ্ধ হইয়া কত কুকর্ম্ম করিতেছে? কিন্তু লোকে জানে—উদ্যানে বাদসা আপনার কনিষ্ঠ কন্যাকে গিজনী হইতে ভারতে আনিয়া রাখিয়াছে; আমি জানি—সে সতী নারী সতীত্ব আর ধর্ম্মরক্ষার জন্য না করিয়াছে এমন কার্য্য নাই—না বলিয়াছে এমন কথা নাই—পাপিষ্ঠ, কন্যার-বয়সী অনাথা কামিনীর উপর তথাপি মুগ্ধ; দগ্ধ কন্দর্পেরও লজ্জা ভয়, মান সম্ভ্রম নাই যে, একটু বুঝিয়া চলিবে? জাতিভেদ নাই— বয়স্ ভেদ নাই—কুলশীল নাই—গুরু লঘু জ্ঞান নাই—স্ত্রীপুরুষ হইলেই হইল; আর ত কলি-কালে শিব জন্মিবে না যে, তাহার মরণ সংবাদে সকলে সুখী হইবে?

"হায়! আমি এত কষ্টে পড়িয়াছি—আর ইহা অপেক্ষা

সহস্র গুণ অধিক কষ্টে পড়িতে হয় ভালই—কিন্তু অমন রূপের অমন পরিণাম, ওরূপ মর্ম্মভেদী কষ্ট কেন হইল? যাহাকে গড়িতে বিধাতার বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইয়া যায়, তাহার ললাটে এমন নিদারুণ বজ্রপাত কেন? বিধাতার লীলা বিধাতাই জানেন? আমার প্রিয় বস্তু কেহই নাই—আমি কাহাকেও ভালবাসি না—ভালবাসিতে জানি না বলিয়া ভাল বাসি না, আমার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ বিনা ভালবাসার অঙ্কুর রোপিত হয় নাই—কিন্তু একি বিপদ? একি সর্ব্বনাশ? একি অকস্মাৎ দুর্দ্দৈব? তাহার জন্য আজি প্রাণ কাঁদিতেছে কেন? চক্ষু বুঝিয়া সেই ননীর পুতুলকে দেখিতে পাই কেন? জগতের সমুদয় বস্তু তাহার রূপে ম্লান হয় কেন? আমি চারিদিকে তন্ময় দেখিতেছি—এ বিপদের উপরে বিপদ্ আসিল কেন? তাহা জগদীশ্বর বলিতে পারেন—

তবে আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়া বলিলাম, যদি কোন সূত্রে, কোন উপায়ে, পাপিষ্ঠ যবনের শোণিত দর্শন করিতে পারি, অথবা তাহাকে চিরকালের মত ভারত হইতে দূর করিতে পারি; আর যদি ঐ দেবপুরবাসিনী কামিনী জীবিত থাকে—কোন দৈব প্রতিবন্ধ না ঘটে—তাহা হইলে আমি জীবনের শেষ ভাগ তাহার দাসী বৃত্তি করিয়া কাটাইব; আমি কাহাকেও বিবাহ করিব না, যদি বিবাহ করি ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ করিব :—

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভাবিলেন, আমি লাহোরে ইন্দুনাথকে যেরূপ পত্র দিয়াছি, তিনি কখনই সে পত্র পড়িয়া

ঔদাস্য করিবেন না। আমার মনের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, অবশ্য তিনিঐ বন্দীকৃত কামিনীকে ঐ উদ্যান হইতে উদ্ধার করিবেন। যদি উদ্ধার করিতে না পারেন, অন্ততঃ উদ্ধার করিবার কি তাহার মঙ্গলের চেষ্টা অবশ্যই করিবেন।

রাজমন্ত্রী শূরনাথ যে মামুদের অনিষ্ট করিবার জন্য কৌশলে মামুদের সৈনাপত্যে বা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমাকে দুর্গ হইতে মুক্ত করিবার দিবসেই জানিয়াছি। আমাকে কারামুক্ত করিয়া শীঘ্র যখন দুর্গরক্ষকদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া মামুদের নিকটে আপনার নির্দ্দোষতা, দুর্গরক্ষকদিগের কার্য্যে ঔদাসীন্য, বন্দীকৃত কামিনীর উপর দুর্গরক্ষক কর্ম্মচারীদের উৎকট অত্যাচার সপ্রমাণ করিতে গমন করেন; অবশ্যই তখন তাহাতে কোন না কোন তাঁহার সুগভীর উদ্দেশ্য থাকিবে।

আর আমি যাহার দাসীবৃত্তি করিয়াছি, তাহার প্রতিপালক সন্ন্যাসী যে একজন ভারতবন্ধু, আমাদের মতন একজন গভীর উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়সংকল্প তাহাও আমার হৃদয়ের বিশ্বাস; কেন বিশ্বাস? আমি যাহাকে ভালবাসি, তিনি তাহার আত্মীয়।

কিন্তু পুনর্বার লাহোরে, এই বর্ত্তমান যুদ্ধে মামুদের যেমন একটা জয় পরাজয় হইবে, অমনি এই দেশের রাজাদের সাহায্য ও সৈন্য সামন্ত লইয়া—তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতে হইবে; এই যুদ্ধ ভিন্ন তাহার সহিত আর যুদ্ধ করিবার সময় পাইব না।

এমন সময়ে একজন প্রাচীন সৈনিক আসিয়া কামিনীর নিকটে সুমধুর বচনে কহিতে লাগিল, "আপনি যে ছদ্মবেশিনী কামিনী—আপনি যে ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশন—আপনি যে ক্ষীর সমুদ্রের সুমধুর সুধালহরী—আপনি যে ইন্দ্রের নন্দনবনজাত প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম—আপনি যে আকরবিহীন অমূল্য রত্ন—এ অঞ্চলে সকলেই তাহা জানিয়াছে; তবে আপনি কাহারও আতিথ্য স্বীকার না করাতে অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন; কিন্তু অর্জ্জুন সিংহ, শিবকেশরী প্রভৃতি পরাক্রান্ত ভূপতিদের একান্ত বাসনা যে, দ্বিতীয় জয়পালের সহিত যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা লক্ষ লক্ষ অশ্ব, পদাতি, লইয়া তাহার পথরোধ করিতে গমন করিবেন।

এখন উদাসীন থাকিলে কখনই আমরা তাহাকে দূর করিতে পারি না। জল যদি একবার সামান্য নিম্নে গমন করে, তাহার গতি ফিরাইতে আর কেহই পারে না। কিন্তু এই যুদ্ধে জয় হইলে মামুদের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হয়, এরূপ লোক অতি বিরল। অনল একবার জ্বলিয়া উঠিলে ঘৃত দিয়া তাহাকে নির্ব্বাণ করা একান্ত দুঃসাধ্য। আর আপনিও ঠিক্ সময়ে এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

কামিনী বিনয় সহ অঞ্জলি করিয়া মাননীয় সৈনিক পুরুষকে বলিল— "আপনাদের সাহায্য লইতেই আমার এদেশে আগমন; তবে কুটুম্ব কুটুম্বিতার এখন সময় নয়, সুতরাং সে দোষ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

কান্যকুব্জ, মথুরা জয় করিবার জন্য এক লক্ষ অশ্ব, বিশ

সহস্র পদাতি লইয়া মামুদ অগ্রসর হন। পরে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিপ্পান্ন হাজার অধিবাসীকে বন্দী করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আইসেন। তাহার অধিকাংশ বন্দী কি অশ্ব পদাতি এখন গিজনীতে অবস্থান করিতেছে; কেবল সর্ব্বশুদ্ধ অশ্ব পদাতিতে পঞ্চাশ হাজার এখন লাহোরে রহিয়াছে।

যদি আপনারা এই মুহূর্ত্তে লক্ষ অশ্ব পদাতি লইয়া সজ্জিত হইতে পারেন, তবে এই দণ্ডে আমি প্রস্তুত আছি। আর আমিও আমার দেশ হইতে এবং অন্যান্য রাজাদের সৈন্য সকল আনাইতে লোক্ পাঠাইয়াছি। যদি তাহারা আসিয়া যোগ দেয়, তবে আর কোন শঙ্কা নাই; দেখুন—তাহা হইলে আজি রাত্রে সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা করিতে পারা যাইবে।"

সৈনিক বলিল—"আপনি মামুদের উপর এত বিরক্ত কেন? ভীষণ দেশে একাকিনী এত ভ্রমণ করিতেছেন কেন?"

রমণী আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধ ভরে বলিল—"রমণী বলিয়া যে কেহ পরিচয় লইবে তাহার সে আশা দুরাশা; এক বিধাতা কেবল নারী জাতিকে পুরুষাপেক্ষা ছোট করিয়াছেন। নতুবা নারী জাতি কাহারও নিকট কোন বিষয়ে ছোট নহে।"

পুরুষ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আপনার মুখ রাঙা হইয়াছে—চক্ষু দুটী অনলের মতন জ্বলিতেছে—কিন্তু আমার এত কি দোষ হইল?"

রমণী বলিল— "যদি ভারতে কেহ পুরুষ থাকিত, তবে এ দুর্দ্দশা কেন? মামুদ একজন যথার্থ বীর-পুরুষ এই শত শত রাজাদের মধ্যে ভারতে আসিয়া রাজাদের সমক্ষে রাণী, রাজকুমারীদিগকে হরণ করিতেছে—আর তাহাদের রক্ষক স্বামী পুত্রেরা অনায়াসে তাহা সহ্য করিতেছে—ধিক্ ভারতের কাপুরুষ পুরুষদিগকে? মামুদ একজন পুরুষ বটে? আর এক কথা বলি, নারী জাতি যে সত্যই পুরুষের অধীন তাহা নহে, পুরুষ জাতিও যে যে পদার্থের অধীন, আমরাও তাহার অধীন; তবে আমার পরিচয়ে লাভ কি?"

হটাৎ একজন মলিনা কামিনী আসিয়া সৈনিককে বলিল, "আপনি এখনও এখানে রহিয়াছেন? আপনি সে সকল কথা কি ভূলিয়াছেন? আমি একান্ত আপনার অধিনী আর আশ্রিত, কিন্তু এদেশের লোকের আচরণ বড় ভয়ানক।"

রমণী জলদগম্ভীর রবে আগন্তুক কামিনীর দিকে আঁখি ফিরাইয়া বলিল—"কি কি—তুমি অধিনী? কাহার অধিনী? তুমি কি রমণী? না কোন উদাসিনী? আমি তোমাকে অভয় দিলাম, তোমার ভয় নাই—আমি বাঁচিয়া থাকিতে কাহারও ভয় নাই--তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তাহাই তোমাকে দিতে পারি; কিন্তু কাপুরুষ ভারতীয় পুরুষদের মতন কথনই অধীনতা আর ভীরুতা দেখাইও না।"

আগন্তুক কামিনী অশ্বাস পাইয়া ঐ দুঃখের অবস্থায় একটু মুচকিয়া হাসিল—এবং ছল ছল চক্ষে জল ধারা ফেলিয়া বলিল—"আপনি যে হউন, আমি এখন হইতে আপনার

আশ্রয় লইলাম; যদি আমাকে কৃপা করিয়া আমার বাসনা পুরাইতে পারেন, তবে আমি আপনার চিরকাল দাসী হইয়া থাকিব।”

কামিনী বলিল—“আজি আমরা যাত্রা করিব—আজি রাত্রে দাক্ষিণাত্যের সমুদায় পরাক্রান্ত ভূপতিগণ প্রায় লক্ষাধিক অশ্ব পদাতি সমভিব্যাহারে লাহোরে যাত্রা করিবেন, আমিও সেই সঙ্গে যাইব মনন করিয়াছি। তুমি যদি মামুদের ভয়ে কি ভারতীয় ভূপতিগণের কু-আচরণে পিতা মাতা ছাড়িয়া এই দেশে আসিয়া থাক, তাহাতেও তোমার কোন চিন্তা নাই।”

মলিনা কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“আমি মামুদের ছদ্মবেশী সৈন্যদের ভয়ে এত ভীত হইয়াছি; এতদূর শোকাকুল হইয়াছি; নতুবা আমি কে? তাহা এখনই আপনি জানিতে পারিবেন।”

কামিনী সৈনিক পুরুষকে বলিল—“যাহা বলিয়াছি, তাতে যদি তোমাদের অনিচ্ছা হয়, তবে গৃহে বসিয়া থাক, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না।”

সৈনিক বলিল—“যাহা করিয়াছি, তাহার আর কোন প্রতিকার দেখি না, আমাকে ক্ষমা করুন; তবে আমি তাঁহাদের কাছে এখন চলিলাম—কিন্তু কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?”

রমণী বলিল—“এই নদী তীরে সাক্ষাৎ হইবে।”

সৈনিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিষণ্ণবদনে নতশিরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আগন্তুক কামিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি এখনই যাইতেছি, একটী কথা কেবল বলিব, আর বিলম্ব নাই।"

কামিনী বলিল—"আমি তোমার আকৃতি তেজস্বিনী দেখিয়া ভাবিয়াছি, তুমি ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত। যদি এই বিশ্বাস সত্য হয়, তবে আর ভয় কি?"

মলিনা কামিনী বলিল—"আমি একবার মিরাটে যাইব?"

কামিনী মিরাটের কথা শুনিয়া বলিল—"কি মিরাটে? মিরাটে? আচ্ছা যাইবে তাহাতে আর ভাবনা কি?"

মলিনা কামিনী বলিল—"মিরাটে যাইতে পারিলে আমি বারাণসীর সংবাদ পাইব না?"

কামিনী বলিল—"মিরাট আর বারাণসীর যদি একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া থাক, তাহার ভার আমার উপরে; আমি শপথ করিলাম, তোমার শরীরে কোন অস্ত্রাঘাত হইবে না—অথচ অনায়াসে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ পাইতে পারিবে।"

মলিনা কামিনী বলিল—"আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, বেলাও অবসান হইয়া আসিয়াছে; বোধ হয় সৈন্যগণ যাত্রা করিতেছে, তাহাতেই দূর হইতে এত ধ্বনি শোনা যাইতেছে।"

তখন কামিনী আগন্তুক কামিনীর হাত ধরিয়া শীঘ্র দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সহিত যোগ দিয়া প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(মুক্তকেশী কামিনী)

"উরো বিদারং প্রতিচস্করে নখৈঃ"

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা জগতে যে বস্তুর যে স্বভাব জানিয়াছেন, আজি তাহার বিপরীত দেখাইতে আমি আকিঞ্চন করিতেছি। পুষ্পের সৌরভ, কমলে কণ্টক, জলে শৈত্য, অনলে দাহিকা, বালকের শৈশব, যুবার যৌবন, যুবতির সৌন্দর্য্য, এ সমুদায় স্বাভাবিক পদার্থ। কিন্তু যুবতি কামিনীর পুরষকার, অসীম বীরত্ব, এসকল প্রায় দেখাও যায় না—শোনাও যায় না। তাই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, একবার কুল কামিনীর, বিশেষতঃ অসূর্য্যম্পশ্যা ক্ষত্রিয় বংশ জাত যুবতির বীরত্ব দেখিতে সজ্জিত হউন।

যদি স্বভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা হন, তবে এক পদার্থে দুই গুণ অর্পণ করিলেন কেন? কমলের কোমলতা এবং চন্দনের শীতলস্পর্শের পরিবর্ত্তে কঠোরতা এবং দাহকতা গুণ দেখিলে কে না বিশ্বাস করিবে? যে বিধাতার সৃষ্টি কৌশলে অনেক দোষ রহিয়াছে। তবে বিধাতার লীলা খেলা অপার অসীম ভবিয়া বিশ্বাস করিতেও পারা যায়। কারণ, নীলকমলের পত্রাগ্রদ্বারা যদি সালবৃক্ষ ছেদন করিতে পারা যায়? পঙ্গু যদি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে? বামন যদি চন্দ্র ধরিতে

সক্ষম হয়? তবে কেন কামিনী সংগ্রাম সাগরে ঝাঁপ দিবে না? কেনই বা কামিনীর রণকৌশল দেখাইতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিব না? বিধাতার কৃপায়—স্বভাবের স্বাভাবিক গুণ, আর অস্বাভাবিক পদার্থের নূতন স্বাভাবিক গুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। আর এক কথা বলিতে পারা যায়, যাহার যত প্রকার গুণ, তাহার ততপ্রকার স্বভাব। সুতরাং পৃথিবীর সৃষ্টি হইবার পর হইতে এখনও পর্য্যন্ত যদি জলের শৈত্য, আর দাহিকা শক্তি থাকিত, বলুন দেখি, তবে কজনে তাহার বিষয় আলোচনা করিত? আর রমণীর যুদ্ধ নিতান্ত অসম্ভব বা স্বভাব বহির্ভূত ভাবিত? তবে কোমলতার সহিত একটু কঠিনতা মিশ্রিত আছে মাত্র, নতুবা রমণীর রমণীয় ভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

তবে একবার মনের সহিত চক্ষু ফিরাইয়া দেখুন—লক্ষাধিক অশ্ব এবং পদাতির মধ্যে একটী গম্ভীর অথচ মনোহর, তেজস্বী অথচ স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ, ভীষণ অথচ উৎকটতাশূন্য, স্থির অথচ পৃথিবী-দলনক্ষম, নম্র অথচ বীর দর্পে দনুজদল-বিদারক, অচঞ্চল সৌদামিনীর মতন মূর্ত্তিখানি বিরাজমান রহিয়াছে। অগণ্য খদ্যোতকুলের মধ্যে যেমন দীপপ্রভা—অসংখ্য দীপপ্রভার মধ্যে যেমন তারাবলী—অপার তারকা-রাশির মধ্যে যেমন শশধর—এবং শশধর মধ্যে যেমন পদ্মবান্ধব প্রভাকর—উত্তরোত্তর নিজ নিজ প্রভার উৎকর্ষ দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; আজি সেই মত দুর্দ্দান্ত যবন সৈন্য দলনোদ্যত ভারতীয় অশ্ব, পদাতি, সামন্ত,

সেনাপতি এবং রাজাদের মধ্যে মত্তমাতঙ্গিনীর বেশে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রমণী চপলার মতন মন্ ভুলাইতে লাগিল।

একটী সুশিক্ষিত শ্বেত অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। অশ্বটীর অষ্টপৃষ্ঠে মণিমুক্তার আভরণ সংলগ্ন—গরুড়ের পক্ষদ্বয়ের মতন দুইটী কর্ণ নিশ্চল হইয়া আপন সেনাদিগকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছে—পুচ্ছটী শ্বেতচামরের মতন সর্ব্বদা উর্দ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন পৃষ্ঠারূঢ় প্রভুর পরিশ্রমের অপনোদনার্থ অশ্ব স্বয়ং চামর ব্যজন করিতেছে—অশ্বটীর সুসজ্জা ও শিক্ষাকার্য্যের সুপ্রণালী সম্বন্ধে এই মাত্র আলোচনা করা যায় যে, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক কিছুদিনের নিমিত্ত যেন ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে—

সেই শ্বেত অশ্বের উপরে যুবতি কামিনী রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন:—সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মময় বর্ম্ম পরিধান—পদতল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত চর্ম্মবসনে দৃঢ় আবদ্ধ; অশ্বের উভয় পৃষ্ঠে লম্বমান দুটী রেকাবে দুখানি চরণ রাখিয়াছেন; কটি হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রত্নময় দেহাবরণে আচ্ছাদিত; বাম হস্তে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে কোষাচ্ছাদিত শাণিত তলবার; মস্তকে পাঞ্জাবী উষ্ণীষ; অন্যান্য আকৃতির তদানীন্তন শোভা বর্ণন করা অসাধ্য; কেবল মুখখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে। মুখের তেজে রণক্ষেত্র আলোকিত, প্রলয় কালের মেঘ সকল একত্র উদিত হইয়া যখন

বিশ্বসংসার জলপ্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ প্রলয়-মেঘের সহ সঙ্গিনী সৌদামিনী কুল বোধ হয় রণমত্তা কামিনীর মুখের এক কোণ হইতে উৎপন্ন ; শিবকেশরী, অর্জ্জুনসিংহ রমণীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—তাহার পর সম্মুখে প্রায় বিশ হাজার শিক্ষিত পাঞ্জাবী এবং গুজরাটী অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষেরা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ; একপার্শ্বে পদাতিবৃন্দ, অপর পার্শ্বে অশ্ববৃন্দ রণ প্রতীক্ষা করিতেছে ; এমনি ভাবে সৈন্যব্যূহ রচনা হইয়াছে যে, তেত্রিশ কোটি দেবতা এককালে দেবসৈন্য লইয়া ঐ সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেও তাঁহাদের পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা :—

এদিকে যবন সেনার কোলাহল সমুদ্র কোলাহলের ন্যায় কর্ণ বধির করিতেছে—যবনরাজ মামুদ, নবসেনাপতি, অন্যান্য পরাক্রান্ত ও শিক্ষিত সৈনিকেরা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান ; কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদসঞ্চারে, কেহ দ্রুতগমনে, কেহ কর্ণ উত্তোলন করিয়া, কেহ অপরের সহিত কথোপকথনে, কেহ বা ভারতীয় সেনার গুণবর্ণনে, কেহ বা রণমত্তা যুবতী কামিনীর রূপদর্শনে স্ব স্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে।

উভয় পক্ষের অশ্ববৃন্দের হ্রেষারবে এবং পদাতিকগণের সিংহনাদে জগৎ কম্পান্বিত ; দেখিলে অনুভব হয় যেন দেবাসুরের যুদ্ধ ভূলোকে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছে ; কিম্বা ত্রিপুরাসুর বধ করিবার কালে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি প্রমথগণ সঙ্গে লইয়া দানবসৈন্যে মিলিত হইয়াছেন ; অথবা দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিধন করিবার কামনায় আসুরিক-

সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শাণিত বজ্র হস্তে লইয়া আসুরিক সৈন্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন ;--

তখন মামুদ ক্রোধভরে জ্বলিয়া উঠিয়া—নূতন সেনাপতির দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিল ;—"তুমি বীরপুরুষ সত্য, তুমি সাহসিক এবং অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর সত্য, কিন্তু হটাৎ তুমি হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া—আমার প্রথমে সন্দেহ তরুর বীজ বপন কর ; তাহার পর ইন্দুনাথ নামক এক জন ভারতীয় দূত আসিয়া—বিশেষতঃ আমার রাজসভায় আমার সম্মুখে তেজস্বী আর গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করাতে ঐ বৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ; বন্দীকৃত কামিনীর দুর্গরক্ষক সত্বেও কারামুক্তি শুনিয়া—বিশেষতঃ তুমি অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোন সন্ধান না পাওয়াতে—বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বাহির হয় ; শেষে যখন আমার মানস সরোবরের রাজহংসী হটাৎ একদিন অনুরাগের সহিত সহাস্য মুখে মদ ঢালিয়া দেয়, ভালবাসার কত চিহ্ন দেখাইয়া মনের সূক্ষ্ম সরল ভাবটুকু বাহির করে, তাহার পর দিনে সেই উদ্যান হইতে তাহার অদর্শন হওয়াতে বৃক্ষের নব নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয় ; পূর্ব্বে যে সন্ন্যাসী লাহোরের কালী বাড়ীতে থাকিয়া আমার প্রতি ভালবাসার উপঢৌকন স্বরূপ আপনার স্বর্ণপ্রতিমা নিরুপমা পালিত কন্যাকে আমাকে দান করে, এবং তৎক্ষণাৎ কুটিল এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ গৃহস্থ লোকের মতন আপনার সন্ন্যাস ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া—গোপনে প্রত্যেক ভারতীয় রাজার দ্বারস্থ হইয়া—আমার নিধন কামনায় এখনও পর্য্যন্ত ভ্রমণ

করাতে ঐ বৃক্ষের অপূর্ব্ব পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হয়; এখন দেখিতেছি, তুমিই সকলের মূলীভূত কারণ—এবং তাহাদের সহিত গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া—এই দুরন্ত সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া—কৌশলে আমার জীবন নাশ করিতে পারিলেই বৃক্ষের অমৃতময় ফল ফলিবে ঃ—

সেনাপতি করযোড়ে বলিল—"একবার বিশ্বাস হইলে তাহার অপনয়ন করা সাধ্যায়ত্ত নয়; অথচ যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে সংপূর্ণ বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আপনি আমাকে এরূপ কলঙ্কের ভাগী করা অপেক্ষা এখনই স্বহস্তে প্রাণদণ্ড করুন। আমি প্রতিবাদ করিতে চাহি না, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মানস থাকিলে আমি এ যুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া ঐ দলে যোগ দিতাম।"

আবুল খাঁ এই কথাটী শুনিয়া নত ভাবে বলিল—"অধীনের একটী বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি হয় ত দাস বলিতে পারে।"

সেনাপতি বাধা দিয়া বলিল—"অধীনের উপর কি কর্ম্মচারী কি অধিবাসী সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার কোন ক্ষোভ নাই—কারণ, আমি এখনই যুদ্ধ করিব—যুদ্ধ করিয়া জীবন হারাইব —"

আবুল খাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আবুল খাঁ করযোড়ে বলিল—"যে ব্যক্তি সহজে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার উদ্দেশ্য যতদূর মন্দ হইতে হয় ততদূর মন্দ। আর দাসের আর এক কথা, এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে

হটাৎ তাহার কথায় বিশ্বাস করা আপনার ভাল হয় নাই। আমিও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, জনকত মধ্যভারতের বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, পামরেরা কপটবেশে প্রতিশোধের জন্য দেশ-বিদেশে, অনাহারে, বনকান্তার, গিরিগুহা, নদীতট, সমুদ্রতীর, লঙ্ঘন করিয়া শৃগাল কুক্কুরের মতন দাসত্ব করিতেছে ; দাসত্ব করিয়া, প্রভুর অন্নে পালিত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রভুর অনিষ্ট-সাধনে উদ্‌যোগ করা ভারতীয় শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন আর কেহই পারে না।

ইতি মধ্যে ভারতীয় সেনার জয়ধ্বনি জগৎ মাতাইয়া তুলিল—সিংহনাদে সৈন্যগণ ফুলিতে লাগিল ; অশ্বগণের খুররবোত্থিত খটমট শব্দে পৃথিবী দলিত হইতে লাগিল ; ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ; উৎসাহের স্রোতস্বতী জলে সৈন্যগণ পুষ্পমালার মতন ভাসিতে লাগিল ; শ্বেত-অশ্বপৃষ্ঠ-বাসিনী কামিনীর ইঙ্গিত হইবামাত্র শীঘ্র রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

বিনামেঘে বিদ্যুতের স্ফুরণে হটাৎ যেরূপ বিশ্বছবি চকিতের মতন নিরীক্ষিত হয়, তৎকালে রণবাদ্য বাজিবামাত্র সৈন্যগণ পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল—

পাঠক ! আর এখন কামিনীকে দেখিতে পাইবেন না—এখন শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া মহিষমর্দ্দিনীর মতন বীরত্ব দেখাইতেছেন। নিমেষ মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনা, অস্ত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া প্রলয়কালের দ্বাদশ আদিত্য মূর্ত্তি বিস্তার করিতেছে ; চকিতের মধ্যে কতশত অশ্ব, কত সহস্র

পদাতি, হত, আহত, ছিন্নমুণ্ড, ছিন্ন হস্তপদ হইল; তাহার দৃশ্য অতি ভীষণ—অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, পদাতি পদাতির সঙ্গে, আপনার বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল—

তখন কামিনী জীবনের আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া অসি দ্বারা একজন যবনের মুণ্ডচ্ছেদন করেন—তাহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত দশজন যবন সৈনিক কামিনীর দিকে অস্ত্র উৎক্ষেপ করিয়া আসিল; তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ অস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িল।

আবুল খাঁ ভাবগতিক মন্দ দেখিয়া হুহুঙ্কার রবে আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল; নিমেষ মধ্যে শত শত শত্রুসৈন্য নিপাতপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যে মিশিল,—

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মামুদ নিস্তব্ধ ছিল—কিন্তু এইবারে আর থাকিতে পারিল না; সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; মুখের ভাব ভঙ্গী পরিচ্যুত হইল; যেন অনলশিখা জ্বলিয়া উঠিল;—

সেনাপতি প্রভুর অপমান অসহ্য ভাবিয়া শীঘ্র অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইল—সম্মুখে আসিবামাত্র কামিনী মাভৈ রবে দনুজদলদলনী, নীলকাদম্বিনী, করালবদনা কালীর মতন শত্রু শোণিত পান করিতে অগ্রসর হইল; উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, উভয়েই অস্ত্রযুদ্ধে লঘু হস্ত; তখন অস্ত্রের ঝনঝনায় অগ্নিবর্ষণ হইয়া সৈন্যগণের হৃদয়ে বিভীষিকার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইল; কাহার

সাধ্য উভয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়; কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর সেনাপতি কামিনীর অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া—তাহার কাণে কাণে দুই চারিটী কথা বলিয়া—এবং শতাধিক যোধ-পুরুষের প্রাণবধ করিয়া—আপনার দলে পুনরায় মিলিত হইল,—

তখন কামিনী জ্বলন্ত অনলের মতন উন্মত্তার বেশে সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল; "মার, ধর, কাট, শীঘ্র," এই কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই; আহত লোকের আর্ত্তনাদে জগৎ প্রতিধ্বনিত হইল; কে কাহাকে রক্ষা করিবে, সকলেই আপনার প্রাণ লইরা ব্যতিব্যস্ত,—

মামুদ কামিনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হওয়া অপেক্ষা সমরে প্রাণত্যাগ হওয়া গৌরব বিবেচনা করিলেন; কালান্তক যমের মতন কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল; পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অস্ত্রের শব্দ উত্থিত হইল; কেহই ভীত বা পরাঙ্মুখ নহে, সুতরাং কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর একজন যুবা পুরুষ হটাৎ দৈবপ্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া—লম্ফ দিয়া একজন যবন সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিলেন; অনন্তর তাহার অসিচর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া অশ্ব হইতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং স্বয়ং মামুদের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য তাহার নিকটে আসিলেন; আসি-বামাত্র অবিলম্বে অস্ত্র তুলিয়া যেমন মারিতে যাইবেন, অমনি একজন পলায়নোদ্যত যবন সৈনিক আসিয়া প্রভুর প্রাণর-ক্ষার্থে আপনার প্রাণ দিল, তাহাতেই মামুদের প্রাণ রক্ষা

হয়; মামুদ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইল—ভারতীয় সৈন্য সদর্পে তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল; মাহ্দ নদী, বন, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া—আপনার আয়ত্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন।

মামুদের পলায়নে বিস্তর যবন সৈন্য উপায় অনিবার্য্য দেখিয়া বিনষ্ট হয়; এত অধিক যবনসেনার মরণ হয় যে, তাহাদের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্রে একটী প্রকাণ্ড রক্তপ্রবাহিণী প্রবাহিত হইয়াছিল; ভারতীয় সৈন্য চতুর্গুণ উৎসাহ, আনন্দ, এবং সিংহনাদে ধরণীর অভ্যন্তর কাঁপাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল।

পরে সকলেই একে একে শান্ত মূর্ত্তি ধরিল সত্য, কিন্তু রণমত্তা কামিনীকে কেহই নিবারণ করিতে পারিল না; হস্তে শাণিত কোষচ্যুত তরবারি, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে; শীধুপান মত্ত কামিনীর মতন একটু মুচকিয়া হাসিতেছে; মুখের জ্যোতি দেখিলে অন্তরিক্ষবাসী দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া থাকেন, সুতরাং সৈন্যগণ করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আপনি অসুরনাশিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্নেহময়ী মূর্ত্তি ধারণ করুন—"

তখন মলিনা এক কামিনী আপনার প্রাণত্যাগ করিবার আশায় অস্ত্রের সম্মুখে নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে গমন করিল। কামিনী তাহাকে বধ করিতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নামিলেন, কিন্তু তরবারি তুলিবামাত্র হঠাৎ হস্ত হইতে পড়িয়া গেল; ভূতাবিষ্ট বা স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মতন হটাৎ চৈতন্য

হইল, এবং আপনি আপনার জিহ্বা কাটিয়া—মর্ম্মে বেদন পাইয়া—ক্ষণকাল অধোবদনে রহিলেন, শেষে তাহার কাছে যোড় হস্তে ক্ষমা চাহিয়া—তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সহস্র সহস্র হত এবং আহত ব্যক্তি ধরাশায়ী রহিয়াছে—কোন স্থানে হস্ত, কোথায় পদ, কোথায় ছিন্নমুণ্ড, কোথায় পৃষ্ঠ, কোথায় বা করতল, রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি জীবগণ মনের সাধে তাহাকে দন্তদ্বারা কেহবা চঞ্চুদ্বারা টানিয়া খাইতেছে—বস্তুতঃ সেই দৃশ্য দেখিয়া কামিনী তখন অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনীর মতন লজ্জায়, ভয়ে, ম্লান হইয়া কামিনীর সহিত সেই পরিচিত অশ্বে চড়িয়া মৃদু মৃদু চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এবং একটী আধটী কথা কহিতে কহিতে সমর ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(মিরাটে সুসংবাদ)

"বিষমপ্যমৃতং কচিদ্‌ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া"

ঘোর ঘনঘটাকীর্ণ ভীষণ বর্ষাকাল অতীত হইলে শরতের শুভাগমনে যেমন সকলেই পরিতৃপ্ত হয়; দানবের মতন নীলাম্বর সঞ্চারী কালমেঘ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশ হইতে তড়িত হইলে শারদীয় পূর্ণশশধর ঐ সময়ে যেমন নির্ম্মলতা ধারণ করে; সর্ব্বজীবের ক্লেশকর এবং অস্বাস্থ্য-জনক দুরন্ত হেমন্ত ঋতু ক্ষয় পাইলে, মদনবন্ধু বসন্তের আবির্ভাবে জীবজন্তুর মন প্রাণ যেমন প্রফুল্ল হয়—তরুলতা সমস্ত যেমন নব নব পল্লব ভূষণে সুশোভিত হয়; কৃতান্তের সহচরী কালমূর্ত্তি তামসী নিশার অবসানে ব্রাহ্ম মূর্ত্তি প্রকাশ হইবার সময়ে, কুলায়ে বসিয়া বিহঙ্গমকুলের কূজনে, সুস্নিগ্ধ এবং সুশীতল সমীরণ সঞ্চারে, নানাবিধ বাসন্তকুসুম রাশির সুললিত পরিমল ঘ্রাণে, যেমন আপামর সকলেই চরিতার্থ হয়; ধূলিখেলার কাল বাল্যকাল অতীত হইলে মনোরমা বালা যুবতি কামিনীর যৌবন প্রারম্ভে যৌবনজ অলঙ্কারগুলিন অকস্মাৎ শরীরে উৎপন্ন হইয়া যেমন বিশ্বকে মোহিত করে, মায়া বা অবিদ্যা নাশ হইলে যেমন আপনা আপনি হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া অন্তর্জ্জগতে যাইতে তত্ত্বজ্ঞানী উদ্যত হয়; আজি

মিরাটেও অবিকল দুঃখের পর সেই সুখপ্রবাহ ছুটিতেছে—পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, রাহুমুক্ত মৃগাঙ্কের মতন, কঞ্চুকচ্যুত বিষধরের মতন, অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে—কিন্তু এত দুঃখের পর এত সুখ সমৃদ্ধি হওয়া কেবল বিশ্বপাতার অনুকম্পা বলিতে হইবে।

রাজার গৃহে লোকে লোকাকীর্ণ, পরস্পর পরস্পরকে হস্ত দিয়া ঠেলিয়া সুসম্বাদ শুনিতে অগ্রসর হইতেছে—দরিদ্র, নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরা পুত্রকে কোলে লইয়া অকুতোভয়ে রাজবাটীর সিংহ দ্বারে আসিতেছে—ভাট, ফকির, নাগা, সন্ন্যাসীরা মহারাজের জয়ঘোষণা করিতে করিতে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতেছে—নগরী নানা বিধ মাঙ্গলিক সজ্জায় সুশোভিত—সিংহদ্বারে সুবর্ণময় পূর্ণকুম্ভ, তাহার উপরে আম্রপল্লব, তদুপরি ফলফুল বিরাজমান—দ্বারের উপরে আম্রপল্লব-মালা দোদুল্যমান—দাস দাসী, সৈন্য, দীন অতিথি সকলেই হাস্যের তরঙ্গ উড়াইতেছে—অন্তঃপুরে শঙ্খ কাংস্য ধ্বনি হইতেছে—চারিদিকে চন্দ্রাতপ, নানা বর্ণের পতাকা সকল উড়িতেছে—পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ধান্য দূর্ব্বা লইয়া রাজসম্মুখে আশীর্ব্বাদ করিতেছে—রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগকে আশাতীত ধনদানে পরিতুষ্ট করিতেছে—এখন মিরাটে সুখের সীমা নাই।

রাজা সত্যনাথ চারিদিকে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে সহাস্যমুখে বসিয়া রহিয়াছেন, দাস দাসীগণ আদেশানুসারে যথাযোগ্য পরিচর্য্যা করিতেছে; কেহ স্তুতিপাঠ, কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ গুণগান, কেহ

প্রণাম করিতেছে; কেহবা কেবল মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—"ইন্দুনাথের বীরত্বে যে মিরাট উপদ্রব বিহীন হইল, তাহাতে আর কোন দ্বৈধ নাই ; এখন ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে ইন্দুর শুভাগমন হইলেই মান-রক্ষা হয়।"

একজন সামন্ত সহাস্যমুখে উত্তর করিল ; ভারতের মঙ্গল-ঘট কখনই ভগ্ন হইবার নয়—ভারতের চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বহ্নি বিধর্ম্মী যবনদিগকে সেবা করিবে না—আমি মা রণলতার রণ-নৈপুণ্য, সাহসিক ইন্দুনাথের তৎকালিক সূক্ষ্ম উপায় সকল শুনিয়া তাঁহাদের উপর দেব ভাব অর্পণ করিয়াছি। মা রণ-লতা কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া—যবনসংহারে সঙ্কল্প করিয়া যে, মহিষ-মর্দ্দিনীর মতন রণ কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা কেবল পরমেশ্বরের অনুকম্পা। কাশীতে জন্মগ্রহণ হওয়া অবধি আর পাপিষ্ঠ মামুদকে দূর করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত রণ-লতার যে সমস্ত ঘটনা, তাহা সমস্ত ঐশ্বরিক ভাবে গঠিত ; ইন্দুনাথ শিবমূর্ত্তিধারী শঙ্কর জানিবেন।"

সত্যনাথ আহ্লাদে সকলের সম্মুখে বলিয়া ফেলিলেন, "মা রণলতার সঙ্গে শীঘ্রই ইন্দুনাথের শুভবিবাহ ঘটাইয়া দিব। দেশ কুল, মানসম্ভ্রম, সমুদয়ই রণু আর ইন্দু হইতে ঘটিয়াছে। আমার কন্যার কথা একেবারে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কারণ, বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্যই তাহার একটা সংবাদ পাইতাম। তাহার রূপলাবণ্যে অবশ্যই পাপিষ্ঠ যবনেরা তাহাকে কলুষিত

করিয়াছে; নতুবা কাহারও সহিত তাহার সঙ্গে দেখা শুনা হয় নাই কেন? যে সকল দূত আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, তাহারা ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না। আমি এখন মনকে বুঝাইতে পারিব, তবে মহিষী শুনিয়া কি করিবে তাহা এখন জানি না?

একজন সৈনিক পুরুষ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন—জীবিত থাকিলে বিনা অনুসন্ধানে তাঁহারা কখনই গৃহে ফিরিবেন না। বিশেষতঃ যখন রণদক্ষ মহামতি মন্ত্রী মহাশয় এখনও মামুদের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। আমি যথার্থ বলিতে পারি, তাঁহার বুদ্ধির শেষ নাই; নতুবা একেবারে যবনের দাসত্ব করিলেন কেন? তিনি জানিতেন—একেবারে মামুদের মন গলাইতে হইলে তাঁহার বিশ্বাসী দাস হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা এত সত্বর কখনই আমাদের সুফল ফলিত না।"

সৈনিক পুরুষের ঐ কথায় সকলে সমস্বরে অনুমোদন করিলে সামন্ত বলিলেন—"হাঁ সত্য বটে, মন্ত্রী মহাশয় ইহার মূল, কিন্তু মা রণলতাও কোন অংশে তদপেক্ষা হীনতার পরিচয় দেন নাই। কারাগারে বাস করা অবধি আর শিবকেশরী অর্জ্জুন সিংহ প্রভৃতি ভূপালদিগকে বশ করিয়া—তাহাদের সৈন্য সাহায্যে পাপিষ্ঠকে দূর করা পর্য্যন্ত—ভাবিয়া দেখিলে উভয়ের বীরত্বের ন্যূনাতিরেক করা বড় কঠিন।"

সৈনিক বলিল—"মহাশয়! দাসের আর একটী নিবেদন আছে; যে দিন বীরপুঙ্গব মন্ত্রী মহোদয় তাহার দাসত্ব করিতে

প্রবৃত্ত হন, সেই দিনে মামুদের জীবনবধযজ্ঞের যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করা হয়; যেদিন শুনিলাম—একজন ভারতীয় মহিলা কারারুদ্ধ হইয়া অলক্ষ্যভাবে দেবীর মতন কারামুক্ত হয়, অথচ কেহই তাহার কোন সন্ধান পাইল না, সেই দিন বেদির উপরে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করা হয়; যে দিন শুনিলাম—একজন ভারতকামিনী মামুদের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য পুষ্প-কাননে থাকিয়া, পাপিষ্ঠের বিধিমতে মন ভুলাইয়া পরীর মতন ঐ পুষ্প কানন হইতে অন্তর্দ্ধান হয়, সেই দিন যজ্ঞাগ্নি প্রথম প্রজ্বলিত হয়; তার পর যে দিন শুনিলাম—লাহোরে মামুদের সৈন্য সংখ্যা অল্প, সেনাপতির সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে, আবার লাহোর পতি দ্বিতীয় জয়পাল বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত যুদ্ধ হইবার সময়ে অকস্মাৎ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বরগণ এক রমণীকে সঙ্গে করিয়া অসীম সাহসের সহিত, অকুতোভয়ে, বীরদর্পে যুদ্ধ ও অগণ্য যবন সৈন্য ক্ষয় করিয়া পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দেয়, তখনই যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করা হয়; এখনও তাহার শিখা আকাশে উঠিতেছে—এখনও আহুতির গন্ধ ভারতের চারি-দিকে বহিতেছে—এখনও অনলের মূল শিখা আকাশ বেপিয়া রহিয়াছে,—এখনও অনল নির্ব্বাণ হয় নাই—হইবেও না।"

সৈনিকের বাক্য শুনিয়া সভাসদ্ গণ কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কাহারও মুখে বাক্যালাপ নাই; তাহার কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বলিলেন—"অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে, আমার প্রাণাধিক শূরনাথের বুদ্ধিকৌশলে এযাত্রায় সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে—তবে আমাদের ভাগ্যে শীঘ্র আসিলে হয়?"

সৈনিকপুরুষ আপনার কথার শেষ করিবার জন্য পূর্ব্বমত বিনীতভাবে এবং করযোড়ে বলিল—"আমি একটি কথা ভুলিয়াছি শ্রবণ করুন।"

"কাহার দ্বারা কখন কি উপকার হয়, জগতে তাহার মূলসূত্র কেহই পাঠ করেনাই; পাঠ করিলেও তাহা মুখস্থ থাকে না। একজন বন্য ফলমূলাহারী গিরিগুহা নিবাসী শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী কেন যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়া এদেশ ওদেশ, ইস্থান ওস্থান, করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তাহা কে বলিতে পারে? আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি—কি সন্ন্যাসী? তবে কি সোমনাথের মোহন্ত ভগবান্ বিমলাচার্য্য? তা তিনি যেরূপ দয়ালু, ভারতবন্ধু, তখন তাঁহার পক্ষে একার্য্য তত বিস্ময়জনক নয়?"

সামন্ত মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিল—"মহারাজ! এখনই মিরাট হইতে বারাণসীতে জনকতক সৈনিকপুরুষ প্রেরণ করুন। কারণ, বারাণসীর অধীশ্বর এ অবস্থায় এমন সুখসম্বাদ পাইলে মৃতদেহে পুনরায় তাঁহার জীবন সঞ্চার হইবে—আর একার্য্যটা আমাদের করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই মহারাজ একবার সভার চারিপার্শ্বে চক্ষু চালনা করিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান্

জনকত সৈনিকপুরুষ উঠিয়া করযোড়ে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহারাজ "শীঘ্রযাও" বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন; তাহারা অবিলম্বে প্রণাম করিয়া সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সামন্ত বলিল—"মহারাজ! বিমলাচার্য্যের সহিত আপনার কতদিনের আলাপ?"

ম। "বহুদিন হইতে তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া থাকেন, অধিক কি, তাঁহারই প্রমুখাৎ মামুদের অত্যাচারের বিষয় প্রথম শ্রবণ করি।"

সা। "তিনি কি দাক্ষিণাত্যেই বাস করেন?।"

ম। "লাহোরের কালীবাড়ী প্রথম, দ্বিতীয় সোমনাথের মন্দির।"

সা। "বিশ্বেশ্বর দর্শন উপলক্ষে বোধ হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ আর আলাপ?"

ম। "তীর্থস্থান সন্ন্যাসীর বাসস্থান, তবে তিনি আর এক ধাতুর লোক।"

সা। "বোধ হয় তাঁহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি অছে—?।"

ম। "ঈশ্বর জানেন, তবে শূরনাথ আর ইন্দুনাথ তাঁহার পরিচিত বটে?"

সৈনিক বলিল—"যদি মামুদকর্ত্তৃক কোন সূত্রে তাড়িত হইয়া থাকেন, তবে সম্ভবপর বটে।"

স। "সন্ন্যাসীর সহিত বিবাদ হওয়া অসম্ভব।"

সৈ। "সে অন্যের পক্ষে—মামুদের পক্ষে বরং বিবাদ হওয়া সম্ভবপর?"

সা। "বলাত যায়না, কাহার কি অভিপ্রায়?"

সৈ। "আমি ভাল জানি, এবং চক্ষেও দেখিয়াছি, মামুদ একজন সন্ন্যাসীকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, পরে তাহার সহিত শেষে মুখ দেখা দেখি ছিল না।"

ম। "তবেত এই সম্পূর্ণ কারণ, কেবল বিবাদের সূত্র বুঝা গেল না।"

সৈ। "আর তাঁহারা আসিলেই সকল সম্বাদ জানা যাইবে।"

সা। "ভগবান্ পদদর্শন দিবেন কিনা সন্দেহ?"

ম। "আচ্ছা—কথার উপর কথা বলি, মামুদ লাহোরে থাকিবে? না সত্বর আবার যুদ্ধে মাতিবে?"

সৈ। "শেষ কথাটীতে আর সন্দেহ নাই।"

সা। "এবারে বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ ঘটিবে—কারণ, এদেশে অনেক বার যুদ্ধ হইয়াছে?"

সৈ। "মহারাজ দ্বিতীয় জয়পালের সঙ্গে যুদ্ধ না হইলে দাক্ষিণাত্যে নিশ্চয় অগ্রে যুদ্ধে ঘটিত?"

ল। "তবে এই সূত্রে আমাদের মধ্যভারতের ভূপতিগণ শীঘ্র দাক্ষিণাত্যের ভূপতি দিগের সহিত যোগদিতে সজ্জিত হউন—সৈন্য প্রেরণ করুন—অর্থসাহায্য করুন—ক্ষমতা থাকিলে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হউন।"

সৈ। "সাহায্যের পূর্ব্বে যুদ্ধ হইয়া দেশ নিরুপদ্রব হইবে শুনিবেন।"

সা। "আমিও তাহা বুঝিয়াছি, মামুদ স্থির থাকি বার লোক নয়; বিশেষতঃ এরূপ অপমানে কথনই নিশ্চিন্ত থাকবে না।"

সে। "কিন্তু আমার বিশ্বাস, মামুদ দাক্ষিণাত্যে যাইবার পূর্ব্বে ঐ কয়জনের একস্থানে একবার মিলন হইবে; তাহাতে আপনারা যেরূপ বোধ করিবেন, তদনুসারে তাহার প্রতিবিধান হইবে।"

ম। "দেখ আমার এখন ইচ্ছা, এক বার সকলে তাঁহার এক বার শীঘ্র আসেন: ইন্দুর সহিত মা রণলতার বিবাহ দিয়া পরে যেরূপ হয় তাহার উপায় স্থির করা যাইবে?"

সা। "আপনার কন্যাটীও ঐ সঙ্গে আসিলে যে কি সুখ হয়? তাহা আর কি বলিব?"

সৈ। "ঈশ্বরের ইচ্ছায় অবশ্যই এক বার পরস্পরের পুনর্মিলন হইবে, কিন্তু আর মামুদ যুদ্ধে পরাজিত হইবে না।"

ম। "আমি প্রাণশূন্য দেহ ধরিয়া প্রাণ বহির্গত হইবার সময় যে শুভ সম্বাদ পাইয়াছি, তাহা অদ্ভুত! এই আমি সকলের নিকটে বলিলাম, এখন যদি মরিয়াও যাই, তবে কোন কষ্ট নাই, কেবল মা উন্মীলা, রণলতা, আর ইন্দুনাথের মুখ খানি দেখিতে একটু ইচ্ছা আছে।"

সা। "ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন সমস্তই ভাল হইবার সম্ভাবনা, তবে আপনি আপাততঃ অন্তঃপুরে এক বার গমন করিয়া দেবীকে সন্তুষ্ট করুন—আর অবিলম্বে সসৈন্যে যাত্রা পূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে গমন করুন—অন্যান্য রাজা দিগকে ও সম্বাদ দেয়া হইবে—আমাদেরও কার্য্য সমাধা হইবে—নতুবা

মামুদের অভিপ্রায় না জানিয়া এখন উদাসীন হওয়া অকর্ত্তব্য।"

সৈ। "ভগবান্ বিমলাচার্য্য আর মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই, আমি যুদ্ধের সকল ব্যাপার জানি না।"

ম। "আমাকে যাহা বলিবেন তাহাতেই প্রস্তত আছি, তবে কালহরণ বৃথা মাত্র।"

সৈ। "আপনার শুভ গাত্রোত্থান হইলে সভা ভঙ্গ করিয়া অপরাহ্ণে মিরাট ত্যাগ করিলেই চলিবে।"

মাহারাজ সত্যনাথ পূর্ব্বমত সহাস্তমুখে মনের সুখে সভা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সূর্য্যের অদর্শনে কমলকুলের মতন ম্লানিমা ধরিয়া এক একটী লোক ক্রমশঃ চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

(কমলিনীর স্তবক)

"আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ।"

যে বিশ্বসংসারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত অনন্ত অনাদি কাল বিরাজমান; যাহার চারি পার্শ্বে সুদৃশ্য সুরম্য জীব জন্তু, তরু লতা, নদ নদী, বন উপবন, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি অগণ্য বস্তু সমষ্টি সুশোভিত; সকলের ভাগ্যে কখনই সংসারে নিয়ত শুভ কি নিয়ত অমঙ্গল ঘটে না। যাহাদ্বারা এই বিশ্বছবি চিত্রিত হইয়াছিল তাঁহার বুদ্ধির গরিমা বেদেও স্থান পায় না, তাই বিশ্বরচয়িতার অদ্ভুত এবং দুর্ব্বোধ কৌশল স্মরণ করিলেও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সাধুলোকে মমতা বিহীন হইয়া সুতরাং গিরি কন্দরে, অনাহারে চক্ষু মুদিয়া বিভুগুণগান করা আত্মকার্য্য ভাবিয়া থাকে। এমন প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দুটি মাত্র বস্তু আছে—ভাবিলে সত্যই অস্থি মাংসরক্ত শেষে প্রাণপর্য্যন্ত শুখাইয়া যায়। যাহার জন্য যুদ্ধ করিবে—যে যুদ্ধ করিবে—যে জয়ী হইবে—যে পরাজয় স্বীকার করিবে—যে ভালবাসিবে—কি

যাহাকে ভালবাসিবে—এ সমুদয় ঐ ছুটি পদার্থ মাত্র। রূপ, যৌবন, অর্থ, সাম্রাজ্য, অহঙ্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বলভরসা, এ আর কিছুই নয়, কেবল নাম আর রূপবিহীন পদার্থের মতন। পাঠক! নাম-রূপ-শূন্য পদার্থ স্মরণ করিলে হৃদয়ে যদি তাহার আভাস পড়ে, জগতে সেই একপদার্থ জানিবেন। পরমাণুবাদীরা জগৎকে পরমাণু বৈ আর কিছু বলিবেন না—বৈদান্তিকেরা জগৎকে মায়া বা অবিদ্যা ভিন্ন অন্য কথা মুখেও আনিবেন না—সাংখ্যাচার্য্যগণ বিশ্বসংসার প্রকৃতির প্রতিবিম্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন—পাতঞ্জলগণ সাংখ্যমতের পক্ষপাতী বটে, অধিকন্তু যোগদ্বারা জগতের গূঢ়রহস্য বোঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন—যিনি যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, জগৎ পূর্ব্বেও যাহা—এখনও তাহা।

বিমলাচার্য্য সন্ন্যাসী হইয়া শত্রুনিপাতের যোগ আরাধনা করিতেন। মামুদ ভারতের সর্ব্বনাশ, ইন্দুনাথ মামুদের সর্ব্বনাশ, রণলতা আর মামুদের নয়নরঞ্জিনী সেই ভারতললনা ইহারাও মামুদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ধ্যান করিতেন—আর একটী রমণী কাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই।

কিন্তু জগতে যাহার জন্য হৃদয়ের একাগ্রতা হইবে, তন্ময়তা হইবে, সেই আরাধ্য দেবতাই ঈশ্বর। বীরের যুদ্ধ ঈশ্বর, যোগীর যোগ ঈশ্বর, যুবতির প্রণয় ঈশ্বর, বালকের বিদ্যাভ্যাস ঈশ্বর, অহঙ্কারীর অহঙ্কার, রূপবতীর রূপ, উপকারীর উপকার—এ সমুদয় আরাধ্য দেবতা বা ঈশ্বর।

পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে, কোন ব্যক্তি কিছুই ভাল বাসেনা। যে যাহা ভালবাসে সেই তাহার উপাস্য দেবতা। যদি ভালবাসা জীবের স্বধর্ম্ম হয়, যদি কোন বস্তু ভাল না বাসিয়া থাকা যায়, তবে যোগী ভোগী সকলই সমান।

বিমলাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভালবাসার পদার্থ যে থাকিবে না, তাহা কি করিয়া বলিব? দ্বিতীয় জয়-পালের যুদ্ধের পরিণাম বন হইতে দেখিয়া দ্রুত দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তথায় রাজাদিগকে সসৈন্যে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিয়া বনপথে পুনরায় আসিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করেন, এই সুসম্বাদ পাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন।

ইন্দুনাথ যুদ্ধ ভাঙিয়া গেলে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যান তাহা কেহই জানিত না, তিনিও স্বয়ং ভাল পথ ঘাট চিনি-তেন না। অথচ দেশীয় সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষায় বন, গিরি, নদী সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া লাহোরের কিঞ্চিৎ দূরে যমুনানদীর উপকূলে একটি কাননে আসিয়া এক অশ্বত্থ তরুতলে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন ইন্দুনাথের আরাধ্যদেবতা সেই নবনলিনী কামিনী। এখন যুদ্ধ একটু থামি-য়াছে—কিন্তু কোন্ বনে সেই কামিনী থাকিবে, তাহা জানি-তেন না।

যে কামিনী শ্বেত তুরঙ্গে চড়িয়া—অসীম বীরত্ব দেখাইয়া—মামুদকে দূর করিয়া দেন, যে কামিনী তাহার উগ্রমূর্ত্তি প্রসন্ন করে, তাহারা শিবকেশরী, অর্জ্জুন সিংহকে বিদায় দিয়া বন-

পথে আপনার সৈন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন ঐরূপে থাকিয়া এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে অতিথি হন।

আজি তিন রমণী কমলের মতন একবৃন্তে ফুটিয়াছে, পরস্পরের রূপে বন আলোকিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন সূর্য্য না উঠিলে পদ্ম ফোটে না, তাঁহাদের কি বিষমভ্রান্তি? ভ্রান্তি বলিতেছি কেন? বিনা সূর্য্যের উদয়ে এমন পদ্মফুল ফোটা কি তাঁহারা কখন দেখিয়াছেন? যাঁহারা বলেন কমলে কণ্টক দিয়া বিধাতা শিল্প কার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদেরও বুঝিবার ভ্রান্তি; কৈ একমলেত কাঁটা নাই? যাহাদের বিশ্বাস আছে—জলভিন্ন স্থলে কমল ফোটে না, তাঁহারা চক্ষে দেখিলে আর কখন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন না; কারণ স্থলপদ্ম কি গন্ধে কি রূপে কি দেবতাদের আরাধনায় কিছুতেই লোকের প্রীতি জন্মাইতে পারে না। এ কমলের আর একটি নূতন গুণ আছে—একবৃন্তে নীল, শ্বেত, আর লোহিত বর্ণে ফুটিয়া থাকে। পদ্মের যে কয়টি বিশেষ গুণ, ইহাতে তাহার কোন অংশে সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ ইন্দীবর, পুণ্ডরীক কি কোকনদ এই রমণীদের চরণপদ্মের নিকটে হারি মানিয়া যায়। অন্যান্য কমলের গন্ধ দুদিনের অধিক থাকেনা, তাহার গন্ধে অজ্ঞান ভ্রমর ছাড়া আর প্রায় কেহ মত্ত হয়না, ভ্রমরের মত্ততা হওয়া নিসর্গ বলিতে হইবে, যে হেতু ভ্রমরেরা ষট্‌পদ—কিন্তু একমল গুলিন যে দিন প্রথম ফোটে, সে দিন হইতে অনুপম সৌন্দর্য্য সৌরভে সমভাগে জগৎ মাতাইতেছে, দ্বিপদভিন্ন চতুষ্পদ কি ষট্‌পদ এ গন্ধের অধিকারী নয়।

পরে তিন জনএকত্র হইলে একজন সমাদরে বলিল, "তুমি কখন মানুষ নও—যবনসংহার করিতে তুমি যে মানুষমূর্ত্তি ধরিয়াছ, তাহা সকলেরই বিশ্বাস। বিশেষতঃ কাশীতে জন্ম আর স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করাতে মহিষমর্দ্দিনীর পরিচয় দোয়া হইয়াছে। আর আমি যে ব্রহ্মচর্য্যে জীবন কাটাইয়া নিরাপদে অবস্থান করিতেছি, যাহার সূত্রপাত তুমি।"

২কা। "পৃথিবীতে সকলেরই প্রায়এক আধ জন আত্মীয় থাকে, কিন্তু এ হতভাগিনী যে পুনরায় জন্মভূমি দেখিয়া শেষ জীবন কাটাতে পারিবে, তাহার উপায় এই ভারতের হিতকারিণী রণলতা।"

৩কা। "আমাদের দ্বারা উপকার হওয়া যেমন পিপাসা পাইলে মেঘ দেখা"

১কা। "যদি মেঘ দেখে পিপাসা ভাঙে তবে মেঘে অবশ্য তৃষ্ণা দূর করবার শক্তি আছে"

৩কা। হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,—"যদি মেঘে পিপাসা ভাঙা সত্য হয়, তবে সেগুণ মেঘের না আর কাহার?"

২কা। "ঈশ্বরের দয়া বলাই ভাল, কেননা পিপাসায় সময় মেঘ হয় কেন"?

১কা। "অমার দুরবস্থার যে মোচন হবে তা আমি কখনও ভাবি নাই—অপরেও কখন আমার দুঃখ মোচনের চিন্তা করে নাই—কিন্তু হটাৎ মামুদের তাড়া খেয়ে একজন পাঞ্জাবী সৈনিককে পিতা না বলিলে আমার কি এত দূর সুখ সঙ্ঘটন হইত?"

৩ কা। "সকলেই পরস্পরের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে, আমি প্রথমে মিরাটের সাহায্য পাইব ভাবিয়া বারাণসী ত্যাগকরি, মিরাটের মন্ত্রিকুমারের অনুসন্ধান কোরে শত্রুহস্তে পতিত হই—মামুদের পাপিষ্ঠ কর্ম্মচারীদের কত প্রহার, কত তিরস্কার, কত অপমান খেয়ে বন্দী হইয়া শেষে বাদসাজাদীর চরণ সেবা করি—মামুদের নূতন সেনাপতি দয়ার্ণব মিরাট রাজমন্ত্রীর সাহায্যে কারামুক্ত হই—পরে কখন আগ্রায়, কখন লাহোরে থাকিয়া অতি কষ্টে মহোদয় ইন্দুনাথের অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য না হোয়ে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের অতিথি হোয়ে, শেষে তাঁহাদের নিকট কত অপমান আর ভৎ´সনা পেয়ে তাঁহাদেরই সাহায্যে মামুদের পথরোধ করি—মামুদ অকস্মাৎ এরূপ যুদ্ধ-সজ্জা দেখে সৈন্য সংখ্যা অল্প সত্বেও যুদ্ধ করে—শেষে যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে—ঈশ্বরের কৃপা আর সাহায্য দ্বারা যে এ যাত্রায় আমাদের মুখ রক্ষা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রান্তি দূর করিয়া বাহির হইতে কুটীরের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমি আজি এ আশ্রমে অতিথি, অতিথির কোন কথা আবশ্যক নয়, কিন্তু হৃদয়ের এতদূর চাঞ্চল্য—এতদূর উদ্বেগ যে, আমি কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না; আমি একবার আপনাদের উদ্বিগ্ন করিব।"

আমি বহুকাল হইতে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সংসারের ভাবগতি অতি ভয়ানক ভাবিয়া এই ধর্ম্মে আমার আস্থা জন্মে।

প্রথমে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, হিমলিঙ্গেশ্বর, দ্বারকা, সেতু-বন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি জীবের আশু মুক্তিদায়ক মোক্ষ-ধাম দর্শন করিয়া—নানাবিধ সন্ন্যাসী, যোগী এবং সাধু পুরু-ষের সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও পরিচয়পূর্ব্বক পরম সুখে অপবিত্র দেহ মনের পবিত্রতা সম্পন্ন করি। তীর্থস্থান ভিন্ন কখন কখন রাজধানীতে বাস, কখন বা রাজসঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সহিত যথেষ্ট প্রণয় প্রীতি হয়। তন্মধ্যে কাশীর অধীশ্বর প্রতাপ সিংহ, মিরাটের অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, তাঁহার দক্ষিণবাহু পরম চতুর মন্ত্রী শূরনাথ, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা শিবকেশরী এবং অর্জ্জুন সিংহ প্রভৃতির সহিত বিশেষ আলাপ আর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। রাজধানীতে বা এক-স্থানে তিন রাত্রের অধিক বাস করা এ ধর্ম্মের বহির্ভূত কার্য্য, সুতরাং কোন তীর্থ দর্শনের যাতায়াতের পথে কোন আলাপী মহারাজাদের রাজধানী পাইলে তাঁহাদের সহিত আর আশী-র্ব্বাদ করিয়া তদ্দণ্ডে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া থাকি।

কিন্তু ভবিতব্যতার নিবন্ধন এমনি অখণ্ডনীয়, বিধাতার লিপিএমনি আকস্মিক ঘটনায় ঘটিত যে, আমি সন্ন্যাসী কি বৈরাগী হইলেও, সংসার-বন্ধন একেবারে ছেদন করিলেও, স্নেহমমতা এ জীবনের মত জীবন হইতে বহির্ভূত করিলেও পুনরায় ঘোর নিরয়-সিন্ধুর তরণীর মতন একটি অসহায়া স্বর্ণপুত্তলী আমাকে পুনরায় পাপপঙ্কিল করে। বিনা সাহায্যে তাহার জীবন নাশ অনুচিত ভাবিয়া লাহোরের প্রান্তভাগে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করি, এবং সেই অসহায়া কন্যাটীকে

লালন পালন করিতে থাকি। তাহার বিশ্বমোহিনী আকৃতি এবং আকৃতির গঠন প্রণালী দেখিয়া আপন কন্যার মতন তাহাকে স্নেহ করিয়া প্রতিপালন করি ও আঁদরের সহিত "মঞ্জুলা" বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া ক্রোড়ে করিতাম। তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আমার অবর্ত্তমানে ছদ্মবেশী মামুদের চরেরা আমার আশ্রম হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লয়, এখনও তাহার অনুসন্ধান পাই নাই।"

৩ কা। "মামুদের পুষ্পোদ্যান অনুসন্ধান করা হোয়েছিল ?"

সন্ন্যাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল— "আমার বিশ্বাস তাহাই বটে, কিন্তু মানবের যমপুরে গমন অসাধ্য, সুতরাং পুষ্পোদ্যানে তত্ত্ব করা হয় নাই। বিশেষতঃ হিমালয় পর্ব্বতকে বাহুবলে উড়াইয়া দিতে পারে এমন লোক চক্ষে দেখি নাই। আমি যে বলে বলপ্রকাশ করিয়া থাকি, তাহাও আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে, তবে মন্ত্রী শূরনাথ আর বীরাগ্রগণ্য ইন্দুনাথ আমার উপকার করিবেন কি না? জানি না—এবং এ জীবনে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াও দুর্ঘট।

আমি এক দিন মথুরার নিকট জঙ্গলে একটি সন্ন্যাসীর মুখে প্রথমে শ্রবণ করি যে, শূরনাথ কর্ম্মের জন্য মামুদের নিকট আবেদন করেন। মামুদ অগ্রাহ্য করাতে স্বয়ং যোড় হস্তে বিনীত ভাবে আপনার সাধুতা দেখাইয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করেন, আমি যদি আপনার কৃপাভাজন হই, তবে শপথ করিলাম, মধ্য ভারতের যাবতীয় রাজাদের গলায় রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া আনিয়া—আপনার

শ্রীচরণে উপহার দিব। মামুদ অর্থলোভী নরপিশাচ, বিশেষতঃ ভারতের পরম শত্রু, তাই শূরনাথের কথায় বিশ্বাস করে এবং তাহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করে। শূরনাথের সহায়তায় মামুদের অনেক সুফল প্রসূত হয়, পরে আবার মামুদ মন্ত্রীর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত না করিয়া— কিছুদিন অন্তঃপুরে বাস করেন, অনন্তর অনাহূত ব্যক্তির মতন একটা সম্বাদ দান করাতে মামুদ পুনরায় ভুলিয়া যায়।"

৩ কা। "বন্দীকৃত কামিনীর সন্ধান বলিয়া দোয়া ত ?"

১ কা। "তবে আপনি তাঁহারই সাহায্যে অনুসন্ধান করিলেন না কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আর এক দিন কি দুদিন হইবে, অন্য স্থানে শূরনাথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তখন সম্মুখ সংগ্রাম ভাবিয়া আমিও আমার নিজের পরিচয় গোপন করি।"

৩ কা। "আপনি আপনার কন্যার সন্ধান পাইলে করিবেন কি ? আর পালিতকন্যার উপর এতদূর স্নেহ কেন ? এখন ও সকল ভুলিয়া যান।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"আমার দেখিতেছি ত্রিশঙ্কু রাজার মতন স্বর্গবাসও হইল না—ভূতলেও বাস করা হইল না —তবে আর তিরস্কার কর কেন ? তোমাদের ইচ্ছাতে সম্মত হইতে পারিব না।"

১ কা। "এখন আপনি পুনরায় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তীর্থ যাত্রা করুন, সংসারে যত আবদ্ধ থাকিবেন, ততই কষ্টে

পড়িবেন, শেষে কষ্টের সীমা থাকিবে না—আমাদের অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখিতেছেন ?”

৩ কা। “লোকে পরের দুঃখ যদি আপনার মতন ভাবিত, তবে এ সংসার কি সুখের স্থান হইত ? কিন্তু তাহা কেহই ভাবে না।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“আচ্ছা আমার কেবল একবার কন্যাটী কে দেখিতে ইচ্ছা, আপনারা যদি কখন অনুসন্ধান পান, তবে আমি যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই ?”

২ কা। “আমাদের আশা করিবেন না—আমাদের দুঃখ শুনিলে আপনি এখনই চক্ষের জল ফেলিবেন, এদুঃখ যেন শত্রুরও না ঘটে ?”

৩ কা। “আপনি সর্ব্বব্যাপী, আপনি এখন মামুদের অভিপ্রায় বলিয়া দিতে পারেন ?”

সন্ন্যাসী তখন রমণীগণের আকৃতি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কখন অধোবদনে চক্ষের জল ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কাঁদিবার উপক্রম করিলেন—কিন্তু গম্ভীর ভাব বিকৃত হইয়া উঠিল।

১ কা। “আমার বিবেচনায় আপনার কন্যা মামুদের উদ্যানে বাস করিয়া কলঙ্কিত হওয়াতে বোধ হয় আত্ম-হত্যা করেচে ?”

২ কা। “তার প্রায়শ্চিত্ত বটে, প্রতিশোধ নয়।”

৩ কা। “প্রতিশোধ দিতে হইলে মামুদের কন্যা হরণ—মামুদকে শূলে দেওয়া।”

২ কা। "ও সকল প্রতি শোধ নয়, এখন জিজ্ঞাসা করি, মামুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে? না শিবিরে অবস্থান করিতেছে?"

স। "আমার আসার পর যদি গিয়া থাকে, পূর্ব্বে যাইতে দেখি নাই।"

৩ কা। "এবারের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর, তাহার উপায় যে কি হইবে?"

এই সকল কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে ইন্দুনাথ শ্রান্তি দূর করিয়া অল্প স্বরে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন বীরদর্পে লাফিয়া উঠিয়া চারিদিকে খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বথ বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া চক্ষু চাহিয়া একটী কানন দেখিতে পাইলেন; আম্র, বকুল, অশ্বথ, নিম্ব, পলাশবৃক্ষে কাননটীর শোভা গাঢ় নীলিমায় অলঙ্কৃত—মন্দ মন্দ সুশীতল বায়ুস্পর্শে বৃক্ষরাজির শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র সকল কাঁপিতেছে—মৃগ শাবকেরা দলে দলে মিলিত হইয়া শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া দৌড়িতেছে—তাহাতে মর্ম্মরধ্বনি হইতেছে—এক ধার দিয়া বন্য শূকরেরা ধারাল দন্তের শোভা বিস্তার করিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকাইতেছে—তরক্ষু সকল ছোট হরিণের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাঁকরিয়া আসিতেছে—নানাবিধ বর্ণ চিত্রিত বন্য পক্ষী সকল মধুর কুজনে বন মাতাইতেছে—কখন বা ঠোঁট দিয়া পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আপনার দেহ খুঁটিতেছে—গাভি সকল হরিতবর্ণ নব নব তৃণগুচ্ছ খাইতেছে—দূর হইতে ফুলের গন্ধ লইয়া গন্ধবহ মৃদু মৃদু বহিতেছে—কোকিল কোকিলা

সহকার বৃক্ষের পাতায় বসিয়া পঞ্চমস্বরে কলকণ্ঠে ভুবন ভুলাইয়া গান গাইতেছে—

এমন গভীর নির্জ্জন কাননে মনুষ্যের কণ্ঠ কোথা হইতে আসিল ? তাহার তদন্ত না জানিয়া ইন্দুনাথ অতিশয় ভাবিত হইলেন। একবার ভাবিলেন—মন বিপদে পড়িলে মনের স্বাভাবিক যেমন ভয় স্বপ্ন ঘটিয়া থাকে, এ বিপদে বুঝি আমার পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। মন যাহার ভাবনা ভাবে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অবিকল তাহাই চিত্রিত দেখা যায়; চুরী করিলে অনুতাপের মূর্ত্তি যেমন খড়্গ লইয়া মস্তকের ধারে বসিয়া থাকে, সেই মত মামুদের অত্যাচার কাণ্ড বোধ হয় মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে ইহকালের মতন শোক সাগরে ডোবাইতে এই কল্পনা-ছবি আমার কাছে উপস্থিত করিয়াছে! মামুদ যদি আমার উদ্দেশে গভীর অরণ্যে এই ফাঁদ পাতিয়া থাকে তবে এ যাত্রায় রক্ষা নাই—কিন্তু আমি যে বংশে আর যাহার ঔরসে জন্মিয়াছি, সে ব্যক্তি জীবন থাকিতে ভয়াকুল হইবেন না—শত্রু দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইবেন না—জীবনের মূল্য অমূল্য ভাবিবে না -

এই রূপ চিন্তা করিবার পর অশ্বের লাগাম ধরিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে এক পা আধ পা করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই কথা বার্ত্তা শোনা যাইতে লাগিল। তখন এপাশ, ওপাশ চাহিয়া দেখিলেন, একটী নিকুঞ্জের মধ্যে একটী পর্ণ কুটীর রহিয়াছে—কুটীরের দিকে মুখ করিয়া একজন কে বসিয়া আছে।

এই বারে সকল শঙ্কা দূর হইল—পূর্ব্বমত অশ্বটীকে অশ্বথ বৃক্ষের মূলে বাঁধিয়া কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহার পদশব্দ পাইয়া কুটীরের প্রাঙ্গণোপবিষ্ট অপরিচিত ব্যক্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া একজনকে আসিতে দেখিলেন। দেখিবা-মাত্র উঠিয়া—"আসুন আসুন—আসিতে আজ্ঞা হয়" বলিয়া আপনার কম্বলাসন বিস্তার করিয়া পাতিলেন।

ইন্দুনাথ সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার পুনর্ব্বার আসনে বসিবার পর আপনিও বসিলেন।

স। "আপনি বিনীতবেশে অথচ সশস্ত্রে গভীর অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন কেন? এ আকৃতি কখনই গুপ্ত থাকি-বার নহে দেখিতেছি—যদি কোন রূপ পরিচয় দিতে বাধা বা সঙ্কোচ না থাকে তবে শীঘ্র বনগমনের কারণ নির্দ্দেশ ক-রিলে সুখী হওয়া যায়।"

ইন্দুনাথ উত্তর করিবার পূর্ব্বে একবার দ্রুতচক্ষে কুটীরের ভিতর চাহিয়া দেখিলেন। স্পষ্ট কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু যাহা দেখিলেন, আর যতটুকু দেখিলেন, তাহাতেই অবাক্—যেন গৃহ মধ্যে অনল জ্বলিতেছে, অথচ অনলের দাহি-কাশক্তি নাই—স্নিগ্ধ মধুর।

তখন মনে মনে অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"যদি শত্রু অতিথি হইয়া গৃহে আগমন করে, তাহার আতিথ্য করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। কিন্তু এ ভারতে যখন এখনও দিন রাত্রি হইতেছে—এখনও যখন ভারতে বালক জন্মিবামাত্র

প্রকৃতি প্রেরিত হইয়া মাতার স্তন্যপান করিয়া থাকে,—তবে অতিথি সৎকার ভারত হইতে উঠিয়া যাইবে কেন? ভারতের আর্য্যসন্তানেরা এখন সমূলে উন্মূলিত হয় নাই—”

এই কথার অবসানে কুটীর বাসিনী কামিনীগণ কুটীর হইতে দ্রুত বাহিরে আসিয়া ধরাসনে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে একজনের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা বহির্গত হইতে লাগিল—আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নযুগল স্থির, নির্নিমেষ হইল—এবং রক্তিমায় পরি-পূর্ণ হইল—নীল কুন্তলসমাকুঞ্চিত ভ্রূ-দুটি পুষ্পশরের শরাসন হইলেও তখন ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল—নাসিকা হইতে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস বহিতে লাগিল—মুখ দেখিলে বীরপুরুষের অস্ত্র হস্ত হইতে খসিয়া পড়ে, হস্তপদ থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, অবশেষে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইতে হয়।

সন্ন্যাসী তপস্বিনীর রাগ দেখিয়া ভাবিলেন, “আমি যে কত পাপ করিয়াছিলাম তাহার আর সীমা নাই। একদিনের জন্য নিত্য সুখ হইল না—এখন কিনা মামুদের ভয়ে কখন আগরা, কখন মথুরা, কখন কালিঞ্জর, আবার কখন বা একে-বারে গুজরাট বাস স্থান হইয়াছে; কিন্তু যাহার আশ্রমে আসিলাম সে রাগ করিতেছে কেন? ইহাদের কি প্রণয়-তরুর অঙ্কুর আজি ফলবান্ হইল? না পরস্পরের কোন ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে? দেখা যাউক শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের কি দশা ঘটে?

ইন্দুনাথ তপস্বিনীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিলেন—"আমি আজি যে আশ্রমে আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় এতদিনে মনের কালী দূর হইল; বিশেষতঃ একেবারে অনেকগুলিন সাধুলোকের সঙ্গ পাইয়াছি। এখন করুণাময় করুণা করিয়া যে লোকের সঙ্গ মিলাইয়াছেন তাহাতে আপাততঃ অনেকটা মঙ্গল বটে।"

তপস্বিনী ইন্দুনাথের আকৃতি দেখিয়া প্রথমেই চঞ্চল হইয়াছিল, এখন কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে করিল—"এ যুবা পুরুষ কোথা হইতে আসিলেন? আমি কি কখন এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি? মন যেন বলিতেছে কখন দেখা হইয়াছিল; এটি মনের হয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন, নয় আমি মনের অধীন বলিয়া দেখিতে বাসনা হইতেছে—পোড়া রমণীর কি পোড়া কপাল, এ পোড়া বনে মন এমন করিতেছে কেন? মন কাঁদিতেছে কেন? সর্ব্বস্ব গিয়াছে; আমার কাঁদিবার নাই, ভাল বাসিবার লোক নাই, কিন্তু আমি মনে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছি কেন? মন অগ্রসর হইতেছে—চক্ষু পলক না ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, পোড়া লজ্জা আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে বারণ করিতেছে কেন? আমি কি ভাল বাসিব বলিয়া মনে মনে কাঁদিতেছি? কিন্তু আমার মনে ভাল বাসার উদয় হইবে কেন? আমিত কাহারও ভালবাসা দেখিনাই—ভালবাসা জানি নাই—আমাকেও কেহ ভালবাসে না, আমার বাপ মা নাই, তবে ভালবাসিবে কে?

আমি এক দিন একজনকে মুহূর্ত্তের জন্য ভাল বাসিয়াছিলাম, কিন্তু সে দেব শরীর—সে দয়ার শরীর চকিতের মধ্যে

আমার চক্ষের অদর্শন হয়, কেবল সুধা-সুললিত গুটিকত কথা এখনও আমার কাণে আর প্রাণে জাগিতেছে—কিন্তু যেমন মিষ্ট কথা পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলাম, অজি ঠিক্ সেই রকমের কথা আমার কাণে যেন স্বর্গ হইতে কে ঢালিয়া দিতেছে? তবে এই বার লজ্জার মাথা খাইয়া যাহয় একটা জিজ্ঞাসা করিব—জিজ্ঞাসা করাতে আর দোষ কি?"

ইন্দুনাথ কখন বনশোভা, কখন কুটীরের পরিষ্কার ভাব, কখন সমবয়সী সমরূপলাবণ্য তিনজন কামিনীর আকৃতির গঠন প্রণালী, কখন সন্ন্যাসীর বিচিত্র ভাব ভঙ্গী, কখন বা রমণীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ক্ষণ কাল ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "এ আশ্রমটী কাহার? এ তিনজন রমণী বনবাসিনী কেন? আপনি কি আমার মতন অতিথি? না এই বনে বাস করিয়া থাকেন? আপনাদের দেখিয়া আমার মনে বড়ই শঙ্কা হইতেছে; তাই প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদের পরিচয় পাইলে আমার বনভ্রমণের সকল যাতনা দূর হয়।"

২কা। "আমি ব্যাঘ্র তাড়িত হরিণীর মতন ভয় পেয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি।"

৩কা। "আমি একটা বন্য বাঘকে গ্রামে আসিতে আর অনেক নরহত্যা করিতে দেখিয়া তাহার সন্ধানে ফিরিতেছি—ধরিতে পারিলেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব।"

১কা। "আমি প্রথমে প্রকাণ্ড বাঘের মুখে পড়ি, বাঘ মুখে করিয়া তাহার আবাসে লইয়া যায়, পরে আর একটি বাঘ

তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া—এই বনে রাখিয়া যায়।”

স। “আমার একটি কন্যা বাঘের মুখে পড়ে, আমিও তাহার জ্বালায় দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।”

ই। “আপনারা সকলেই বাঘের ভয়ে অস্থির—কিন্তু আপনারা এক বার অনুগ্রহ করিয়া সেই বাঘ দেখাইতে পারেন?”

স। “বাঘ এখন দক্ষিণ দেশে ছুটিয়া গিয়াছে, তবে দুদিন বাদে আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারিব।”

ই। “আমার কাছে বাঘ মারিবার রীতিমত অস্ত্র আছে।”

২কা। “মনে মনে ভাবিতে লাগিল— আহা! কি অপরূপ রূপ! বিধাতা কেন যে নারী জন্ম করিয়াছেন? কেনযে এত ভাবনা আসে? তা বিধাতাই জানেন;”

১কা। “অধোমুখে খানিকক্ষণ থাকিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া আগন্তুকের দিকে চহিয়া রহিল—দীর্ঘনিশ্বাস তেজিয়া বলিল—“আপনি এ ঘোর অরণ্যে হতভাগিনীর দুঃখের কাহিনী শুনিতে আসিলেন কেন? আমাদের মধ্যে আমিই কেবল দুঃখিনী, আমি এতদিন বাঘ ভালুকের মুখে বাস করিয়া রহিলাম, কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে মরণ হইল না; এখন আমাকে শীঘ্র মরণের সহজ উপায় করিয়া দিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।”

ই। “আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দিলে আমিও বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু আমার পাপের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত।”

১কা। “তবে আমাদের দশা কি হইবে? আমাদের পাপ শুনিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; উঃ! কি ভয়ানক পাপ!”

স। “এখন সকলেরই একরূপ পাপ আর একরূপ পুণ্য।”

ই। "বুঝিলাম না।"

স। "ভারতবর্ষের সকলেই মামুদের ভয়ে স্বস্বব্যস্ত, তাই পাপ এক; তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারিলে পুণ্য সমান।"

ই। জলন্ত অনলের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"এখনও মামুদের ভয়—এখানেও মামুদের ভয়—আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি বাঁচিয়া থাকিতে আর কোন ভয় নাই—তবে একটু বিলম্ব আছে মাত্র।"

স। "দ্বিতীয় জয়পালের সঙ্গে মামুদের যুদ্ধ শেষ হইলে হটাৎ একটী রণমত্তা কামিনী বীরত্বের সহিত পাপিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করে, তাহার পর এখন কে কোথায়, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান নাই।"

ই। "আপনার এ তপোভঙ্গের কারণ কি? এই তিনজন রমণীর মধ্যে আপনার কেহ আত্মীয় আছে নাকি?"

স। "তা স্মরণ হয়না—তবে তপস্যার অনেক বিঘ্ন আছে বটে।"

ই। "মামুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে কি না? তা জানেন?।"

স। "এখন আমার আর একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে।"

ই। "এ রমণী তিনটিকে? তা জানেন?"

স। "না জানিনা—কিন্তু আপনি কে?"

ই। হাসিয়া বলিল—"আমি এ রমণী গণের পরিচয়ের জন্য বড়ই ভাবিত হইলাম, ইহাদের কি পিতা মাতা নাই?"

৩কা। "থাকিলে এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন?"

১কা। "আপনি কখন কি এদেশে আসেন নাই?"

ই। "আসিবার এমন কারণ ঘটেনি, আর ঘটিবেও না।"

স। "আমি এই রমণীদের সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তা বলিতেছি।"

ই। "মামুদের তাড়িত রমণী হইলে আমিও কিছু বলিতে পারি।"

১কা। ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল— "মামুদ যবন সত্য, মামুদ পাপিষ্ঠ সত্য, কিন্তু বীরপুরুষ বটে।"

ই। "রমণীর কাছে কে বীরত্ব দেখাইতে না পারে?"

১কা "আপনি রমণী জাতির উপর ঘৃণা করিবেন না।"

ই। "মামুদ লম্পট পুরুষ, তাহার প্রণয়ে আপাততঃ সকলে বদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেহ দেখে শোনে না—।"

১কা। "আমি ভারতের সকল বীরকে দেখিয়াছি, কিন্তু—।"

২কা। হাসিয়া বলিল—"এমন বীর আর নাই, না?—"

৩কা। "আপানার মধুর আকৃতি ক্রমশঃ আমাদের সন্দেহ বৃদ্ধি করিতেছে।"

২ কা। যাহাতে যাহার উৎপত্তি তাহাতে তাহার নিবৃত্তি; আমাতে সন্দেহ হইয়াছে, আমাতেই আবার সন্দেহ নিবৃত্তি পাইবে।"

১ কা। এতক্ষণের পর তপস্বিনী পূর্ব্ব পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিয়া বলিল—"আমি একদিন লাহোরে ঠিক্ এই রূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম।"

ই। "আমার কণ্ঠস্বর! লাহোরে! কোথায় শোনা হইয়াছিল?"

১ কা। "আমি যে দিন লাহোরের পুষ্পোদ্যান হইতে কারামুক্ত হই, সেই দিন এই রূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম।"

ই। "লাহোরে কাহার পুষ্পোদ্যানে বাস করা হয়?"

১ কা। কাঁদিয়া বলিল—"বাস করা নয়, বন্দী।"

ই। "মামুদের কতদিন পদ সেবা করা হয়?"

১ কা। এই কথা অসহ্য ভাবিয়া বলিল—"মামুদ আমার পদস্পর্শের যোগ্য নয়, তবে আপনি এরূপ মর্ম্মান্তিক কথা বলিলেন কেন?"

স। "শত্রুপুরে বাস করিলে অপকলঙ্ক হবে, তা বিচিত্র নয়; সীতা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"

ই। "মামুদের মুখের গ্রাস এখন অরণ্যে পতিত?"

১ কা। "আর আপনি ও কথা বলিবেন না, নিরস্ত হউন; আর আপনি বীরপুরুষ, আপনার হস্তে আমার মরণ হয় এই এখন ইচ্ছা।"

ই। "সে পরের কথা, আপনি তাহাকে বশ না করিয়া—কি তাহার হৃদয়ে না বসিয়া—হটাৎ বনবাসিনী হইবার কারণ কি?''

২ কা। "রমণী জাতির পদে পদে ভয় আর কলঙ্ক, এ পোড়া জাতির মৃত্যু ভিন্ন কলঙ্ক ঘুচিবার উপায় নাই।"

৩ কা। "ভালবাসা না ঘটিলে রমণী জাতির মৃত্যু ভাল বৈ কি?"

ই। "কাহার মনে মনে ভালবাসা থাকে, কাহার বা প্রকাশ পায়।"

১ কা। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর বলিতে লাগিল ;—"আমার কলঙ্ক ঘুচিবার নয়, আমাকে যবন স্পর্শ করিয়াছে।"

ইন্দুনাথ এই কথা শুনিবামাত্র লম্ফ দিয়া উঠিলেন, এবং অসি কোষ নিষ্কাষিত করিয়া বলিল—"তুই যথার্থ এই অসির উপযুক্ত পাত্র, এই আমি তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম ; এই বলিয়া তপস্বিনীর গলদেশে অসি মারিতে উদ্যত হইলেন।"

৩ কা। ঐ অবকাশে বীরত্বের সহিত তাঁহার করস্থিত অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"আচ্ছা বীরত্ব দেখাইলেন—নারী বধে ভয় নাই, আপনি যদি মনে মনে এই রমণীকে ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন? যাক, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ই। তখন শীঘ্র গাত্রীয় বস্ত্র হইতে একখানি ছবি আর একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন, আর বলিলেন—"আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন, এই ছবিতে চিত্রিত রমণী দুটির আকার কাহার মতন?

স। ছবিতে চিত্রিত দুইটী রমণী বারংবার দেখিতে লাগিলেন, আর মধ্যে ২ তিনটী কামিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"হাঁ—আমি বিবাদের মূল, ক্রোধের কারণ সকলই জানিয়াছি, তবে এখন ক্রোধ সম্বরণ করা আবশ্যক—আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এ পত্রখানি কাহার?"

ই। "ছবির কথা বলিলেন না, পত্রের দুচারিটি কথা

বলিতেছি শ্রবণ করুন ;—“আমি আপনার হিতৈষিণী বান্ধবী জানিবেন—আমাকে কুলটা কিম্বা অসচ্চরিত্রা অথবা অসদ্বংশ-সম্ভবা ভাবিবেন না। যুদ্ধ করিয়া মরিতে হয় তাহা আমার স্বর্গ, আমি সাধারণ কামিনীর মত প্রণয়াভিলাষিণী নহি। ইত্যাদি—ইতি রণলতা।”

স। “শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—“আহা! জগদীশ্বর এখন আমাদের সকলকেই রক্ষা করিবেন ; যখন আপনকার আশ্রয় পাইয়াছি।”

৩ কা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শেষে গদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিল—“আপনি যে মিরাটের মন্ত্রিকুমার তাহা পূর্ব্বেই জানিয়াছি, তবে আপনার অনুগ্রহের আশায় কোন কথা বলি নাই।”

স। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“মা মঞ্জুলা! এস, একবার তোমার অসহায় রক্ষককে আলিঙ্গন দিয়া সুশীতল কর, এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া তপস্বিনীকে কোলে লইয়া বলিলেন—সকল দুঃখ দূর হইল—ইন্দুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বাবা! তুমিই সর্ব্বস্ব, এখন আমি তোমা-দের সকলকে সঙ্গে লইয়া মিরাটে যাইব, সেই খানে মনের কালী দূর করিব।”

ইতি পূর্ব্বে দূর হইতে প্রলয়কালের মেঘের মতন সৈন্য কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল—সকলেই ব্যস্ত হইয়া চারি-দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ইন্দুনাথ দ্রুতবেগে আপনার শিক্ষিত ঘোটকে উঠিলেন, একটী অশ্বে দুইটী

কামিনী চড়িয়া বসিল—সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল —তপস্বিনী সন্ন্যাসীর দুটি পায়ে পড়িয়া রহিল—

সৈন্যগণের কোলাহলে দূর হইতে বাঘ ভালুক গণ্ডার প্রভৃতি বন্য জন্তুগণের ভীষণ ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। একজন যমদূতের মতন, অমাবস্যার কন্যার মতন, কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণমূর্ত্তি, মলিনবেশ, রুক্ষকেশ, ছিন্নবস্ত্র কামিনী দন্ত কড়মড় করিতে করিতে কুটীরের নিকটে আসিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে কত কি অশুভ ভাবিল—

উন্মাদিনী কামিনী নিকটে আসিয়া বলিল—"বিটি বিটি, তোকে কামুড়ে খাইব; সন্ন্যাসীর মাতা চিবুয়ে দিব; আয় মা! কোলে করি, আমি তোকে কিছু বোল্‌বো না; তোরা পালালি—আমাকে নিয়ে যাবিনি? কামড়াব—খাব—"

সন্ন্যাসী দেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্দুনাথ অশ্বে আরোহণ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বলিল—"মামুদ আমাদের সন্ধানে এখন ফিরিতেছে, তাহার পর দাক্ষিণাত্যে যাইবে। আর যেরূপ পাগলিনীকে দেখিলাম, নিশ্চয় আমাদের একটা অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এখন আপনি দ্বিধা করিবেন না, আমার এই অশ্বে আপনারা দুজন আরোহণ করুন, আমি অনায়াসে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।"

সন্ন্যাসী কন্যাটিকে লইয়া অশ্বে উঠিলেন—পাগলিনী চীৎকার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

(মামুদের নিশীথচিন্তা)

"ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ।
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।"

১২০৪ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্য জয় করিতে মুলতানে আসিয়া মামুদ শিবির সংস্থাপন করেন। নূতন সেনাপতি শূরনাথ যথোচিত আসনে বসিয়া আছেন। মামুদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি যে আমার গোপনে সর্ব্বনাশ করিবার উপায় করিতেছ তাহা আমার জানা হইয়াছে, তবে তোমাকে আমি ভালবাসি সত্য।"

শূরনাথ করযোড়ে বলিলেন—"প্রভু অবিশ্বাস করিলে সেবকেরা কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে, আমি যে আপনার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহার কি এই পারিতোষিক?"

মামুদ ঘৃতাহুত বহ্নির মতন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"তোমার স্বার্থ না থাকিলে তুমি কখনই এরূপ কার্য্য করিতে না; তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মার্জ্জিত, তাই কেহ বুদ্ধিকৌশল জানিতে পারে নাই। কিন্তু যখন আমার হৃদয়ের হার ছিন্ন হইয়াছে—যখন দুর্গ হইতে বন্দীকৃত কামিনী পলায়ন করিয়াছে—যখন অনঙ্গপালের যুদ্ধে অপরে যোগ দিয়া আমাকে

প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে—তখন তুমি কি মনে কর? এ সমুদয়ের মূল কারণ আমার বেতনভোগী কর্ম্ম-চারী নয়? আমি স্পষ্টই বলিতেছি, তুমি আমার সর্ব্বনাশের কারণ।"

শূরনাথ ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বলিল—"আমি যদি আপনার অনিষ্ট করিতাম, তাহা আপনিও জানিতে পারিতেন না; আর আমি আপনাকে কখনই বন্দীকৃত কামিনীর অনুসন্ধানের বিষয় জানাইতাম না—এখন দেখিতেছি সৎপথে চলিলে কেবল বোঝা বহিতে হয়।"

মামুদ লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুমি এতদূর হীনবীর্য্য না হইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন? আজমীর আর গুজরাটে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তোমাকে আমি এই মুহূর্ত্তে বধ করিতাম—তোমার আসন্ন মৃত্যু দেখিতেছি—তুমি ভবি-ষ্যতের জন্য সাবধান হইও—"

শূরনাথ একটু উপেক্ষার সহিত হাসিয়া বলিল—"আমি অপরাধী হইলে রাগ কি দুঃখ করিতাম। আমার অধীনে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের সাহায্যে লাহোরে যুদ্ধ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতাম—নগর লুঠিতে পারিতাম—যে বীরপুরুষ পুষ্পকানন হইতে আপনার হৃদয়রত্ন হরণ করে, তাহাকেও কৌশলে বশীভূত করিয়া স্বীয় মঙ্গল সাধিতে পারি-তাম—কিন্তু সে বীর্য্যে আমার জন্ম হয় নাই।"

মামুদ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, তাই আমার হস্তে আজ রক্ষা পাইলে, নতুবা

সময়ে সময়ে যমেরও ভয় পাইতে হয়। আমি পরম্পরায় শুনিয়াছি এবং এক আধ দিন চক্ষেও দেখিয়াছি, একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র আমার অভিসন্ধি লইতে প্রথমে আগ্রায় আইসে। কিছু দিন আগ্রাতে থাকিয়া আলাপ পরিচয় হইলে লাহোরে অবস্থান করে। পরে আমার রাজসভায় আসিয়া সৌজন্য দেখাইয়া পলায়ন করে। আমি প্রথমে যাহাকে বন্দী করি, পরে সৈন্যগণ ধরিয়া আনিয়া যাহাকে দুর্গে রাখে, ঐ দুটী কামিনী গোপনে আমার অভিসন্ধি জানিতে আসিয়া বিপদে পড়ে। আর সেই যুবা পুরুষটী ঐ দুই জন রমণীকে কারামুক্ত করিয়া দেয়, এখন জানিতে পারিয়াছি। তাহাদের সঙ্গে তোমার গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং পরামর্শ করা হয়।”

শূরনাথ এইবারে রাগিয়া উঠিলেন, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিল—“যদি আমি আপনার অনিষ্ট করিতাম, তবে দ্বিতীয় জয়পালের যুদ্ধে যখন একটী কামিনী অদ্ভুত বীরত্ব দেখায়—তাহার পর সেই কামিনীর সাহায্যার্থে আর এক জন বীরপুরুষ আসিয়া যখন যোগ দেয়, আপনাকে রক্ষা করিতে আমি যখন তাহাদের সৈন্যচক্রে প্রবেশ করি, তখন তাহাদের হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলে কি হইত? কখনই আপনি বাঁচিতে পারিতেন না।”

মামুদ বলিল—“চেষ্টা করিয়াছিলে—তাহাদের কাণে কাণে পরামর্শ দিয়াছিলে—কিন্তু কিছুই হয় নাই।”

শূরনাথ বলি—"তবে আপনি আমাকে বন্দী করুন্—অথবা শীঘ্র প্রাণদণ্ড করুন্—এখন ত আমি আপনার হস্তে।"

মামুদ বলিল—"এখন আমি তোমার হস্তে।"

শূ। "তাহা হইলে অবশ্য এ যুদ্ধে জয় হইবার সম্ভাবনা।"

মা। "আর আমার হস্তে তুমি থাকিলে নিশ্চয় পরাজয়? না?"

শূ। "সে আপনার যখন অবিশ্বাস হইয়াছে, তখন আর কি হইবে।"

মা। "তুমি যদি সেই দুটী রমণী আর তাহাদের উদ্ধার-কর্ত্তাকে ধরিয়া আনিতে পার, তবেই বিশ্বাস করিতে পারি।"

শূ। "তাহার জন্য আমি যে কত উপায় করিতেছি, তাহা জগদীশ্বর বলিতে পারেন।"

মা। "আচ্ছা ঐ সকল লোকদের সঙ্গে তোমার পূর্ব্বে পরিচয় কি জানা শোনা ছিল?"

শূ। "বিশেষ কিছুই নয়, তবে চক্ষে দু একবার দেখিয়াছি বটে।"

মা। "রমণী দুটিকে কোথায় দেখিলে?"

শূ। "ঠিক্ স্মরণ হয় না—তবে এখন এদেশে অনেকবার দেখিয়াছি।"

মা। "ও সকল প্রতারণার কথা রাখিয়া দাও—"

শূ। "তবে এ যুদ্ধের অবসান না হইলে কি করিতে পারি?"

মামুদ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চারি দিক্ দেখিয়া বলিলেন—"রাত্রি দুই প্রহর—চারিদিকে শত্রু ফিরিতেছে—আমার বোধ

হয় গোপনে শক্র-সেনা আসিয়াছে—আমার হৃদয় কাঁপিতেছে—তুমি শীঘ্র সৈন্য সজ্জিত করিতে চলিয়া যাও—আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি।”

শূরনাথ আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া বিনীতভাবে অবনতশিরে শীঘ্র সৈন্যচক্রে মিলিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

(মণিকাঞ্চনযোগ)

“রত্নং সমাগচ্ছতি কাঞ্চনেন।”

গুজরাটে একটী পার্ব্বতীয় উপত্যকার কাছে একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া এক রমণী বাস করেন। হঠাৎ এক বীর-পুরুষ অশ্বে আরোহণ করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে কুটীর দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। পিপাসায় প্রাণ বহির্গত হইতেছিল, কিন্তু বিধাতার কৃপায় আশ্রম পাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। “জল দাও—পিপাসায় প্রাণ যায়” বারম্বার এই কথা বলাতে একটী যুবতি রমণী কুটীর হইতে বাহির হইয়া সমাদরে আসন দিয়া বসাইলেন—আশাতীত জল

পান করাইলেন—সুশীতল বারি সেবনে যুবকের পথশ্রম সকল দূর হইল, এবং রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—

"এ গভীর পার্ব্বতীয় প্রদেশে একাকিনী রমণী কাহার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন ?"

র। "আমার প্রত্যাশা নাই—তবে বিধাতা একাকিনী করিয়াছেন।"

যু। "আমি এরূপ আকৃতির এরূপ পরিণামে অবাক্ হইয়াছি।"

র। "রমণীর দুঃখের কথা কে জানে? এক বিধাতা জানিতেন, ভাগ্যদোষে তিনিও পক্ষপাতী দেখিতেছি।"

যু। "আপনি কি কাহাকে মনে মনে ভাল বাসেন ?"

র। "আমি যাহা ভাল বাসি তাহা শুনিতে নাই।"

যু। "আপনি যদি রাগ না করেন, তবে এই ছবিখানি আপনাকে দেখাইতে পারি।"

র। ছবির কথা শুনিয়া যুবকের মুখের পানে হাঁ করিয়া খানিকক্ষণ রহিল পরে বলিল—"আপনি কি মিরাটের মন্ত্রি-কুমার? আপনি কি দাসীকে চিনিতে পারিয়াছেন ?"

যু। "তিনটীর কোন্‌টী? তাহা চিনিতে পারি নাই।"

র। "তিনটি কোথায় দেখিলেন ?"

যু। "চক্ষে দেখিয়াছি, প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে ; কেন মনে নাই? বনে।"

র। "চাতুরী বোঝা দায়, তখন পরিচয় দিলেন না কেন?"

যু। "সময় হয় নাই, আর পরিচয় ত নিয়াছিলাম।"

র। "আপনি লাহোরের কালীবাড়ীতে সাক্ষাৎকরিলেন না কেন ?"

যু। "সে অনেককথা, তবে আমি যখন কালীবাড়ীতে পৌছুই, তখন তোমার আমার বিস্তর বিপক্ষ; তাই শীঘ্র পলায়ন করি।"

র। "সেদিন আপনি মনের দ্বার খুলিয়াছিলেন, আবার শীঘ্র বন্ধ করিলেন।"

যু। "আর ও কথায় ফল নাই—যে দিন ছবি আর পত্র পাই, তদবধি জীবন পাগল হইয়াছে; কাহার জন্য মন খেপিয়াছে, তাহা জানি না; কিন্তু আমাকে কষ্টে ফেলিবার তুমি এক মাত্র কারণ।"

র। "হাস্য করিতে করিতে বলিল—"আপনি আমাকে এখনও চিনিতে পারেন নাই।"

যু। "যতটুকু চিনিয়াছি, তাহাওত হৃদয় ভাঙিয়া না দেখাইলে চলিবে না।"

র। "আপনার বীরত্বে আমার মন—আমার দুর্ব্বলমন—গলিয়াছে, আপনাকে প্রণয়োপহারে সাজাইয়া পূজিতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু আপনি বড়ই কঠিন—একবার মনেও ভাবেন না।"

যু। "মনে যে কি হয়, ভাবি যে কত শত, তাহার অন্ত জানি না; কিন্তু বিধাতা কোমলপদার্থে রমণী গড়িয়া এত বীরত্বে তাহার দেহ কঠিন করিলেন কেন ?"

র। "যুদ্ধ করিলে কি কঠিন হয়, তবে আপনার পরিচয়

দিলেন ভাল; আর কমলিনী কৈ সূর্য্যতাপে ত ব্যথিত হয় না—শুকায় না—”

যু। “কমল দুই প্রকার—কোমল আর কঠিন।”

র। “কোমল ছাড়া কমল নাই, লোহা কখন সোণা হয় না।”

যু। “রমণীর প্রাণ বড় কঠিন, আজি জানিতে পারিলাম।”

র। “কাযেই যখন কাপুরুষ পুরুষদের পদানত হোয়ে জীবন যৌবন কাটাইতে হয়—দেশ, বন্ধু, পিতা, মাতা সকলকেই ছাড়িয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন রমণী কঠিন বৈকি।”

যু। “এখন তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া নিরাপদে প্রাণ লইয়া দেশে যাইলে বাঁচি; যুদ্ধ ত যথেষ্ট করা হইল, কেবল কষ্ট—কেবল অপমান।”

র। “তামাসা করিবেন না—রমণী রক্ষা করা বড় কঠিন, রমণী বাঁকিয়া বসিলে শিবের অসাধ্য; তবে রমণীকে আদরে রাখিতে হয়।”

যু। “যদি কোন রমণী পুরুষকে আপনার মনের ভাব জানায়, তখন এমন কোন পাষণ্ড পুরুষ নাই যে, রমণীকে গলার হার করে না।”

র। “পুরুষত্ব থাকিলে রমণী চিরদিন পুরুষের অধিনী থাকিবে।”

যু। “মামুদের মতন পুরুষ না হইলে সুবিধা হয় না।”

র। “মামুদ একজন বীরপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

যু। “পুর্ণিমার শশধর, প্রস্ফুটিত পুষ্প, নবযুবতি, এসকল প্রলোভনীয় বস্তু বটে, তবে বিপদের ভাগ সমধিক।”

র। "আপনি বলিবেন না, রমণী বলিয়া কারামুক্ত হইয়াছি, পুরুষ হইলে প্রাণদণ্ড হইত।"

যু। "আহা! মামুদ ধন্য! যে রমণীকে দেখিলে ভুবন ভুলিয়া যায়, সেই রমণী তাহার পদ সেবা করিয়াছে।"

র। "আপনি না তাহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন?"

যু। "কেন করিয়াছি বলিবেত? রমণী বলিয়া নয়—তোমার কি তাহা স্মরণ নাই? কেবল প্রতিশোধ তোলা মাত্র।"

র। "আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন কেন?"

যু। "মামুদকে কোন সূত্রে তাড়না করা—নতুবা রমণীর উপর ভাল জ্ঞান থাকিলে যাহাকে কারামুক্ত করি, আর যাহার কথায় সাহায্যার্থে কারামুক্ত করি, অনায়াসে তাহাদের লইয়া পশু জীবনের সার্থকতা করিতে পারিতাম।"

র। "আপনি তাহাকে বনমধ্যে দেখিয়া চৈতন্য হারাইয়াছিলেন, আজ রোগীর মুখ দিয়া তাহা বাহির হইতেছে।"

যু। "আচ্ছা তোমার সৈনিকেরা বিশ্বাস করিল কেন? আমাকেই বা পথ ছাড়িয়া দিল কেন?"

র। "সৈনিকদিগকে কখন কথায়—কখন ছলে কখন অপাঙ্গের ভঙ্গীতে মন ভোলান হয়, তারা নীচাশয়—আমাদের ভোগ করিতে পাবে বলিয়া অনায়াসে পথ ছাড়িয়া দেয়।"

যু। "আমি যাহাকে কারামুক্ত করি, তাহার পরিচয় জান?"

র। "আমাকে দিদি দিদি করিত—আর তার নাম 'মঞ্জুলা'।"

যু। "মামুদ বোধ হয় তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে ?"

র। "বোধ হয় কেন, সত্যই স্পর্শ করিয়াছে।"

যু। দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন—"আমি সেই যবন-স্পৃষ্ট রমণীকে স্পর্শ করিয়াছি ? আজি তাহাকে দেখিলে এই অস্ত্র দ্বারা শতখণ্ড করিতাম।"

র। ভয়গদ্গদস্বরে বলিল—"যদি আপনি আমাকে অসচ্চরিত্রা ভাবিয়া এই অস্ত্রে আমার মুণ্ড দুখানা করেন, তবে রক্ষা পাই, নতুবা এখনও যে কত কষ্ট পাইব, তাই বা কে জানে ?"

যু। "যবনের ছায়া মাড়াইতে যাহার ঘৃণা হয় না, তাহাকে ধিক্ !"

র। "বিধির বিপাকে রাজমন্ত্রী যবন হইলেন দেখুন ?"

যু। "আর বলিও না—ক্ষান্ত হও—আমি নারীকুলের মর্ম্ম অবগত হইয়াছি ; সে দিন সন্ন্যাসী থাকাতে মৌনী থাকি।"

র। "আপনার ধারণা রমণী হইলেই কলঙ্কিনী হয় ?"

যু। "পাকত যাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেও বলিব না ?"

র। "তবে সেদিনকার সুযোগ হারান ভাল হয় নাই।"

যু। "তুমিনা বলিয়া থাক, সেই আমার স্বামী, যে অকাতরে সমরার্ণবে ঝাঁপ দিয়া তীরমুখে উঠিতে পারে ?"

র। "আমার যুদ্ধই স্বামী, কারণ আমি যুদ্ধ করিতে বড়ই ভালবাসি।"

যু। "আমি কিন্তু ছবি আর পত্রখানি গলার হার করিয়া রাখিয়াছি, সময় পাইলেই গলায় পরি।"

র। "আপনি আর বঞ্চনা করিবেন না, আমরা রমণী—আমরা কি যুদ্ধ করিতে পারি—এবারে দাসী আপনার সঙ্গ লইবে।"

যু। "রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বলিতে পারি, এখন আমাদের কি দশা উপস্থিত?"

র। "আর আমি যে সঙ্গী হারাইলাম, তাহার করি কি?"

যু। "আমার বিবেচনায় সন্ন্যাসী সকলকে রাখিয়াছে।"

র। "আর একটি রমণীকে ত একজন হিন্দু-সৈনিক প্রথমে আপনার আবাসে রাখে—কন্যার মতন লালন পালন করে—শেষে মামুদের কাছে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য—আপনার রাজার কাছে বাহাদুরী লইবার জন্য—ঐ কন্যাটীকে যবন সৈন্যের উদ্দেশে দেখাইয়া দেয়; তাহার জন্য বড়ই ভাবনা।"

যু। "আমি এ দেশের ভাবগতি বড় ভাল বোধ করি না।"

র। "তবে এখন দাসীর উপায়?"

যু। "ভয় কি? তুমি এক জন প্রকৃত বীরাঙ্গনা।"

র। "তবে চলুন—এ দেশের যাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে তথায় যুদ্ধের সংবাদ লইগে?"

যুবাপুরুষ এইবারে ফাঁদে পড়িলেন—রমণীকে লইয়া যুদ্ধের সংবাদ, সৈন্যগণের আগমনের সমাচার লইতে ধীরে ধীরে চলিলেন। অশ্ব পূর্ব্বমত বায়ুবেগে প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া ছুটিল—রমণী আপনার অশ্বে আপনি চড়িয়া মনের সুখে চলিলেন—এবারে পরস্পরের উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে—রত্নের সহিত কাঞ্চন মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

(আশাপতন)

"স তু তত্র বিশেষদুর্লভঃ সদুপন্যস্যতি কৃত্যবর্ত্ম যঃ।"

একবার বিপদ্ হইলে অন্য বার সুখ হয়—এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মামুদ মুলতান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজমীরে উপস্থিত হন। তথায় মনের আনন্দে নগর লুণ্ঠন করিয়া গুজরাটের রাজধানী পত্তন নগরে অবতীর্ণ হন। ক্ষণ মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া শিবলিঙ্গের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন; দেখিলেন অগণ্য হিন্দু সেনা সতর্কতার সহিত—মন্দিরে পাহারা দিতেছে।

এদিকে অর্জ্জুনসিংহ, শিবকেশরী, ইন্দুনাথ, রণলতা, অসংখ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া—মামুদের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দু দিন এমনি কৌশলের সহিত হিন্দুরা যুদ্ধ করেন যে, তাহাতে মামুদ সৈন্য লইয়া পাঁচক্রোশ পলাইয়া যান। রণলতা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া—মামুদের পশ্চাতে ধাবমান হয়, সকলে রণলতার কৌশল দেখিয়া অবাক্।

হিন্দু সৈন্যগণ জয়ধ্বনি, কোলাহল, সিংহনাদ করিয়া উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তখন যে রণলতাকে দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে যে, আকাশ হইতে কোন এক বিদ্যাধরী ভূমিতে নামিয়া—যুদ্ধ করিতেছেন। শাণিত তর-

বারির চালনা দেখিলে বোধ হয় যেন বিদ্যুৎ পুঞ্জ অস্ত্রের খাপে বাস করিতেছে।

ইন্দুনাথ সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে রণলতার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রণাঙ্গনে ইন্দুনাথকে আর রণলতাকে আকস্মিক ঘোর সংগ্রামে উদ্যত দেখিয়া সকলেই ভাবিল, দেবাদিদেব মহাদেব, পার্ব্বতীর সঙ্গে—মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।

হিন্দু সৈন্যগণ যমদূতের মতন সশস্ত্রে ঘুরিতেছে—সকলেই স্ফূর্ত্তির সহিত মন লাগাইয়া সংগ্রাম করিতেছে (এইবারে মামুদকে ভারত পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র গিজনীতে পলায়ন করিতে হইবে) এই কথা সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল— ইন্দুনাথ আর রণলতা উন্মত্তভাবে অস্ত্র চালাইল।

রণ যদি একটি বৃক্ষ হয়, রণমত্তা আমাদের ভারতকামিনীকে ঐ রণবৃক্ষের লতা বলিলে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না, লতা যেমন বৃক্ষ দেখিলে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কামিনী অবিকল লতার মতন রণবৃক্ষ জড়াইতেছে।

মামুদ দুদিন যুদ্ধ করিয়া সফল হইতে পারিল না। তৃতীয় দিন আরও অসংখ্য হিন্দু সৈন্য লইয়া কত শত রাজা শিবলিঙ্গের মন্দির রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। তখন হিন্দু সেনার সংখ্যা অধিক দেখিয়া মামুদের মনে যথার্থ ভয়ের সঞ্চার হয়—আবার রমণীর যুদ্ধে পরাজয় স্মরণ করিয়া—বিষম বিভ্রাটে পতিত হন।

কিন্তু এ জগতের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব—কি সূক্ষ্ম মর্ম্ম অবগত

হওয়া বিধাতারও কর্ম্ম নয়। লক্ষাধিক হিন্দুসেনা উপস্থিত দেখিয়াও মামুদের বজ্রনাদ সদৃশ কঠিন ও গম্ভীর আদেশবাক্যে মুসলমান সেনাগণ এরূপ দক্ষতার সহিত, এরূপ বেগে, এরূপ রণকৌশল ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল যে, কিছুতেই হিন্দু সৈন্য গণ মন্দির রক্ষা করিতে পারিল না।

তখন রণলতা—উন্মত্তার বেশে দুই হস্তে কেবল যবন সৈন্য নিধন করিতে লাগিল।

হাজার যবন সৈন্য নিহত হইলেও তখন মুসলমান সৈন্য-দের কৌশলে সেই যুদ্ধে হিন্দু সৈন্য অধিক নিহত হয়। তখনও মন্দির ঘেরিয়া রণলতা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মামুদ তদনন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিবলিঙ্গের নিকটস্থ হইলে প্রতিমারক্ষক পাণ্ডাগণ অনেক বিনয় করিয়া বলিল, "আপনি আমাদের মূর্ত্তি স্পর্শ করিবেন না—বরং ইহার পরি-বর্ত্তে বিপুল ধনদান করিতে প্রস্তুত আছি।"

মামুদ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—"দেবমূর্ত্তি চূর্ণকরা আমার কৌলিক কর্ম্ম; আমি এমন কত শত দেবমূর্ত্তি উৎপাটন করিয়াছি—প্রতিমা চূর্ণ করিয়া ভিতর হইতে কত শত মণিমুক্তা হীরকাদি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আর প্রতিমা ক্রয় করা অপেক্ষা প্রতিমা চূর্ণকরা—আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।"

তখন পাণ্ডাদিগকে নিরস্ত করিয়া—শিবলিঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া যখন মন্দির হইতে বহির্গত হন, তখন ভারতীয় সৈন্য গণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করে।

কিন্তু এবারে মামুদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়, হিন্দু সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে।

যাইবার সময় মামুদ একজন ব্রাহ্মণকে গুজরাটের সিংহাসন অর্পণ করেন।

এদিকে শূরনাথ আপনাকে প্রকাশ করিবার সুযোগ্য সময় পাইয়া শীঘ্র ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া রণলতার সহিত ইন্দুনাথকে সেই রাজ্য অর্পণ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

(নিয়তির অখণ্ডলীলা)

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"

যাহার প্রসাদে সুখের পর দুঃখ, আর দুঃখের পর সুখ ঘটে; যাহার আশীর্ব্বাদে মরুভূমে কল্লোলিনীর কুলকুল ধ্বনি শোনা যায়; যাহার ইচ্ছা হইলে ভিখারী সাম্রাজ্য সুখের আধিপত্য লাভ করে; যাহার জীবন্ত আর জলন্ত কুহকে অদ্যাপি রবিশশী তারা একভাবে ঘুরিতেছে; যাহার মায়ায় পড়িয়া যুবতিকে সংসারের রত্ন, আর তত্বজ্ঞানীকে অসার বস্তু বলিতে কেহ শঙ্কা করে না; তাহার নাম নিয়তি বলিলাম।

এই নিয়তির বলে সমুদ্র এককালে মৃত্তিকা হয়, আবার মৃত্তিকারাশি কখন অপার, অনন্ত, গভীরনীলজলপূর্ণ ধূম্রময় গভীর সাগরে পরিণত হয়। বালকের বিদ্যাভ্যাস—যুবার বিষয় চর্চা—যুবতির রঙ্গভঙ্গী—বৃদ্ধের ধর্ম্মানুশীলন—এ সমুদয় নিয়তির কৃপাকটাক্ষ প্রসূত। আজন্ম হত্যাকরিয়া রত্নাকর যে সুধা সুললিত রামনাম শুনাইতে পারিল, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত নিয়তির অমোঘ বল। বীর পুরুষ যদি যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে নিয়তির আশীর্ব্বাদ; আবার যদি পরাস্ত হয়, তাহাও নিয়তির মোহিনী শক্তি।

কেহ যুবতির যৌবনজ অলঙ্কারে, শারীরিক লাবণ্য দর্শনে, আপনার জীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নয়; কেহ বা আবার ঐ রমণীর কমনীয় মুখছবি, অনুপম ভ্রূযুগল, মনোহর নাসিকা, তরবারি সদৃশ কটাক্ষক্ষেপ দেখিয়া তাহাকে অপবিত্র শুক্রশোণিতের সমষ্টি বলিয়া ঘৃণা করে; কেহ কখন আবার রমণীর বিরহে পাগল—মিলনে সুখী—কেহ মিলনে পাগল—বিরহে সুখী—নিয়তির আশীর্ব্বাদে সকল প্রকার মানবই যথেষ্ট আছে। নিয়তির হাত ছাড়াইয়া একপদ অগ্রসর হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা—পঞ্চমুখ শিব—সহস্রমুখ অনন্তফণী—কেহই সক্ষম নয়। তবে সামান্য মানবের কথা উল্লেখ করা বৃথা মাত্র। যাহা কখন ঘটেনা—তাহাও ঘটিতে পারে; যাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে, তাহারও আবার ব্যভিচার দেখা যায়।

রণলতা যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিত, যুদ্ধের সাহায্যে অগত্যা ইন্দুনাথকে ভালবাসা দেখাইতে হইয়াছিল। যে রমণী মামুদের

সঙ্কল্পিত হৃদয়-আসনে কিছু দিন বসিয়া ছিল, পুরুষের উত্তেজনায়—প্রতারণায়—প্রলোভনে—রমণীর মনে মনে একটু ভালবাসার অঙ্কুর হয়। শেষে উদ্যানরক্ষক সৈনিকদের সাহায্যে যাহার সঙ্গে রাত্রিকালে কানন হইতে বাহিরে আসেন, কাযেই সেই অঙ্কুরিত ভালবাসা ইন্দুনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া পল্লবিত—শেষে পুষ্পিত পর্য্যন্ত করা হয়—এখনও ফলিত হয় নাই।

রণলতার মনের ভাব যাহাই থাকুক, বাহ্যিক ভালবাসার চিহ্ন কেহ কখন জানিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দুনাথের সহিত গুজরাটে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সপত্নীর মতন ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিয়াছিল। ফল রণলতা বড় গম্ভীর প্রকৃতির রমণী—যাহার ভালবাসা পশু পক্ষী জানিতে পারে, সে রমণীর ভালবাসা কখনই আদরণীয় নয়। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা ছুটিতেছে—অথচ মাছিটি পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও জানে না—সেই ত ভালবাসা।

রণলতার শরীর এখন ভালবাসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে; মণিমন্ত্র মানিতেছে না—বোধ হয় ভুজঙ্গ শিশু দাঁত ফোটাইয়া পাশ দিয়া বিষ শরীরে ঢালিয়া দিয়াছে—এখন শরীর নীলবর্ণ—মুখ বিকট—মুখদিয়া চক্ষুদিয়া অনবরত শারীরিক আর মানসিক ক্লেদ বাহির হইতেছে।

এখন আর সে গাম্ভীর্য্য নাই—এখন আর সে বুদ্ধি-শক্তি নাই—এখন অবিরলধারে চক্ষের জল পড়িতেছে—শুশ্রূষা করিবে কে? সঙ্গে কেহই নাই—বিষ ঝাড়াইবে কে? ওঝা নাই—ভালবাসিবে কে? সে মানব সে দেশে নাই—মনের ভাব হইয়াছে যে, কোন উপায়ে সেই রমণীর প্রাণবধ করা।

এককালে তাহার দাসীবৃত্তি করা হইয়াছিল, দুই জনের যেরূপ ভালবাসা হইয়াছিল, তাহা মরণান্তেও কেহ কখন ভুলিবে না। শেষে এমন মতিগতি হইয়াছে যে, হয় তাহার প্রাণবধ করিয়া রোহিণীর মতন ইন্দুর বামে বসা—নয় এই বিকল, অসার, ভারভূত দেহ ত্যাগ করা—কিন্তু যে ভালবাসিতে জানে, তাহার মৃত্যু হয় না, জীর্ণশীর্ণ হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকে।

যদি তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া কার্য্য সফল হয়, তাহাতেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। তবে সন্ন্যাসীর মুখ চাহিয়া কিছু দিন থাকিতে হইল, কারণ, সে বড় চতুর সন্ন্যাসী-বিশেষ সে কামিনী তাহার আত্মীয়।

রণলতা দিল্লীর নিকটে যমুনানদীর উপকূলে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছিলেন, আর মনে মনে অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কিন্তু দেশে গিয়া কিরূপে মুখ দেখান হইবে? কে কখন্ কলঙ্ক রটাইবে? কে মিত্র সাজিয়া শত্রুতা সাধিবে? তাহার জন্য দেশে যাইতে সম্পূর্ণ মন ছিল না। কখন যোগিনী সাজিয়া যোগ শিক্ষা করিতে মন হইল—কখন যমুনা জলে দেহ ভাসাইয়া দিতে বাসনা জন্মিল—কিন্তু করে কে? কার্য্য করায় কে? মন কৈ? যেমনে কার্য্য করা হইবে, যুদ্ধাবসানে সে মন এ দেশ ও দেশ করিয়া ছুটিতেছে।

হটাৎ জনেক সৈনিক আসিয়া বলিল—"আমরা আপনার অনুসন্ধানে অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। আপনাকে আর মন্ত্রিকুমারকে দেখিতে পাই নাই; তাঁহার অনুসন্ধানে এখন গুজরাটে লোক গিয়াছে।"

আর একজন বলিল—"আপনিও না তাঁহার সঙ্গে গুজরাটে ছিলেন ?"

রণলতা বলিল—"সে কথায় তোমাদের কোন ফল নাই—এখন কে কোথায় আছেন ?"

সৈ। "মিরাটে সকলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

র। "সকলে কে ?"

সৈ। "অনেক রাজা—অনেক প্রজা—অনেক সৈন্য।"

র। "চল—আমি উঠিলাম।"

এই কথা বলিয়া নিয়তি-প্রেরিত হইয়া সৈন্যদের সহিত চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(রহস্যভেদ)

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।

আজি মিরাটে সুখের সীমা পরিসীমা নাই। মহারাজ সত্য-নাথ যুধিষ্ঠিরের মতন রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। নানাবিধ-ভূষণে নগরী সুসজ্জিত; কোথায় আলোকমালায়—কোথায়

চন্দ্রাতপে—কোথায় নবপল্লবে—কোথায় বাদ্যযন্ত্রে—সুশোভিত হইয়াছে। রাহুমুক্ত শশীর মতন দাসদাসী, সৈন্যসামন্ত, দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সকলেই উজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সৌধশ্রেণীর উপর নীল, শ্বেত, পীত, লোহিত-বর্ণের পতাকাসকল অমরাবতীকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য রসনা বিস্তার করিয়া হাসিতেছে।

নগরের বহির্ভাগে শত শত পান্থশালা—অতিথিশালা—পানশালা—নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদেশীয় যাত্রীগণ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা পাইয়া সহাস্যমুখে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। দীন, অনাথ, আতুর, কাণা, খঞ্জ, সকলেই প্রচুর অর্থ পাইয়া দুই হাত তুলিয়া মহারাজের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

সৈন্যগণের সমাগমে এরূপ কোলাহল হইল, যেন সাতসমুদ্র একবারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। নৃত্য গীত, বাদ্য জয় ধ্বনি, কাংস্য, ঘণ্টা, শঙ্খপ্রভৃতির নিনাদে আকাশ যেন ফাটিতে লাগিল। মল্লযোদ্ধাগণ বড়লোকদিগকে ব্যায়াম দেখাইবার জন্য হস্তে ধূলি মাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজমহিলাগণ প্রাসাদ হইতে গাত্রীয় আভরণ, বস্ত্র সকল উন্মোচন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে দিতে লাগিল। মিরাটের এরূপ অপরূপ শোভা কখনই হয় নাই।

যিনি যেরূপ সম্মানের যোগ্য, তাঁহার জন্য সেইরূপ আসন দেয়া হইয়াছে। রাজসভার শ্রী বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। নানাবিধ মণিমুক্তা-খচিত রত্নসিংহাসনে দিক্‌পালের মতন গম্ভীর ভাবে

ভূপেন্দ্রগণ বসিয়া আছেন। অমাত্যগণ যোগ্যতানুসারে বসিবার আসন অধিকার করিয়াছেন। যোগী, সন্ন্যাসী, পরমহংসদিগের জন্য মণিময় আসনের উপর একটা ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করা রহিয়াছে। সৈন্যগণ লোহিত উষ্ণীষ মস্তকে বাঁধিয়া--শাণিত অস্ত্র হস্তে ঝোলাইয়া—সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে। স্তুতিপাঠকেরা যোড়হস্তে সুমধুর তানলয়ে সঙ্গীত করিয়া স্তব করিতেছে।

আজমীর, গুজরাট, মথুরা, কান্যকুব্জ, বারাণসী প্রভৃতি দেশের ভূপালগণ মহারাজ সত্যনাথকে ঘেরিয়া স্বস্ব মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কেহ সাংখ্যের, কেহ বৈশেষিকদর্শনের, কেহ বেদান্তের, কেহ বা যোগশাস্ত্র পাতঞ্জলের সূত্র তুলিয়া ভাষ্যের সহিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ—নিশ্চল—যেন একটি শরীর স্থিরভাবে বসিয়া আছে। একটি মক্ষিকা বেগে উড়িলে জানিতে পারা যাইত যে, এখন মক্ষিকা উড়িতেছে।

তখন মহারাজ সত্যনাথ করযোড়ে সহাস্য বদনে ভূপেন্দ্রগণের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া সবিনয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন। "যদিচ আমার পুত্র নাই—তথাপি অদ্য আমার আপনাদের শুভাগমনে যে প্রীতিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহার বিষয় কিছু উপদেশ দিন।"

একজন ভূপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনার কি অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে? একবার সভার চারিদিক্ চাহিয়া দেখুন

দেখি, এখনও সভার অনেকস্থানে লোক বসিবার স্থান শূন্য রহিয়াছে।”

মহারাজ সত্যনাথ বলিলেন—“প্রাণাধিকমন্ত্রী শূরনাথ, আমার দেহের প্রাণ ইন্দুনাথ, আর মা রণলতা, আমার কন্যা উর্ম্মীলা আসিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়; সেইটুকু আপনি মনে করিয়া বলিতেছিলেন কি?”

বারাণসীর অধীশ্বর প্রতাপসিংহ বলিতে লাগিলেন—“যাহাদের সাহায্যে আমরা জাতিকুল পাইয়াছি, তাহাদের অদর্শনে আর দেহ প্রাণ রক্ষা হয় না—অসহ্য হইয়াছে।”

হটাৎ দ্বারপাল আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিল—“একজন পাগলিনী রাজসভায় আসিতে চায়।”

মহারাজ সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন; মহারাজ প্রতাপসিংহ বলিলেন—“ক্ষতিকি?”

সত্যনাথের ইঙ্গিতে দ্বারপাল নমস্কার করিয়া সভা হইতে চলিয়া গেল।

মহারাজ অর্জ্জুনসিংহ বলিলেন—“বীরবর শূরনাথ এখন আসিলেন না কেন? তিনি কি আর মিরাটে পদার্পণ করিবেন না? ইন্দুনাথ একজন বীরচূড়ামণি—মামুদের অত্যাচার দূর হইল—এখনও তাঁহাদের দেখা নাই?”

দ্বারপাল প্রণাম করিয়া পাগলিনীর সহিত রাজসভায় আসিল—পাগলিনীর বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; তখন ভদ্রকুলাঙ্গনার মতন সম্ভ্রমের সহিত—লজ্জার সহিত—সভার এক পার্শ্বে পাগলিনী বসিল।

সকলে পাগলিনীর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল—কেহ অভিপ্রায় বুঝিল না।

দ্বারপাল পাগলিনী বসিবার পর যেমন দ্বারে যাইল, অমনি দেখিল দুইজন বীরপুরুষ, একজন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর সহিত তিনজন স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। দ্বারপাল তাড়াতাড়ি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা সকলেই দ্বারপালের সঙ্গে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজসভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

মহারাজ সত্যনাথ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপযুক্ত আসনে অগ্রে বসাইয়া পরে আপনি বসিলেন; রমণীদের স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

সত্যনাথ করযোড়ে সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"ভগবানের যত দিন শুভাগমন হয় নাই, তত দিন আমি প্রজাপুঞ্জের সহিত কেবল মনস্তাপে কাল কাটাইয়াছি; তবে এ দাস কি কোন অপরাধ করিয়াছিল?"

সন্ন্যাসী গভীরস্বরে বলিলেন—"সমস্তই ভবিতব্য, নতুবা দেহশূন্য জীবন যেমন থাকে না—গন্ধশূন্য ফুল যেমন দেখা যায় না,—আমিও তেমনি তোমাদের মঙ্গলকামনা-শূন্য হইয়া কখন থাকি নাই।"

শিবকেশরী বলিলেন—"আজি আমাদের পরম সৌভাগ্য, তাই আপনার পুনরায় শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।"

অর্জ্জুনসিংহ বলিলেন—"আপনার করুণায় আমরা বিপক্ষশূন্য হইয়াছি, এখন শুভদিন উপস্থিত বটে।"

ইন্দুনাথ বলিলেন—"এ সভায় পুনরায় একটী নিবেদন আছে; এক জন পাগলিনীকে আপনারা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"অনেকক্ষণ আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু আপনারা কোথায় দেখিলেন?"

শূরনাথ হাসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! এই ইন্দুনাথ আর মা রণলতা, যেরূপ বীরত্ব করিয়া মামুদকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূর করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কৈ? এখন পাগলের কথায় কোন ফল নাই।"

সত্যনাথ বলিলেন—"আমার রাজত্ব আমি ইন্দুনাথের করকমলে অর্পণ করিলাম; আপনারা কি অনুমতি করেন?"

মহারাজ প্রতাপসিংহ আসন হইতে উঠিয়া রণলতার কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমি আমার তনয়াকে এই সঙ্গে ইন্দুর হস্তে সমর্পণ করিলাম।"

শূ। "আমি পূর্ব্বেই গুজরাটের রাজধানী ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ইন্দুনাথকে প্রদান করি—আর মা রণলতাকে।"

সত্য। "আমার কন্যা মা উন্মীলাকে আপনার পুত্র আদিত্যসিংহকে এই উপলক্ষে অপণ করিলাম।"

প্র। "হতভাগ্যের পুত্রের এখনও কোন সম্বাদ নাই।"

শূ। "এখনই আসিবে—কিছু অপেক্ষা করুন।"

স। "এ কন্যাটির কথা কেহই বলিলেন না?।"

ই। "আমার বিবেচনায় ঐ শরীরে বোধ হয় পাপ প্রবেশ করিয়াছে।"

স। "যবনের দাসত্ব করিয়া—যবনের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া—কারাবাসিনী হইয়া—যদি কেহ কেহ নিষ্কৃতি পায়, তবে ইহার এত দোষ কেন হইবে ?"

র। "আমি রমণী— আমার এ সভায় সকলেই পূজ্য—এক স্থানে অনেক দিন ছিলাম ; তবে যবনের"—

স। "জ্বলন্ত অনলের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমি জানিয়াছি ইন্দ্রনাথ কেন এ কথা বলিলেন ?—রণলতা তাহার হৃদয়ভাগিনী হইয়া সপত্নীর জন্য নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে বিচিত্র কি ?"

ইতিমধ্যে জনকত সৈন্য প্রবেশ করিয়া রাজসভায় রাজাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মামুদের ভয় এতদিনে নির্মূল হইল—আমরা পরম্পরায় শুনিয়াছি, মামুদ গুজরাট রাজ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া যখন রাজধানী গমন করে, তখন যদু বংশীয়েরা তাহার পথ আক্রমণ করেন। তিনি তাহার অনতিবিলম্বে ১০২৫ খৃঃ অব্দে শীঘ্র গিজনী হইতে আসিয়া (আপনাদের এদিকে আসিবার পরে) অত্যাচারীদিগকে নির্মূল করিয়া যায়। যাইবার সময় স্পষ্ট বলিয়াছে, আমি দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করিয়াছি—এখন যে কয় দিন বাঁচিব, গিজনীতে থাকিব ; আর কখন ভারতে আসিব না।"

স। "এই ত মহারাজ ? আপনার পুত্র আদিত্যসিংহ আসিয়াছেন।"

ই। "আমিও ত একবার এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি।"

সত্য। "আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই কেন ?"

আদি। "আমিও যবনের দাসত্ব করি—প্রথম মন্ত্রী মহাশয়কে মামুদের কাছে নিযুক্ত করিয়া দি—শেষে বলিতে নাই, এই হতভাগ্যের কৌশলে এই দুটী রমণী কারামুক্ত হন।"

সত্য। "উর্ম্মিলা তখন কোথায় ছিল?"

উ। "আমি একজন হিন্দুসেনার আশ্রয়ে থাকি, ক্রমশঃ তাঁর ভাবগতি বদলিয়া যায়; কৌশলে মামুদের হস্তে আমাকে অর্পণ কোরে রাজার প্রিয়পাত্র হতে চান্।"

আদি। "সে পাপিষ্ঠ নরাধম এই আমি—মামুদের নিকট হইতে যখন সকলে চলিয়া যান, আমিও অমনি এই মহারাজ শিবকেশরীর আশ্রয় গ্রহণ করি। ভারতললনা আমাদের অবশ্য রক্ষণীয় ভেবে ঐ কৌশল প্রকাশ করি—কোন সূত্রে না আমাদের চক্ষের অন্তরাল হয়, এই আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

র। "হাঁ আমার এখন সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে, আমি আপনাকে দাদা না জানিয়া অনেক গালাগালি দিয়াছিলাম।"

পাগলিনী আর স্থির হইতে না পারিয়া সভামধ্যে উঠিয়া মুখ বিকট পূর্ব্বক বলিল—"আমার এই বিটি—আমার এই বিটি—আমি কামড়িয়া খাইব।"

সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিল—আর পাগলিনীর 'বিটি' কথার জন্য সকলে কাণ বাড়াইল।

শূ। "আমার বোধ হয়, এই স্ত্রীলোকটীর কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে; তাই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে?"

সত্য। "তুমি যে হও—যদি তোমার মনের কথা বলিতে ইচ্ছা থাকে বল; কোন শঙ্কা নাই।"

পাগলিনী তখন ভদ্রকুলবধূর মতন গম্ভীর স্বরে সভা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে লাগিল—"আমি মহারাষ্ট্রীয় স্বর্গগত মহারাজ ভীমসিংহের কন্যা—নাম ইরাবতী। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম অর্জ্জুনসিংহ, তিনি আপনার সভায় উপস্থিত আছেন। বারাণসীর অধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সহিত আমার বিবাহ হয়। বারাণসীর বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজ প্রতাপসিংহ, (যিনি আপনার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন,) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার হৃদয়হার মাহারাজ জয়সিংহ—কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বৈষয়িক বিবাদে সংসারে থাকা অকর্ত্তব্য বোধ করিয়া গোপনে রাজ্য, জায়া, ঐশ্বর্য্য সমস্তই পরিত্যাগ করেন।"

মহারাজ সত্যনাথ বলিলেন—"তারপর—তারপর।"

পা। তারপর—"আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম, সুতরাং স্বামীর সঙ্গ একান্ত দুর্লভ হয়। আমার জনকতক, প্রিয়চর ছিল, প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে পাঠাইলাম। সেইসময় আমার এক কন্যা জন্মে—আমি প্রচার করিয়া দিলাম, প্রসববেদনায় আমার মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে। অর্থে কিনা হয়, কন্যার ক্ষত্রিয় বিধানে যে সমস্ত কার্য্য হওয়া উচিতছিল, ঐ কাশীর মধ্যে গোপনে এক বাড়ী ভাড়া করাতে সে সমুদয় কিছুই হয় নাই।"

শূ। তারপর—

পা। তারপর—"কন্যাটি মাসখানেকের হইলে তাহাকে লইয়া—আর জনকত লোকজন সঙ্গে লইয়া—কাশী পরিত্যাগ

করি। এই যে সন্ন্যাসী আপনার রাজসভায় বসিয়া আছেন, তখন এই মহোদয় মাঘমাসে কল্পবাস করিবার জন্য প্রয়াগে অবস্থান করেন।”

সকলে বলিল,—“তারপর তারপর”—

পা। তারপর—“আমার যে সকল বিশ্বস্ত লোক মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুএকজন আসিয়া বলিল, মহারাজ সন্ন্যাসী হইয়াছেন। আমি সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকি, আর কন্যাটীকে লালন পালন করি। পরে সন্ন্যাসী অনেক তীর্থ পর্য্যটন করেন, আমিও পূর্ব্বমত পতিসঙ্গিনী হইয়া তাঁহার পশ্চাতে-পশ্চাতে গমন করিয়া কাল কাটাইতে থাকি।”

শূ। তারপর—

পা। তারপর—“মহারাজ লাহোরে আসিয়া গোমতী তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। আমি সুযোগ পাইয়া একটি কাষ্ঠ ভাসাইয়া—তাহার উপরে কন্যাকে বসাইয়া—তরঙ্গে ঠেলিয়া দিলাম। মহারাজ স্নান করিতে ছিলেন, তখন কন্যাটির রূপলাবণ্য দেখিয়া তিনি কুটীরে লইয়া যান—আপন কন্যার মতন প্রতিপালন করেন—কন্যার উপরে মহারাজের অটুট মায়া মমতা দেখিয়া আমি তখন আমার লোকজন সকল তাড়াইয়া দি।”

ই। তারপর—

পা। তারপর—“ক্রমশঃ কন্যাটী বড় হইল—মামুদেরও ভারতে শুভক্ষণে আগমন হইল। কন্যার রূপের কথা শুনিয়া

যে ব্রাহ্মণের বড়ীতে ছিল,মামুদের সৈন্যেরা আসিয়া—তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়।”

সত্য। তারপর তারপর—

পা। তারপর—“মনের দুঃখে আমি পাগল সাজি,—আর যখনঘোর যুদ্ধ চলিতে ছিল, তখন সকলের শুভ কামনা করা—আমার জীবনের এক মাত্র ব্রত, তাই শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছি—এখন আমার সমুদয় ক্ষোভ ফুরাইল—আমি আর সংসারে থাকিবনা—তবে কন্যাটীর বিবাহ হইলে পরম আহ্লাদ হয়”—এই কথা বলিয়া পাগলিনী ব্যস্ত হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন—“আমি আর সংসারে থাকিবনা—ইন্দুনাথ সুযোগ্য বর বটে, তবে অন্য বরকে কন্যা দেয়াতে আমাদের তত মনঃপূত হইবে না—” এই বলিয়া দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বেগে—সভাস্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

পাগলিনী মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া—সহাস্য মুখে সভা হইতে বেগে বাহিরে আসিল।

সভাস্থ সকলেই তাঁহাদের অনুগমন করিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিয়া কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

মঞ্জুলা মা মা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে উন্মাদিনীর বেশে পথে বাহির হইল।

তখন ইন্দুনাথ স্বয়ং সভাভঙ্গ করিয়া অশ্বে উঠিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে চলিলেন।

“জীবনসর্ব্বস্ব চক্ষের অন্তরাল হইল” ভাবিয়া রণলতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ভূপতিগণ আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাক দেখিয়া সকলে নানা স্থানী হইয়া পড়িল।

সুরনাথ আর সত্যনাথ পাগলের মতন কাঁদিতে লাগিল—কে কাহাকে যত্ন করিবে? কে কাহাকে সন্তুষ্ট করিবে? মিরাটের সুখরবি উদিত হইবা মাত্র প্রভাতে অস্তমিত হইল—বিনা মেঘে অশনি পাত হইল—আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ—হায়! রণ করিতে শিখিয়া কি রমণীগণ লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিল? নতুবা কন্যা কখন এরূপ হয় না—যুদ্ধ করা রমণীর কার্য্য নহে—যে রমণী যুদ্ধ করে সে পুরুষ। সে রণলতার আশ্রয় বৃক্ষ মেলেনা—শেষে লতা শুকাইয়া যায়—বৃক্ষ থাকিলে ভাঙিয়া পড়ে।

সম্পূর্ণ।

PUBLIC LIBRA